জীবন-স্রোত-না-আশালতা ?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় এম, এ, বি, এল,

প্রণীত ও প্রকাশিত।

বর্দ্ধমান, রাধানগর।

১৩১৫ সাল।

গুপ্তপ্রেসে;
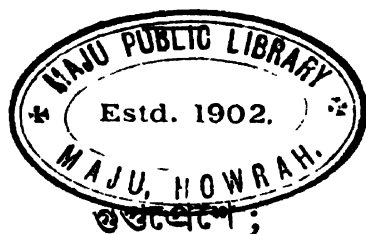
শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

২২১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য ১৲ এক টাকা।

উৎসর্গ।

৺ বিধুমুখী দাসী।

শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরাণীর স্নেহে, যত্নে ও কৃপায় আমি বিদ্যা-শিক্ষা করিয়াছি। আশা ছিল তাঁহার স্নেহ, যত্ন ও কৃপা-রূপ ঋণ-পরিশোধার্থ মৎপ্রণীত এই "জীবন-স্রোত-না-আশা-লতা ?" তাঁহার চরণ যুগলে অর্পণ করিয়া চরিতার্থ হইব; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হইল না। নির্দ্দয় অন্তক গত সন ১৩১৫।৭ই আষাঢ় তারিখে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হই-বার পূর্ব্বেই তাঁহাকে ইহধাম হইতে ত্রিদিব-কাননে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি সংরক্ষণার্থ তাঁহার স্বর্গীয় মূর্ত্তির পদ যুগলে এই গ্রন্থ পুষ্পোপহার স্বরূপে অর্পণ করিলাম। মাতঃ, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি ?

সহর বর্দ্ধমান।
রাধানগর।

বিনীত—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

ভূমিকা।

বিগত সন ১৩০৭ সালে সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত গড্ডা মহকুমায় অবস্থিতি কালে আমি এই গ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছিলাম। আশা ছিল উক্ত বৎসরেই "জীবন-স্রোত-না-আশালতা?" মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সাধারণের নিকট উপস্থিত করিব, কিন্তু আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে অল্পকাল মধ্যে উপর্য্যুপরি নানাবিধ দুর্ঘটনা হওয়ায় আমার সে আশা ইতঃপূর্ব্বে ফলবতী হয় নাই।

আমার যে সকল বন্ধু এই গ্রন্থের হস্তলিপি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের নিকট আমার এক মাত্র অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন কৃপা করিয়া এই পুস্তকের উপস্থিত আকৃতি দর্শন করিয়া ইহা পাঠ করেন। তাঁহারা এবং অপর পাঠক পাঠিকাগণ অনেক প্রকারের ভ্রম ও প্রমাদ এই গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। তাঁহাদিগের সকলেরই নিকট প্রার্থনা যেন তাঁহারা সেই সকল ভ্রম-সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে তাঁহাদিগের নিকট চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেন।

আমার বন্ধুগণ শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ,বি, এল, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত দেবীদাস ভট্টাচার্য্য বি, এল, শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ মুখোপাধ্যায় বি এল,

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী বি, এল, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল, শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায় বি, এল, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এল, শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত বি, এল, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপদ বক্সী বি, এল, ও শ্রীযুক্ত রাসবিহারী অধিকারী এবং শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম.এ, বি, এল, প্রভৃতি মহোদয়গণ এই পুস্তকের হস্তলিপি ও প্রুফ সিট সংশোধিত করিয়া দিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত বনওয়ারী লাল বরাট মহোদয় স্বয়ং বিশেষ যত্নের সহিত প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন এবং আমার অনেক ভ্রম সংশোধন করিয়াও দিয়াছেন এজন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট চির-ঋণ-পাশে আবদ্ধ থাকিলাম।

পাঠক পাঠিকাগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে তৃপ্তি-লাভ করিলে আমার শ্রম ও অর্থব্যয় সফল জ্ঞান করিব। যাঁহারা স্বর্ণলতার পরিণাম কি হইল জানিতে উৎসক; তাঁহাদিগের ঔৎসুক্য নিবারণার্থ মৎপ্রণীত "যমুনা" নামক অপর একখানি উপন্যাস পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উক্ত উপন্যাস এক্ষণে যন্ত্রস্থ। পাঠক পাঠিকাগণের আশীর্ব্বাদ ও অনুগ্রহ আমার একমাত্র সহায় এবং অবলম্বন। ইতি—সন১৩১৫ সাল ১৩ই ফাল্গুন।

সহর—বর্দ্ধমান।
রাধানগর।

গ্রন্থকার—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।
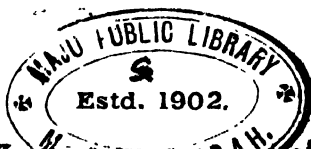
জীবনস্রোত-না-আশালতা ?

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্মশানে।

উমাশশী প্রজ্জ্বলিত চিতার অনতি দূরে দণ্ডায়মানা হইয়া অনিমেষ-নয়নে চিতামধ্যস্থ মৃতদেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। মৃতদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ক্রমশঃ শ্রীহীন হইতেছে, তদন্তর বিশুষ্ক প্রায় হইতেছে, তৎপরে কাষ্ঠরাশির সহিত দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, মৃতদেহের অবয়বগুলি একে একে যত বিলুপ্ত হইতে লাগিল, উমাশশীর মুখশ্রী ততই ম্লান হইতে লাগিল। উমাশশীর নেত্রদ্বয় অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া ক্লান্ত হইয়াছে। তাহার গণ্ডদেশের উপরিভাগে অবিরত অশ্রু পতিত হওয়ায় তদুপরি একটী

প্রশস্ত অথচ অদৃশ্য রেখা অঙ্কিত হইয়াছে। অশ্রুপাতের বিরাম নাই। বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা অশ্রু দূরীকরণে উমাশশীর যেন অনিচ্ছা হইতেছে। তাহার চক্ষু হইতে যতই অশ্রু পতিত হইতেছে, ততই তাহার মনে হইতেছে, যেন তাহার দুঃখের হ্রাস হইতেছে। অশ্রু মুছিতে গেলে অশ্রুবর্ষণ করা হয় না, দুঃখভারও কমেনা। অশ্রু নেত্র হইতে গণ্ডদেশে পতিত হইয়া তাহার গলদেশের কিয়দংশ প্লাবিত করিয়া তাহার বক্ষঃ পর্য্যন্ত গমন করিতেছে, তদন্তর তাহাব গাত্রবস্ত্রে সংলগ্ন হইয়া বিলুপ্ত প্রায় হইতেছে।

মৃতদেহ প্রায় ভস্মীভূত হইল। উমাশশীর মন প্রথমে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু ক্ষণেক পরে, কি জানি কেন, তাহার বদনমণ্ডলে প্রফুল্লতার চিহ্ন লক্ষিত হইল। দেখিতে দেখিতে তাহার মুখশ্রী যেন গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হইল। তাহার মনের তরলতা যেন কোথায় চলিয়া গেল।

দিবা অবসানপ্রায়, প্রদোষকাল সমুপস্থিত; উমাশশী যেন স্থিরা। সে যেন নির্ব্বাতপ্রদেশরক্ষিতা দীপশিখা; তাহার মনে যেন কোনও ভাবনা নাই, বোধ হইতেছে যেন এক্ষণে কোনও বিষয়েরই চিন্তা তাহার মনোরাজ্য অধিকৃত করিতে সমর্থ হয় নাই। শ্মশান-ক্ষেত্রে শবদাহ করিতে গমন করিলে সাধারণতঃ লোকের মনে যেরূপ উদাসীনতা বা 'বৈরাগ্যের' ভাব উদিত হয়, হয়ত উমাশশীর হৃদয়ে সেইভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। উমাশশী বালিকা, সুখ দুঃখ কিরূপে মনুষ্যগণকে সংসারক্ষেত্রে পরিচালিত করে, উমা-শশী অদ্য পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারে নাই। কালগতির কুটিলতা সে অদ্য পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই, নিরাশা বা দুরাশা অদ্য পর্য্যন্ত তাহার সরল হৃদয় অধিকৃত করিতে পারে নাই, এখনও

পর্য্যন্ত যে প্রতারণা শিক্ষা করে নাই। অদ্য এই প্রদোষকালে, শ্মশানক্ষেত্রে উমাশশীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই মনে হইবে কে যেন তত্র সমবেত লোকগণের অলক্ষ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া উমাশশীকে নিজ অত্যুজ্জ্বল তেজঃপুঞ্জ প্রদর্শিত করিয়া, আলেখ্য-লিখিত চিত্রবৎ স্থিরা করিয়া রাখিয়াছে।

তাহার আত্মীয় ব্যক্তিগণ কিয়দ্দূরে বটবৃক্ষতলে বসিয়া নানা বিষয়িণী কথা বলিতেছেন। গল্প করিতে করিতে তাহারা এতদূর অন্যমনস্ক হইয়াছেন যে, মৃতদেহ সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইল কিনা ইহাও তাহারা দেখিতেছেন না।

এক ব্যক্তি বলিলেন——

"কর্ত্তা ত এজন্মের মত ভব ছাড়া হলেন, এখন তাঁর বিষয়াদির কি বন্দোবস্ত হবে? তদুত্তরে অপর ব্যক্তি বলিলেন "কেন তাঁর বড ছেলে দীনকর ত আছেন, তিনিই এসে সব দেখবেন। এত তাঁরই বিষয়।

"না না সে সব কিছু বলি নাই, তবে কথা কি জান দীনকর দূর দেশে থাকেন। কি জানি কখন কি হয়? আবার দেশে যে প্লেগ এসেছে এ রোগে কি আর কারো রক্ষা আছে।"

"প্লেগ কি সকলেরই হয়?

"সকলের নেই বা হল?

"তবে?

"তবে আর কি? বোধ হয় দীনকর প্লেগে মারা গিয়াছেন।"

"এখন উমার কি হবে?

"কেন? উমার ত বিবাহ হয়েছে, সে স্বচ্ছন্দে শ্বশুর বাড়ী থাকবে। আর বিষয়াদির কথা? উমার ছেলে পিলে হ'লে

তারাই নেবে। এখন আমরাই দেখা শুনা করি। বলি আমরা ত আর তার পর নই গা।”

“না—না আপনি উমার পর কি করে হলেন? কেবল ভাই পুরুষের ছাড়া ছাড়ি বৈত নয়?

“পাজী—আমি হলাম উমার পর, আর তোমরা হ’লে ওর আপনার লোক। আঃ কি বিচার! কি বুদ্ধি!

তাহারা এইরূপে কথা বার্ত্তা কহিতেছেন—এমন সময় লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত নামক একব্যক্তি বলিলেন ঃ—হরিবাবু কিছুই জানেন না। উমেশ বাবুর মত আত্মীয় উমাশশীর আর কে আছে? এই ত্রিজগতে উমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উমাশশীর একমাত্র নিকট আত্মীয়। দেখুন না তাই যদি না হ’বে তাহ’লে ত’দের বাড়ীর সংবাদগুলি উনি এত আগে আগে কোথা থেকে পান? এই একটা কা’যেই দেখুন না কেন—দিন কর যে প্লেগে মারা গে’ছেন একথা কি এ’র আগে আপনারা জান্‌তেন্? আরও দেখুন পাছে রামনারায়ণ বাবু মৃত্যুকালে পুত্রশোক পান এই আশঙ্কায় উমেশ বাবু তাঁহাকে পর্য্যন্ত দিনকরের মৃত্যুসংবাদ জান্‌তে দেন নাই। পাছে উমাশশী একবারে দু’টী শোক পেয়ে নিতান্ত কাতরা হ’য়ে পড়ে এজন্য আজ পর্য্যন্ত উমেশ বাবু তাহাকে একথা জান্‌তে দেন নাই। উমাশশীকে উনি অন্তরের সহিত স্নেহ করেন। এই যে আমরা মাঝে মাঝে ২।১ বার উমাশশীর নাম করছি এতেই উমেশ বাবুর চোক থেকে অশ্রুক্ষরণ হচ্ছে। একি সাধারণ স্নেহ? উনি মনে করেন—উমার জিনিষও যা, ওঁর জিনিষও তা। সেই জন্যই উনি ব’লে উঠলেন আমরাই উমার বিষয়াদি দেখব।

উমেশ বাবু এই সকল কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। কারণ কথাগুলির অধিকাংশই বিদ্রুপচ্ছলে বলা হইল। তিনি ক্রোধ-ব্যঞ্জকস্বরে বলিলেন "মনে করতেম হরের আর লক্ষের কিছু বুদ্ধি আছে, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি দুইটাই দুষ্ট। হরেটা ত হস্তিমূর্খ। লক্ষেটা ত আস্ত পাজী, কি বল্‌ব শ্মশানে একটা সৎকাযে এসেছি, তা না হ'লে আজ তোদের মুখের মত জুতা দিতাম"।

হরিচরণ উমেশ বাবুকে বিরক্ত করিবার জন্য বলিনেন—"ঠিক ঠিক উমেশ বাবু কাযে এসেছেন। ওঁর সব জায়গাতেই কায। শ্মশানে এসেও উনি ব'সে ব'সে কায কর্‌ছেন। উমেশ বাবু পরের জিনিষের উপর এত লোভ কেন? ফলটা জানা আছে ত? আপনি মনে করেন আপনার চাল চলন আমরা বুঝ্‌তে পারি না। কিন্তু মনে থাকে যেন আমার নাম হরি।"

"কি বলব—পাজী! শ্মশানে এসেছি — তা' না হ'লে—আজ— "

"কি বল্‌বেন—বলুন—থামলেন কেন? দেখুন আপনার মত লোকের কথা শুন্‌তে আমাদের বড়ই আগ্রহ হয়। আপনার কথায় আমাদের অনেক জ্ঞান জন্মে। আপনার মত লোক যদি একটা কথা বলতে গিয়ে না বলেন তাহ'লে আমাদের দুঃখ রাখবার স্থান হয় না। আপনি মুরুব্বি মানুষ, আপনাকে বেশী আর কি বল্‌ব—দেখুন কোন কথা বল্‌ব বলে না বল্‌লে পাপ হয়। আরও দেখুন—"

"অ্যাঃ ব্যাটার—আস্পর্দ্ধা দেখ। চোর—দুষ্ট—ছুঁচো—!!!"

"উমেশ বাবু আমাকে গালি দিলেন না শিক্ষা দিলেন। দেখুন যে চোর হয় সে ত দুষ্ট বটেই। আর চোর যে ছুঁচোর মত কায করে, তাও আপনি বেস জানেন। বোধ হয় সে বিষয়ে—আপ-

নার উত্তম জ্ঞানই আছে। সুতরাং আগে চোর বলে পরের দু'টো কথার ব্যয়না করলেই ভাল হ'ত !! আপনার মত লোকের দুটো কথা অনর্থক খরচ হ'ল গা ? হায় ! হায় ! হায় ! এতে আমাদের প্রাণে ব্যথা লাগে যে।"

"কিরে—পাজী—মিথ্যাবাদী, আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ ? আমায় ঠাট্টা বিদ্রূপ করা ? মনে করিস আমি একটা যে সে লোক,—নয় ?"

"না—না—না—তা' কে বলে—এমন ক্ষমতা কা'র আছে ? আপনাকে চিন্‌তে পারে এমন লোক সংসারে কে আছে ? আপনি স্বত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ ছাড়া. আপনাতে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ স্পর্শ—এ সকলের কিছুই নাই। আপনি এক অপূর্ব্ব পুরুষোত্তম। আপনি সাক্ষাৎ গোনর-বানরাকার-মনুষ্য-দেহ-ধারী—অদ্ভুত জীব-বিশেষ। অনেকে হনুমান চরিত্র, কাকচরিত্র প্রভৃতি পড়িয়া অনেক জীবাদির ভাষা, আচরণ প্রকৃতি ইত্যাদি জান্‌তে পারে। আপনাকে চিন্‌তে পারে এমন সাধ্য কা'র আছে ? তাই বলি আপনি কি একটা যে সে লোক ?"

"ব্যাটারা যেন আমাকে উদ্ভিদ পেয়েছে।" "উমেশ বাবু চটেন কেন ? একটা কথা আমার মনে হল—উদ্ভিদ ত কথা কয় না।"

"উঃ কি সাহস, ব্যাটা কথায় কথায় আমার সঙ্গে ঠাট্টা করে।'

"ঠাট্টা কি উমেশ বাবু ? বালিকা উমাশশীর বিষয়ে—আপনার এত লোভ কেন ? জানেন ত লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। দিনকর বেঁচে আছেন কি না জানি না। তিনি যদি বেঁচে থাকেন তাহ'লে ভালই। আর যদি না থাকেন তা'হলে আমরা থাকতে আপনি

রামনারায়ণ বাবুর বিষয় আত্মসাৎ কর্‌তে পারবেন না। এ বিষয় আপনি ভোগ কর্‌তে পারবেন না।”

তাঁহারা এইরূপে গল্প করিতেছেন। উমাশশী এই সময় তাহাদের অলক্ষ্যে মূর্চ্ছিতা হইল। তাঁহারা বা তাঁহাদের মধ্যে কেহ প্রথমে তাহা দেখিতে পান নাই। পরে হরিচরণ উহা দেখিতে পাইয়া সত্বর উমাশশীর চৈতন্য সম্পাদনে যত্নবান হইলেন। হরিচরণ উমাশশীর নিকটস্থ হইয়া তাহারই বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতিকে বলিলেন জল আন।”

সকলেই বলিতে লাগিলেন—জল আন। কিন্তু কেহই অগ্রসর হইলেন না। কারণ রজনী সমাগতা। অন্ধকারে শ্মশানের নিকটস্থ জলাশয় হইতে জল আনিতে অনেকেই ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কাহারও কাহারও মনে ভূত প্রেতের ভয় হইতে লাগিল। কেহ বা উমেশ বাবুর ইঙ্গিত অনুসারে ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্য কার্য্য সম্পাদনব্যপদেশে শ্মশান হইতে প্রস্থান করিলেন।

হরিচরণ দেখিলেন তাঁহার কথামত কার্য্য হইল না। তাঁহার মন খলতাপূর্ণ নহে। তিনি অর্থলোলুপ নহেন। সকলকে ধ্বংস করিয়া ধ্বংসাবশেষের উপর আধিপত্য করা বা সকলের ধনাদি অপহরণ করিয়া স্বয়ং সর্ব্বেশ্বর হইয়া প্রভুত্ব করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। হরিচরণ উদারচেতা। উমেশ বাবুর ন্যায় তিনি বালিকা উমাশশীকে প্রতারণারূপ কুঞ্ঝটিকায় সমাবৃতা করিয়া রামনারায়ণ বাবুর সম্পত্তিসকল আত্মসাৎ করিতে অভিলাষী নহেন।

হরিচরণ যখন দেখিলেন জল আনিবার জন্য অন্য কেহই

অগ্রসর হইল না তখন তিনি স্বয়ং দ্রুতবেগে নিকটস্থ জলাশয়ে গিয়া নিজ বস্ত্রাঞ্চল সলিলসিক্ত করিয়া জলাশয় হইতে প্রত্যাগত হইলেন। সেই বস্ত্রনিষ্পীড়িত জল উমাশশীর মুখে দিয়া হরিচরণ তাহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। উমাশশীর জ্ঞান হইল সে ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিল "বাবা—বাবা—তুমি কোথায় ?''

এই সময়ে উমেশবাবু একটি বৃক্ষের অন্তরালে গিয়ামনে মনে বলিতে লাগিলেন ''বলি গণক ঠাকুর কি মিছি মিছি করে কাল আমার কাছ থেকে পনর পনরটা টাকা নিয়ে গেল ? অবিশ্যি কিছু না কিছু না থাকলে, কোনও কোনও কথা সত্যি না হ'লে লোকে তা'দেব কথায় বিশ্বাস করবে কেন ? ঠাকুর যা বলেছিল ঠিক তাই হ'ল। হাজার চৈতন্য হোক উমা বাঁচবে না। যে জিনিষ খেয়েছে তাতে ত বাঁচবার কথা নয়। কিন্তু একবারে এখন দুটো মানুষ কে মারা ভাল হয় না। উমাটাকে বাঁচান চাই। যা'হোক লোকের কাছে দেখান যা'ক আমিই উমার আত্মীয়। এই অসুধ টা খাওয়ান যা'ক তা'হলে শীগ্‌গির শীগ্‌গির উমার চৈতন্য হবে।" এই ভাবিয়া উমেশবাবু দ্রুতবেগে উমাশশীর নিকটে গিয়া হরিচরণকে বলিলেন "ওহে বাবু হরি ! যে যত বুদ্ধিমান সব জানা আছে,যে যা উপকার করতে পারে তা'ও জানি। এই একটু জল আন্‌বার কারো ক্ষমতা নাই-। আচ্ছা এই অসুধটা খাওয়াও। আমি অনেক কষ্টে এটা ঐ গাছতলা থেকে খুঁজে নিয়ে এলাম।"

এই বলিয়া উমেশ বাবু স্বয়ং উমাশশীকে সেই ঔষধটী খাওয়াই-লেন। উমাশশীর চৈতন্য হইল। সে উঠিয়া বসিল। উমেশ বাবু আনন্দ সহকারে বলিলেন "উমা ! তুমি আমার মা, আজ মা তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছিলে। ভাগ্যে আমি একটা অসুধ

জানতাম, তাই আজ তোমার জীবন রক্ষা হ'ল।" উমাশশী কোনও কথা কহিল না।

উমেশ বাবু মনে মনে ভাবিলেন "সংসারে তিনখানি বুদ্ধি আছে। তাহার মধ্যে আমার নিকট ১॥ দেড় খানি এবং অবশিষ্ট লোকের নিকট ১॥ দেড় খানি আছে। কেমন চালাকী !!! সব বোকা সেজেছে। এমন বুদ্ধি না থাকলে কি মা বাপ আমার নাম উমেশ চন্দ্র রাখিতেন ?'

রামনারায়ণ ঘোষের মৃত দেহ কাষ্ঠ রাশির সহিত চিতায় ভস্মীভূত হইল। উমাশশী রামনারায়ণের দেহ কোথাও আর দেখিতে পাইল না। লতা পাতা মৃত্তিকা আকাশ নক্ষত্র জলাশয় সকলের দিকে এক একবার দৃষ্টিপাত করিল—কিন্তু তাহার পিতৃদেবের মূর্ত্তি কোথাও তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। রজনীর অন্ধকার সমাগত। সন্তাপহারী শক্তিদাতা কর্ম্মদায়ী সবিতা অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিয়া ইচ্ছামত বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। তাহার অনুপস্থিতিতে ভয়প্রদায়িনী মূর্ত্তিমতী নিরাশারূপ তমিস্রাদেবী নিজ রাক্ষসী মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া স্বকীয় নিবিড় কৃষ্ণ বসন দ্বারা প্রকৃতি-সুন্দরীর মোহিনী মূর্ত্তি আবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু শ্মশানস্থ ব্যক্তিগণের মনে যেন কোনও ভয় নাই। তাঁহারা যেন নিশ্চিন্ত। তাঁহারা যেন সংসারের কথা, গৃহ কার্য্যের বিষয় এক্ষণে বিস্মৃত হইয়াছেন।

শ্মশান পবিত্র স্থান। এখানে আসিলে সকলেই সমান হয়। লোকে বলে এখানে আসিলে শান্তি পাওয়া যায়। রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, সুখী, দুঃখী, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেরই এখানে এক দশা। এ সিদ্ধাশ্রমে সকলেই যেন ক্ষণকালের জন্য স্বাভাবিক শত্রুতা

পরিত্যাগ করে। এখানে ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, সাধু অসাধু, সকলেই যেন এক ভাবাপন্ন হয়। কিন্তু হায়! অদ্য ইহার বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হইল। উমেশ বাবুর স্বাভাবিক খলতার অনুমাত্রও যেন হ্রাস প্রাপ্ত হইল না। উমেশ বাবুর মনে যেন কোনও ভাবান্তর হইল না। এই জন্যই লোকে বলে "স্বভাব যায় মর্'লে।"

উমেশ চন্দ্র কি একবারও ভাবিলেন না যে রামনারায়ণের মৃত দেহের যে পরিণাম হইল, তাঁহার দেহেরও পরিণাম ফল তদ্রূপ? তিনি কি ভাবিলেন যে তাহার দেহ অবিনশ্বর? অহো! সংসার-গতি অতীব বিচিত্রা! সমস্তই ভ্রান্তি! সকলই কাল্পনিক! সমস্তই ক্ষণস্থায়ী! সকলই স্বপ্নের খেলা!! কিন্তু বুঝিয়াও যে কেহ কেহ একথা বুঝে না ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নিরাশ্রয়ের আশ্রয় কে ?

উমাশশী সহায়হীনা। তাহার পিতৃদেব দেবভবনে গমন করিয়াছেন। তাহার মাতৃদেবী স্বর্গলোকে অবস্থিতি করিতেছেন। তাহার ভ্রাতা দিনকর কোথায় কি প্রকারে অবস্থিতি করিতেছেন, বালিকা উমাশশী তাহা জানে না। তাহার স্বামীর নাম তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। বিবাহের পর একবার মাত্র তাহার স্বামীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। উমাশশী অদ্যাপি যৌবন সীমায় পদার্পণ করে নাই। পিতা মাতা ভিন্ন অপর কাহাকেও সে উপকর্ত্তা বা আত্মীয় বলিয়া জানে না, সামান্য ক্রীড়নক দ্রব্যে বা অপর বালক বালিকার সহিত ক্রীড়ায় তাহার মনস্তুষ্টি হয় না। চিন্তা যেন তাহার শরীর ও মন আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। বালসুলভ চপলতা উমাশশীর অন্তঃকরণ হইতে অপসৃতা হইয়াছে। চিন্তা করিয়া উমাশশী পরিশ্রান্তা হইয়া জীবন-স্রোতে নিজ তনুখানি নিক্ষিপ্ত করিয়াছে।

উমেশ বাবু নিজ গৃহিণীর নিকট উমাশশীকে রাখিয়াছেন। গৃহিণী নানা উপায় অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদাই তাহাকে সান্ত্বনা দান করিয়া থাকেন।

এ দিকে উমেশ বাবু ক্রমে ক্রমে আপন কৌশলজাল বিস্তৃত করিতে লাগিলেন! গ্রামের অনেক লোককে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিলেন। অত্যাচারের ভয়ে কেহ কেহ তাঁহার শরণাপন্ন হইল। ভবিষ্যত লাভের আশায় কেহ কেহ তাঁহার পদ লেহনকারী সারমেয় হইলেন। অবশিষ্ট থাকিলেন হরিচরণ রামচরণ প্রভৃতি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও শ্যামসুন্দর, রাধাসুন্দর প্রভৃতি কয়েক জন শ্রমজীবী। উমেশ বাবু জানিলেন তাহাদিগের দ্বারা বিশেষ কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ তাহারা আশানুরূপ ক্ষমতাপন্ন বা সঙ্গতিপন্ন লোক নহেন।

"উমেশ বাবু উমাশশীকে নিজগৃহে রাখিয়াছেন। তিনি তাহার প্রতি কপট স্নেহ প্রকাশ করিয়া তাহাকে স্ববশে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। উমেশ বাবু উমাশশীকে প্রতারিতা করিয়া তাহার পিতৃত্যক্ত সম্পত্তিসকল আত্মসাৎ করিতেছেন। উমেশ বাবু প্রতারক। তাঁহার কৌশল বশতঃই রামনারায়ণ বাবু অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তিনি উমাশশীর জীবনও নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই" ইত্যাদি কথা রাজনগর গ্রামের অনেক স্থানেই শ্রুত হইতে লাগিল। অপরিণামদর্শী দুর্বৃত্ত ব্যক্তিগণ রাজনগরনিবাসী স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন মধ্যবিত্ত লোকগণের মনে অল্পে অল্পে সন্দেহবীজবপন করিতে আরম্ভ করিল। অপরিণতবয়স্ক চপলমতি যুবকবৃন্দ উমেশ চন্দ্রের বিরুদ্ধে নানারূপ চক্রান্ত করিতে আরম্ভ করিল। হীনগতি অনভিজ্ঞ কৃষকগণ বালিকা উমাশশীর দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে প্রায় প্রত্যহই রামনারায়ণ বাবুর পরিত্যক্ত জনশূন্য অট্টালিকার সমীপে দলবদ্ধ হইয়া উপবেশন করিয়া তাঁহারও তৎ

পুত্র দিনকরের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে এক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুণ্ণমনে নিঃশব্দে স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে রাজনগরবাসী নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের মনও সন্দেহতিমিরে সমাচ্ছন্ন হইবার উপক্রম হইল

সময়ের কথা বলা যায় না। যে যত সতর্ক হইয়া কায্য করে, তাহার অদৃষ্টদোষেই হউক আর অন্য কোনও কারণেই হউক তাঁহার কার্য্যে ততই বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। উমেশবাবুর বিশ্বাস তাঁহার কু-অভিসন্ধির অণুমাত্র অপর কেহ অবগত হইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি একবারও ভাবিলেন না যে তাঁহার বিপক্ষ ক্ষুদ্র দলমধ্যে অনেক লোকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিরূপ মূষিক অলক্ষিতভাবে তাঁহার কৌশলপাশ একে একে ধীরভাবে ছিন্ন করিতেছে।

অল্পদিন পরেই হঠাৎ এক দিন নিকটবর্ত্তী শান্তিরক্ষকগণের আরামস্থান অর্থাৎ থানা হইতে জনেক অনুসন্ধানকারী দারোগা রাজনগরগ্রামে কয়েক জন লোহিতোষ্ণীষ শান্তিরক্ষক অর্থাৎ কনেষ্টবল সহ উপনীত হইলেন।

"উমেশ বাবু বিষপ্রয়োগ করিয়া রামনারায়ণ ঘোষকে হত্যা করিয়াছেন। তিনি উমাশশীর প্রাণ নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।" দারোগা বাবু এই সংবাদ পাইয়া প্রকৃত বৃত্তান্তের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন "আমি আইনমত কার্য্য করিব—আমি শুনিয়াছি গ্রামে দুইটী দল আছে। সুতরাং আমাকে এ বিষয়ের রীতিমত তদন্ত করিতে হইবে ?"

তদনুসারে তদন্ত আরম্ভ হইল। দারোগা বাবু উমাশশীকে আহ্বান করিলেন। উমাশশী রোদন করিতে করিতে উমেশ

বাবুর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "আমি কি করিব আমাকে কি বলিতে হইবে।"

উমেশ বাবু বলিলেন "আরে তোর চিন্তা কি? আমি আগে সব কাযের বিশেষ বন্দোবস্ত করি, তার পর তুই দারোগা বাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌বি।"

বালিকা উমাশশী আর কিছুই বলিতে পারিল না, সে কেবল "বাবা – বাবা মা—মা দাদা—দাদা" বলিয়া রোদন করিতে লাগিল।

উমেশ বাবু উমাশশীকে আশ্বস্তা করিয়া "বিশেষ বন্দোবস্তের" আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্বয়ং দারোগা বাবুর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া নিজের শরীর পীড়িত থাকা উল্লেখে কয়েকটী দ্রব্য সহ এক খানি পত্র জনেক বিশ্বাসী ব্যক্তি দ্বারা দারোগা বাবুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

দারোগা বাবু পত্র খানি পাঠ করিয়া ভাবিলেন "মেঘ চাইতেই জল" তিনি পত্র এবং উপপারিশ্রমিক যেন কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত গ্রহণ করিলেন এবং কৃত্রিম ক্রোধব্যঞ্জকস্বরে জনেক শান্তিরক্ষককে হিন্দি ভাষায় (যদিও তিনি বাঙ্গালী এবং যদিও বঙ্গদেশে তাঁহার জন্মস্থান) বলিলেন "উমাকো বোলাও—হাম উমাকো মাংগ্‌তা হ্যায়।"

কর্ত্তব্যপরায়ণ শান্তিরক্ষক কয়েক জন চৌকিদারসহ উমেশ বাবুর গৃহে গমন করিয়া উমাকে লইয়া প্রত্যাগমন করিল।

উমাশশী রোদন করিতে করিতে দারোগাবাবুকে দুই চারিটী কথা বলিল এবং নিজের "এজাহার" উমেশবাবুর উপদেশমত দিল। দারোগাবাবু উমাশশীর কথাগুলির সারাংশ ইচ্ছামত লিপিবদ্ধ করিলেন। তৎপরে তিনি গ্রামস্থ আরও ২।৩ জনের "জবানবন্দী" লইলেন। কি লিখিলেন তিনিই জানেন।

তদন্তর—তিনি থানায় প্রতিগমন করিয়া নিজ ইচ্ছামত একটী "রিপোর্ট" "সদর আফিসে"—"বড় হুজুরের" নিকট পাঠাইলেন।

তাহার প্রেরিত বিবরণের মর্ম্ম এই যে—"রামনারায়ণ বাবু জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। উমাশশীকে কেহ বিষ খাওয়ায় নাই। গ্রামে দুইটী দল থাকায় মিথ্যা সংবাদ আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।"

দারোগাবাবু এইরূপে স্বকার্য্য সম্পন্ন করিয়া অনুচরবর্গের সহিত রাজনগর গ্রাম হইতে বহির্গত হইলেন। উমাশশী যেন কিয়ৎ-পরিমাণে সুস্থা হইল।

আশ্রয়হীনা উমাশশীর দুর্দ্দশার শেষ কতদিনে হইবে জানি না। উমাশশী নিজস্বামীকে কোনও সংবাদ অদ্য পর্য্যন্ত দিতে পারে :নাই। উমেশচন্দ্র নিজস্বার্থসিদ্ধির জন্য কতদূর নৃশংস কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন তাহা কে বলিতে পারে ? বালিকা উমাশশীর অদৃষ্ট লিপিতে কি কষ্ট লিখিত আছে—এবং ভবিষ্যতে সে কিরূপ দুঃখে পতিতা হইবে ভবিতব্যতাই জানেন। উমাশশী মানবসমাজে 'উমেশ বাবুর' গৃহে থাকিয়া কাহাকে নিজ হিতাকাঙ্ক্ষী ভাবিয়াছে অন্তর্যামীই তাহা বলিতে পারেন। এই সংসারে উমাশশী কত দ্রব্যকে সার জ্ঞান করিয়াছে তাহা সেই বলিতে পারে।

উমাশশী সর্ব্বদাই চিন্তা করে—"নিরাশ্রয়ের আশ্রয় কে ?"
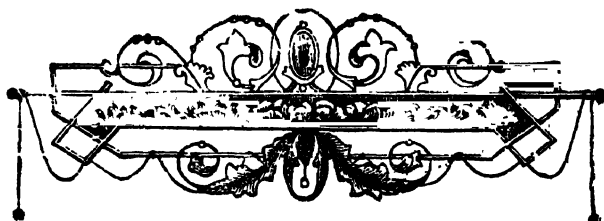
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার আর কে আছে।

কমলিনীর কমনীয়া কান্তি মলিনা করিয়া, তাহার সরল প্রাণে বিরহব্যাথার উৎপাদন করিয়া, সহস্রাংশু ধীরে ধীরে পশ্চিমাকাশে অস্তমিত হইলেন। হিমাংশুদূত মলয় অনিল কর্ত্তব্যপরায়ণ সেবকের ন্যায়—মন্দ মন্দ বেগে কুমুদিনীর পদপ্রান্তে সমুপস্থিত হইয়া—নিশানাথের আগমনবার্ত্তার নিবেদন করিল। কুমুদিনী যেন আশ্বস্তা হইয়া মলয়মারুতকে আশীর্ব্বাদ করিবার নিমিত্ত নিজ বাহু প্রসারিত করিলেন।

দারোগা বাবু চলিয়া গেলেন। উমাশশী উমেশবাবুর সহিত তাহার গৃহে গমন করিল। সু-সজ্জিত কক্ষমধ্যে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে। উমেশবাবুর "গৃহিণী" অর্থাৎ তাহার 'স্ত্রী'—প্রদীপের নিকট একাকিনী বসিয়া কি চিন্তা করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি স্থির দীপশিখার সহিত কাহারও অবস্থার তুলনা করিতেছেন। তিনি এক একবার বর্ত্তিকায় হস্ত দিয়া আলোকটী উজ্জ্বল করিতেছেন এবং এক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন।

উমাশশী তাহার নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি বলিলেন "আয় মা—উমা আয়— অনেকক্ষণ তোকে না দেখ্‌তে পেয়ে প্রাণটা কেমন ছটফট্‌ করছিল।" এইরূপে গৃহিণী জননী স্নেহসুলভ ভাষায় উমাশশীকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন।

পিতৃমাতৃহীনা বালিকা উমাশশীর মন যেন দ্রবীভূত হইয়া গেল। তথাপি প্রকৃত জননীর স্নেহ এবং কপট-জননীর স্নেহ এই উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা যেন কে—উমাশশীকে বুঝাইয়া দিল। জানি না—কেন—উমাশশী হঠাৎ রোদন করিতে আরম্ভ করিল। গৃহিণী সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ ক্রন্দন নিবারণ করা উমাশশীর কপটমাতার সধ্যাতীত হইল। লাভের প্রত্যাশায়—ভবিষ্যৎ-সুখের-কামনায়—উমেশ বাবুর গৃহিণী উমাশশীর মাতা সাজিয়াছেন। গৃহিণী উমাশশীর মনোভাব বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলেন না, উমাশশী গৃহিণীকে চিনিয়াও চিনিতে পারে নাই। সংসারের কূটনীতি উমাশশী এখনও বুঝিতে পারে নাই। সাধুতা ও প্রতারণার প্রকৃত মূর্ত্তি উমাশশী দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছে না। ছদ্মবেশী কপটযোগীর ক্রিয়াকলাপ দেখিয়াও বালিকা উমাশশী যোগীবরের স্বরূপ চিনিতে পারে নাই। উমাশশী যে দিন দেখিবে --বকধার্ম্মিক উমেশচন্দ্রের প্রত্যেক বাক্য অমৃতাবরণে আচ্ছন্ন বিষকুম্ভবৎ লোভনীয়, যে দিন সে দেখিবে উমেশ বাবুর "গৃহিণী"র—আদর ও যত্নরূপ ফলপুষ্প শোভিত-গিরি মধ্যে দুষ্প্রধর্ষ লোভরূপ অগ্নিস্রোত নিহিত আছে—সেই দিন হইতেই উমেশচন্দ্র উমাশশীর নেত্রে—হীনপ্রাণা হরিণীর নেত্রে শার্দ্দূলের ন্যায় দৃষ্ট হইবেন এবং সেই দিন হইতেই গৃহিণী দুর্ব্বল পক্ষিশাবক চক্ষে অন্তকমূর্ত্তিধারিণী বিষধরীর ন্যায় দৃষ্টা হইবেন।

উমেশবাবু নিরলস হইয়া স্বকার্য্য সিদ্ধিমার্গে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছেন। "দারোগাবাবু'কে বশে আনিয়া মনোমত "রিপোর্ট" দেওয়ান হইয়াছে।

উমেশবাবু জানেন উমাশশী বালিকা—সে এখনও তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে—সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর বালিকা উমাশশীর মনে অল্পবয়সেই বোধশক্তির বিকাশ করিয়া দিতেছেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইল। উমাশশী ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিতেছে—উমেশবাবু কি জন্য তাহার প্রতি বিনা কারণে অনেক সময় অস্বাভাবিক স্নেহাতিশয্য প্রকাশ করিতেছেন। সে বুঝিয়াছে—কি জন্য এবং কোন্ গুপ্ত উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত গৃহিণী তাহাকে যত্ন করিতেছেন। উমাশশী ক্রমে ক্রমে সংসারের কুটিলপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্য অবগতা হইয়া সতর্কতা অবলম্বন করিতেছে।

বিনা কারণে উমেশবাবু অনেক সময় উমাশশীর সম্মুখে তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। অকারণে তিনি আপন কন্যাগণকে বলেন "উমাকে কেন মারিস্।" এবং তাহাদিগকে তিরস্কৃতা করিয়া বলেন—"উমা যা বল্‌বে—তাই কর্‌বি।" বিনা কারণে তিনি গৃহিণীকে বলিয়া থাকেন "উমাকে কেন যত্ন করে খেতে দাও না?" তদুত্তরে গৃহিণী বলিয়া থাকেন—"উমা—মা—আমার খেতে চায় না—। সে খেল্‌তে ভালবাসে। খেলা পেলে উমা খাওয়া পর্য্যন্ত ভুলে যায়।"

উমাশশী—এই সকল অযাচিত স্নেহসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর শীতল করিয়া থাকে, কিন্তু—প্রকৃতপক্ষে সে সকল কথার কোনও মূল্য নাই—ইহাও উমাশশী বুঝিয়া থাকে।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইল। উমেশবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মনোমোহিনী দাসীর বিবাহকাল সমুপস্থিত হইল। তদনুসারে উমেশবাবু নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া পাত্র স্থির করিলেন। স্থিরীকৃত হইল যে—আগামী অগ্রহায়ণ মাসে তাহার—বিবাহ—দেওয়া হইবে।

কালগতি অতীব বিচিত্রা। উমেশবাবু নানাপ্রকার আশা করিয়া অনেক কার্য্যের ভিত্তি-স্থাপন করিয়া আসিতেছিলেন। রাজনগরগ্রামনিবাসী অনেক চাটুকার উমেশচন্দ্রের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ-ভানুর উদয়ের আশা করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতে নানারূপ উপাধিভূষিত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু উমেশচন্দ্রের গৃহিণী সহসা উমেশবাবুর গৃহ যেন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন করিয়া সময় স্রোতের তরঙ্গমালা মধ্যে চিরকালের জন্য লুকায়িতা হইলেন। উমেশচন্দ্র গৃহিণী হারাইয়া জ্ঞান হারা হইলেন না। তবে তাঁহার মনে কিছু কষ্ট হইল। তিনি—নব—নব—আশায় বুক বাঁধিলেন। গৃহিণীর মৃত্যুতে উমাশশীর মনেও কিছু কষ্ট হইল।

উমেশচন্দ্র এক্ষণে লোকের নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন "আমি যদি অবিলম্বে বিবাহ না করি তাহা হইলে আমার উমার কষ্ট হইবে। আগে আমি বিবাহ করি পরে মনোমোহিনীর বিবাহ দেওয়া হইবে।"

উমেশবাবু স্বয়ং অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ করিবেন ইহাই স্থির হইল। তদনুসারে পাত্রীর অনুসন্ধানে বিভিন্ন স্থানে লোক প্রেরিত হইল। কিন্তু "উত্তমা পাত্রী" কোথাও পাওয়া গেল না। অবশেষে মুক্তাপাড়া গ্রামে একটী পাত্রী পাওয়া গেল। পাত্রীটীর নাম হেমাঙ্গিনী। বয়স সাড়েতের বৎসর। তিনি মনোমোহিনীর

মাতার মামাত ভগিনীর কন্যা। সুতরাং তিনি মনোমোহিনীর দূর সম্পর্কীয়া ভগিনী।

এই পাত্রীটী দেখিতে সুশ্রী। উমেশচন্দ্র তাহাকেই বিবাহ করিবেন—ইহাই স্থির করিলেন। ঐ বিবাহে অনেকেই আপত্তি করিতে লাগিলেন। কিন্তু উমেশবাবু বলিলেন "আরে, এ'তে তো আর—পিণ্ড দোষ হয় না। আর এক কথা—আর ভাল পাত্রীও পাওয়া গেল না। এদিকে অবিলম্বে আমার বিবাহ করা আবশ্যক। নতুবা আমার উমার কষ্ট হ'বে।"

ভাগ্যের—কথা—কে বলিতে পারে। উমেশবাবু সৌভাগ্য ক্রমে হেমাঙ্গিনীকে গৃহলক্ষ্মী স্বরূপে প্রাপ্ত হইলেন। বিবাহ হইয়া গেল। কাহারও আপত্তি থাকিল না।

বিবাহের অল্পকাল পরেই উমেশবাবু শ্রীমতী হেমাঙ্গিনীকে স্বগৃহে আনয়ন করিলেন।

হেমাঙ্গিনী উমেশবাবুর গৃহে আসিয়াই যেন কোনও অলক্ষিত তড়িৎশক্তি দ্বারা উমেশচন্দ্রের গুণাবলীর অধিকাংশই স্বয়ং আকৃষ্ট করিয়া লইলেন। তিনি উমাশশীর মাতা সাজিলেন। উমাশশী দুই মাতা—হারাইয়াছে। এক্ষণে সে তৃতীয়া মাতার স্নেহ লাভ করিতেছে। মনোমোহিনী দিন—দিন—পিতৃস্নেহ হারাইতে লাগিল। প্রতিদিন উমেশচন্দ্র নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শোভা বর্দ্ধনার্থে নব নব পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকেন। প্রতিদিন অর্দ্ধপ্রাচীন উমেশবাবু অর্দ্ধযুবতী বা—পূর্ণযুবতী হেমাঙ্গিনীর প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া জালাবদ্ধ শ্বাপদের ন্যায়—বলহীন হইতে লাগিলেন। কি করিলে গৃহিণীর মনস্তুষ্টি হইবে—উমেশ বাবু সতত এই চিন্তাই করিয়া থাকেন। তিনি মনোমোহিনীর

বিবাহের কথা যেন বিস্মৃত হইলেন। কেবল একটী ভাবনা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারিল না - উহা উমাশশী বিষয়িণী ভাবনা।

অল্প বয়সে উমাশশীর বিবাহ হইয়াছিল। তাহার স্বামীর নাম ইন্দুভূষণ দাস। ইন্দুভূষণ কলিকাতা সহরে বি, এ, পড়িয়া থাকেন। বিবাহের পর একবার মাত্র তিনি শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছিলেন। উমাশশী মন খুলিয়া ইন্দুভূষণকে সকল কথা বলিতে পায় নাই। উমাশশীর এই কষ্টের বিষয় ইন্দুভূষণ কিছুমাত্র জনিতে পারেন নাই। রামনারায়ণ ঘোষের মৃত্যুর পর উমাশশী উমেশবাবুর গৃহে সুখে অবস্থিতি করিতেছে—ইহাই তিনি জানেন।

একদিন অপরাহ্নে ইন্দুভূষণ বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন তাঁহার পাঠাগারে একখানি পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। পত্রখানির শিরোনামা দেখিয়া বুঝিলেন—ইহা—উমেশবাবুর লেখা। পত্রখানির ভিতর পাঠ করিয়া ইন্দুভূষণ নিতান্ত কাতর হইলেন। পত্রে লিখিতআছে "বড়ই দুঃখেরবিষয় ৫।৬ দিন পূর্ব্বে—গত—১৮ই পৌষ তারিখে আমাদের স্নেহের উমাশশী আমাদিগকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে। বাবাজীবন—সকলই করুণাময় ঈশ্বরের হাত। দুঃখ করিও না। জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন। মঙ্গলময়—ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা—তুমি সত্বর শান্তিলাভ কর। উমাশশী বিসূচিকারোগে আক্রান্তা হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।"

কয়েকদিন পরে—ইন্দুভূষণের পিতা দীননাথ দাসকে উমেশ বাবু লিখিলেন :—

"মহাশয়,—

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ—৺রামনারায়ণ ঘোষ—

অগ্রজ মহাশয়ের কন্যা, আমার স্নেহের উমাশশী—আপনার সাধের পুত্রবধূ—গত ১৮ই পৌষ—তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। বোধ হয় আপনি ইতঃপূর্ব্বে এই সংবাদ পাইয়াছেন। যাহা হউক আপনি শোক করিবেন না। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। এক্ষণে শ্রীমান্ ইন্দুভূষণের পুনরায় বিবাহ দিতে হইবে। আমার ইচ্ছা আমাদিগের পূর্ব্ব সম্বন্ধ ও কুটুম্বিতা—আপনার সহিত স্থির রাখি। আমার একটী বয়ঃপ্রাপ্তা সুশ্রী কন্যা আছে। তাহার সহিত আপনাকে ইন্দুভূষণের বিবাহ দিতে হইবে। এ বিষয়ে—আপনাকে আমি বিশেষ অনুরোধ করিয়া এই পত্র লিখিতেছি। আশা করি—আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন। আমি সত্বর কলিকাতায় গিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। এবং আর সমস্ত কথাবার্ত্তার স্থিরতা হইবে। এক কথা 'শুভস্য শীঘ্রং'। এমন শুভ কার্য্যে বিলম্ব করা আপনার মত সদ্বিবেচকের কর্ত্তব্য নহে। এ বিষয়ে আপনাকে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র। আমি নিশ্চয়ই কলিকাতা গিয়া সত্বর আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। যদি কোনও কারণে আমার যাওয়া না ঘটে—তাহা হইলে মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক শোভাবাজার ষ্ট্রীটে ১৯৫।৪ নং বাটীতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আমার ইচ্ছা আগামী ফাল্গুন মাসে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করি। কৃপা করিয়া এই পত্রের উত্তর দিবেন।"

যথা সময়ে—দীননাথ দাস মহাশয়—উমেশ বাবুর পত্র প্রাপ্ত হইয়া ইন্দুভূষণকে সংবাদ দিলেন। ইন্দুভূষণের মনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের আবির্ভাব হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"সংসারে কে কা'র ?"

"এ সংসারে কে কা'র ?" এ কথার যেরূপ অর্থ করিবে—সেইরূপ অর্থই সঙ্গত হইবে। একভাবে চিন্তা কর, দেখিবে সকলেই তোমার আত্মীয়। আবার একভাবে চিন্তা কর, দেখিবে সকলেই তোমার শত্রু। আপনার মনে করিয়া তুমি প্রতিনিয়ত যাহাদের তোষামোদ করিয়া থাক, কার্য্যতঃ দেখিবে তাহারাই তোমার প্রকৃতশত্রু। শত্রু মনে করিয়া তুমি যাহাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে ইচ্ছা কর না—কার্য্যতঃ দেখিবে তাহারাই তোমার প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় উপকার করিতেছে। পরীক্ষার সময় ছুরবস্থা।

কলিকাতা সহর। এই নগরে জনসমাগম অধিক। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন লোক নানা কার্য্যে অবিরত কলিকাতা সহরে বিচরণ করিতেছে। কাহারও সহিত যেন কাহারও পরিচয় নাই। অথবা যেন লোকে পরস্পরের সহিত সদালাপ করিবার অবসর পায় না। সভ্যতাভিমানী প্রতীচ্য ভূখণ্ডস্থ শ্বেত-কায় ব্যক্তিগণ সর্ব্বশরীর সমাবৃত করিয়া দ্রুতবেগে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদিগের পশ্চাতে পদলেহনকারী কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি-

গণ সারমেয়বৎ তাঁহাদিগের অনুচরস্বরূপে ধাবিত হইতেছে। রাজপথের উভয় পার্শ্বে দ্বিতল, ত্রিতল, চতুস্তল, পঞ্চতল ষষ্ঠতল সুবৃহৎ অট্টালিকারাজি—বিরাজ করিতেছে।

গোশকট, অশ্বশকট, বৈদ্যুতিক শকট প্রভৃতি এবং দ্বিচক্রযানাদি রাজপথে গমনাগমন করিতেছে। সকলেই ব্যস্ত, সকলেরই যেন কথা কহিবার অবসর নাই। সকলেই জীবনস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আশা লতিকার সাহায্যে মুক্তি উপকূলে উত্থিত হইবার, অথবা নিরবচ্ছিন্ন সুখরূপ কল্পতরু সমীপে গমন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই জনাকীর্ণ সহরে বা নগরে কেহ যেন কাহারও সুখ অসুখের, মঙ্গল অমঙ্গলের সংবাদ লইবার অবসর পায় না। অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে এই জনাকীর্ণ নগর যেরূপ "সিরক্কোর-প্রবাহ সমন্বিত শাহারাও তদ্রূপ। জানি না "সভ্যতার" মহিমা সন্দর্শনার্থ কতলোক এই জনাকীর্ণ নগরে আগমন করিয়া হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়াছে।

এই কলিকাতা সহরের শোভাবাজার নামক স্থানে একটী গলির ভিতর একটী অর্দ্ধভগ্ন অট্টালিকা বিরাজ করিতেছে। প্রবেশ দ্বারটীর সম্মুখে কতকগুলি ইষ্টক রহিয়াছে। প্রথম দ্বার অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় দ্বারে গমন করিলে দৃষ্ট হইবে যে একখানি কপাট ভগ্ন এবং অপর খানি পতনোন্মুখ হইয়াছে। দ্বারের নিকটে কতক-গুলি আবর্জ্জনারাশি পতিত রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় যেন পরিত্যক্ত বাটী ভাবিয়া কেহ ইহার সমীপস্থ হয় না এবং যত্নও করে না। তৃতীয় দ্বার অতিক্রম করিয়া দ্বিতলে যাইবার সোপানা-বলি দৃষ্ট হইল। পাঠক! এই সোপানে আরোহণ করিয়া দ্বিতলে গমন করিয়া সর্ব্ব দক্ষিণদিকের প্রকোষ্ঠের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখুন।

এই স্থলে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন সংসারের কত লোক কত প্রকার যন্ত্রণা পাইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

এই প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া যে দৃশ্য অবলোকিত হইল তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইবে।

প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরের দেওয়ালের গায়ে ৪।৫ খানি চিত্র সজ্জিত রহিয়াছে। নিম্নে একখানি কম্বল, তদুপরি একটী মাদুর বিস্তৃত রহিয়াছে। অপর কোনও প্রকার আসন বা শয্যা তথায় নাই। দুইটী স্ত্রীলোক কথা কহিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে একের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর অপরের বয়ঃক্রম ৯।১০ বৎসর মাত্র। দেখিলে বোধ হয় সৌন্দর্য্য রাশির উৎকৃষ্ট অংশ দ্বারা বিধাতা তাহাদিগের নির্ম্মাণ করিয়াছেন অথবা বোধ হয় জগতের যাবতীয় বস্তুর শ্রেষ্ঠ অংশ একত্র করিয়া তাহার সার অংশ দ্বারা তাহাদিগের অবয়বগুলি সংঘটিত করিয়াছেন। উভয়েই বালিকা। কিন্তু জ্যেষ্ঠার যৌবনারম্ভ হইয়াছে। তাহাদিগকে সহসা অবলোকন করিলে মনে হয় যেন রমণীকুলমধ্যে যদি কেহ কোনও দ্রব্যের অভাব পরিলক্ষিত করিয়া থাকেন তাহা হইলে ইহাদিগের সন্দর্শনে তাহার সে অভাব পূর্ণ হইবে।

জ্যেষ্ঠা বলিল "আজ আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে ?"

"কেন ?"

"আমার মনে হ'চ্ছে যেন আমার কপালে ভগবান আরও অনেক কষ্ট লিখে রেখেছেন। আজই যেন আমার কষ্ট আরম্ভ হ'ল।"

"দিদি কষ্ট আরম্ভ আজ কেন ? যেদিন অবধি এই ঘরে

আমাদের রেখে গে'ছেন সেই দিন থেকেই ত আমাদের কষ্ট আরম্ভ হ'য়েছে।”

“তা ঠিক।—তবে কথা কি জানিস আমার কপাল বড়ই মন্দ। ভগবান আমার কপালে সুখ লেখেন নাই। দিন দিন যেন আমার দুঃখ বেশী হচ্ছে। আজকার মত কষ্ট আমার মনে আর এক দিনও হয় নাই।”

“দিদি এ কষ্ট কি চিরকাল থাক্‌বে?”

“কে দূর কর্‌বে? এই দ্যাখ্‌না এত বেলা হ'ল এখনও আমরা কিছুই খেতে পাই নাই।”

“দিদি আমারও ক্ষুধা হ'য়েছে। এই বলিয়া কনিষ্ঠা রোদন করিতে আরম্ভ করিল। জ্যেষ্ঠা তাহাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত বলিল “আর বিলম্ব নাই ঐ শোন্ বাইরের দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে; বোধ হয় ঝি আস্‌ছে।”

জ্যেষ্ঠার কথাই সত্য হইল। ঝি খাদ্যসামগ্রী লইয়া অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইল। ঝির গাত্রে হরিদ্রা এবং পরিধেয় বস্ত্রাদিতে রং দেখিয়া জ্যেষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিল “ঝি আজ তুমি কোন বিবাহ বাড়ী গিয়েছিলে নাকি?

ঝি তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল “অত কথায় কায নাই এখন যা এনেছি তাই খাও। আমার অত কথা বল্‌বার সময় নাই। বাড়ীতে অনেক কায আছে।”

“কি কায শুন্‌তে পাই কি?”

“তোমার শোন্‌বার কোনও দরকার নাই।”

“আমাদের এখানে আর কতদিন থাকৃতে হ'বে।”

“আমি কি করে জান্‌ব? আমার কথা কেউ কি শোনে?”

"তুমি কিছু শুন্‌তে পাও না ?"

কনিষ্ঠা বলিল

"আচ্ছা ঝি ছোট দিদি কেমন আছে ? তা'কে আজকে একবার আন্‌তে পার ?"

"আজকে তা'র আসবার যো নাই।"

"কেন ?"

"সে কথা আমি বল্‌তে পার্‌ব না ; তোমরা খাও আমি যাই। একটু পরে ফিরে আসচি।"

ঝির ভাব দেখিয়া উভয়েরই মনে বিশেষ সন্দেহ জন্মিল। তাহারা ভাবিল "জগদীশ্বর আমাদিগের অদৃষ্টে আরও অনেক কষ্ট লিখিয়া রাখিয়াছেন। জানি না আমাদের কি হইবে। জানি না কতকাল আমাদিগকে এই কারাগারে অবস্থিতি করিতে হইবে। জানি না এই সংসারে কে আত্মীয় কে পর। জানি না এ সংসারে কে কার ?"
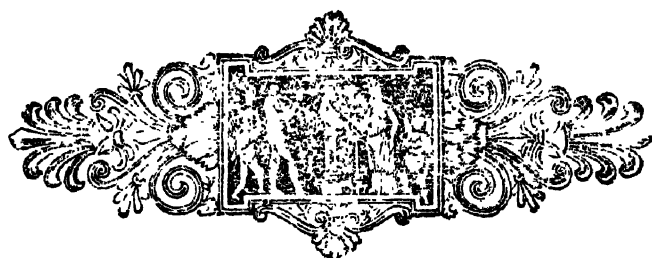
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"সময়ে সবই সইতে হয় ?

ফাল্গুন মাস। আকাশ নির্ম্মল। অদ্য শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি। নিশাকর আকাশে উদিত হইয়াছেন। তারকারাজি লজ্জায় অবগুণ্ঠনবতী রমণীকুলের ন্যায় হীনপ্রভা হইয়া অনন্ত আকাশের শরীরে যেন লুক্কায়িতা হইতেছে। সান্ধ্য সমীরণ মন্দ মন্দ বেগে প্রবাহিত হইতেছে।

পূর্ব্বোক্তা বালিকা দুইটী বাতায়নের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কলিকাতা সহরের রাজপথের সায়ংকালীন সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছে এবং মনে মনে কি চিন্তা করিতেছে। অনেকক্ষণ পরে একজনের সহিত অপরা ২।১টী কথা অতীব মৃদুস্বরে কহিতেছে। যেন তাহারা কাহারও ভয়ে ভীতা। যেন তাহারা কোনও অপরাধের কার্য্য করিতেছে। এ সংসারে যেন তাহাদের কেহই নাই।

তাহারা এইরূপে চিন্তা করিতেছে এমন সময় রাজপথে বাদ্যের শব্দ শ্রুত হইল। তাহারা দেখিল আলোকসহ কয়েকজন বাদ্যকর

অগ্রবর্ত্তী হইয়া যাইতেছে তাহাদিগের পশ্চাতে এক যুবক বর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া শিবিকারোহণে বিবাহার্থ গমন করিতেছে। বিবাহ তাহাদিগের বাটী হইতে পূর্ব্বদিকে অল্প দূরেই এক দ্বিতল বাটীতে প্রবেশ করিল। বরকে দেখিয়া জ্যেষ্ঠা মনে করিল যেন সে এই ব্যক্তিকে আর কোথাও দেখিয়াছে। যেন এই বরের প্রতিমূর্ত্তি তাহার নয়নে বহু পূর্ব্ব হইতে পতিতা হইয়া আছে। তাহার মনে হইল যেন এই বর তাহার অন্তঃকরণ হরণ করিয়া চলিয়া গেল। যেন তাহার আশালতিকা বিশুষ্কা করিয়া দিয়া, এই বর তাহাকে জীবন স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া নিকটবর্ত্তী দ্বিতল গৃহে প্রবিষ্ট হইল। যে গৃহে বর প্রবিষ্ট হইল সেই গৃহও যেন তাহার পরিচিত। পাছে কনিষ্ঠা কিছু মনে করে এই ভয়ে সে তাহাকে এই বরের বিষয় কোনও কথা বলিতে পারিল না। কিন্তু কনিষ্ঠা নিজ বালিকা বয়স সুলভ চপলতা সহকারে বলিয়া উঠিল "দিদি—এ বর কার ? এ বরকে যেন আমি চিনি। যেন একে আর কোথাও দেখেছি।"

চুপ কর্—চুপকর। সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশ এ কল্‌কাতা সহর। এখনি ঝি আস্‌বে। এ কথা শুন্‌লে সে কি মনে করবে বল্ দেখি ?"

"চুপকরব কেন দিদি ? সত্যি কথা বল্‌ছি দিদি ঐ বর আমার যেন জানা লোক।"

"চুপকর্ চুপকর্ —অমন কথা বল্‌তে নাই।"

"না দিদি—আমার মনে হচ্ছে ঐ বর যেন আমাদের জামাই বাবু।"

"ছি ! ছি !! ছি !!!"

জ্যেষ্ঠা এই কথা বলিল বটে কিন্তু তাহার মন যেন বলিয়াছিল "ছি—"ছি, ছি, এ কথা বলা পাপের কার্য্য।"

প্রকৃতপক্ষে তাহারও মনে যে ভাব কনিষ্ঠারও মনে সেই ভাব। কিন্তু এ উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা সেই জানে, আর জানেন সর্ব্বান্তর্যামী।

যাহা হউক বর নিকটবর্ত্তী যে গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন তাহা কনিষ্ঠার পরিচিত ; সে বলিয়া উঠিল "দিদি ঐ বর যে আমাদের ও বাড়ীর মধ্যে গেল। তবে ঐ বর আমাদেরই বর হ'তে পারে।"

"তুই ছেলে মানুষ জানিস্ না। কলিকাতা সহরে অনেক জায়গার লোক আছে কি না তাই অনেক লোক অনেক জায়গা থেকে আসা যাওয়া করে থাকে ; হঠাৎ সেই লোক জন দেখ্‌লেই নিজের লোকের মত অনেক সময় মনে হয়। আর একটা কথা কি জানিস্ ঐ বরটীর চেহারা বেস ভাল। সংসারে ভাল চেহারা দেখ্‌লেই মনে হয় যেন সেই লোককে আর কোথাও দেখেছি ; না হয়—সে আমাদের আত্মীয়।"

"না—দিদি—আমি তোমার কথা ভাল বুঝতে পারলাম না। আমার বোধ হয় আমি যা বল্‌ছিলাম তাই ঠিক।"

"তাও কি কখনও হয়।"

"যাক্ ও কথায় আর কায নাই। এখনই ঝি এলে কতক কতক জান্‌তে পারা যা'বে।"

"কতক কেন! বোধ হয় সবই জান্‌তে পারা যা'বে ; না—যায়—আমি ঝিকে সব কথা জিজ্ঞাসা করব।"

এই বলিয়া তাহারা উভয়েই নিস্তব্ধা হইল। বাহিরের দরজায়

এই সময় কে ধাক্কা দিল। তাহারা অল্পক্ষণ পরেই দেখিল ঝি খাদ্য দ্রব্য লইয়া আসিতেছে।

জ্যেষ্ঠা ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল :—

"ঝি রাস্তার উপর দিয়া যে বিবাহ গেল ওটী কাদের জান ?"

ঝি কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তর থাকিল। জ্যেষ্ঠা পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "ঐ বিবাহটীর কোনও সংবাদই জান না ?

ঝি যেন কিয়ৎপরিমাণে লজ্জিতা ও বিরক্তা হইয়া উত্তর দিল "আমি কি করে জানব ? সমস্ত দিন আমি নিজের কাযেই ব্যস্ত থাকি আমার কি অবসর আছে মা ?"

কনিষ্ঠা ঝির কথা শুনিয়া বিরক্তা হইয়া বলিল "ঝি—তুমি বড় মিছে কথা বল। তুমি এ বিবাহ চোকে দেখ্‌লে, আমি জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। ও বিবাহ আমাদের ও বাড়ী যায় নাই ?"

ঝির চক্ষে জল আসিল ; সে আর কোনও কথা বলিতে পারিল না। আহার্য্য দ্রব্য নামাইয়া দিয়া ঝি দ্রুত গতিতে প্রস্থান করিল। ঝির এই রূপে চলিয়া যাওয়া দেখিয়া তাহারা উভয়েই কাতরা হইল। উভয়েরই মনে সন্দেহ হইল। জ্যেষ্ঠাকে দেখিয়া বোধ হয় তাহার মন সন্দেহ তিমিরে সমাচ্ছন্ন হইল। সে, সে রাত্রিতে কিছুমাত্র আহার করিল না। মনে মনে ভাবিল "ভগবান কষ্ট দিয়েছেন। কারো হাত নাই। সময়ে সবই সইতে হয়।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ বাটী।

উমেশবাবু কলিকাতা সহরে শোভাবাজারে অবস্থিতি করিতেছেন। গৃহিণী হেমাঙ্গিনী তাঁহার নিকট আছেন। মনোমোহিনীও পিতার সহিত এক বাটীতে অবস্থিতি করিতেছে। স্বর্ণলতা ও উমাশশী বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বাটীতে অবস্থিতি করিতেছে। ইহা বোধ হয় পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিয়াছেন। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে ঘরে যে দুইটী বালিকার কথা বলা হইয়াছে তাহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠা উমাশশী ও কনিষ্ঠা স্বর্ণলতা।

বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। মনোমোহিনী বর সহ শ্বশুর বাটী গিয়াছে। অদ্য উমাশশীকে ও স্বর্ণলতাকে উমেশবাবু স্বগৃহে আনিলেন। এত দিন তাহাদিগকে কি কারণে স্থানান্তরিতা করা হইয়াছিল তাহা উমেশবাবু বলিতে পারেন। পাঠক মহাশয় যদি এ বিষয় বুঝিতে না পারিয়া থাকেন তাহা হইলে পরে জানিবেন।

উমেশচন্দ্র উমাশশীকে স্বগৃহে আনিলেন বটে, কিন্তু তাহাকে

এক স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে একাকিনী রাখিয়া দিলেন। কেবল স্বর্ণলতা সময় সময় তাহার সহিত কথা কহিতে পায়। অপর কেহ প্রায়ই তাহার নিকট যাইতে পায় না। কেবলমাত্র উমেশবাবুর সাধের গৃহিনী হেমাঙ্গিনী ইচ্ছামত উমাশশীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধি-কারিনী হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে উমাশশীর কোনও লাভ নাই। তাহাতে উমাশশীর মনে শান্তিও আইসে না।

উমাশশী এক প্রকার অসহায়া। সঙ্গিণীর মধ্যে বালিকা স্বর্ণ-লতা। তাহার মনের কথা বলিবার লোক মন। দেখিবার বস্তুর মধ্যে গৃহাভ্যন্তরস্থিত দুই একটী তৈজসপত্র এবং দেওয়ালের গায় লম্বমান দুই একখানি চিত্র।

উমাশশীর প্রকোষ্ঠের অবস্থা শোচনীয়। দিবাভাগেও তথায় সুস্থ চিত্তে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না। মশকগণ দিবারাত্রি উমাশশীর শরীরের রক্ত শোষণে ব্যাপৃত আছে। মৎকুনগণ তাহাদিগের ভুক্তাবশিষ্ট শোণিত উমাশশীর শরীর হইতে অলক্ষিত ভাবে তৃপ্তির সহিত পান করিয়া থাকে। খলপ্রকৃতি "ছারপোকার" তুল্য শত্রু অতীব অল্প আছে। বিরহী বিরহিনীর উপর তাহাদিগের অত্যাচারের মাত্রা কিছু বেশী। নিদ্রাদেবীর অঙ্কে শয়ন করিয়া ক্ষণ-কাল বিরহ ব্যথা বিস্মৃত হওয়া যায় সত্য, কিন্তু নির্দ্দয় ছারপোকার অত্যাচারে শান্তিদায়িনী নিদ্রাদেবীও বিবহী বিরহিনীকে পরি-ত্যাগ করিয়া থাকেন। উমাশশী নিদ্রা যাইয়াও ক্ষণেকের নিমিত্ত শান্তিলাভ করিতে পারে না। এ সকল কষ্ট ত উমাশশীকে ভোগ করিতেই হইতেছে। এতদ্ব্যতীত উমেশচন্দ্র সময়ে সময়ে উমাশশীর নিকট আসিয়া বিনা কারণে তাহাকে তিরস্কৃতা করিয়া অযাচিত ভাবে তাহাকে অনেক বিষয়ে অসৎ উপদেশ প্রদান করিয়া

থাকেন। উমাশশী সর্ব্বদাই ভাবে 'সংসারের গতিই কি এইরূপ? দায়ে পড়িলে সামান্য মশকেও বলবান করীকে বিপদ গ্রস্ত করিয়া থাকে।'

সায়ংকাল সমুপস্থিত। উমাশশী স্বর্ণলতার সহিত কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিল। স্বর্ণলতা তাহার সহিত কথা কহিতেছে বটে কিন্তু তাহার মন যেন অন্যদিকে আকৃষ্ট হইয়া আছে। সে যেন অপর কোনও বিষয়ের চিন্তা করিতেছে। তাহার মুখ দেখিলে বোধ হয় যেন সে ব্যাকুলা হইয়া কোন অনিষ্টের প্রতীকার জন্য উপায়ের চিন্তা করিতেছে। উমাশশী ইহা বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল :—

"স্বর্ণ—কি ভাবচিস্?"

"না—আমিত কিছুই ভাবি নাই।"

"আচ্ছা বলদেখি আমি এই মাত্র কি বল্ছিলাম?"

"তুমি—তুমি—কৈ কিছুই ত বল নাই।"

"স্বর্ণ তুই ধরা পড়েছিস্। এখন বল তুই কি ভাব্ছিলি?"

স্বর্ণলতা কোনও উত্তর না দিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। উমাশশীর মন আরও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "স্বর্ণ বল তুই কি ভাবছিলি, বল তুই কান্দচিস কেন? বল স্বর্ণ তুই কি দুঃখ পেয়েছিস্?"

স্বর্ণলতা বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা অশ্রু মুছিতে মুছিতে ক্ষীণ অথচ গম্ভীর স্বরে বলিল "আমার দুঃসময় দিদি আমি কোনও দুঃখ পাইনি। তোমার দুঃখ হ'বে বলে আমি ভাবছি। তাই আমার কান্না পাচ্ছে।"

উমাশশীর উদ্বেগ আরও বৃদ্ধি পাইল। সে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়া

হইয়া এক দৃষ্টে স্বর্ণলতার মুখাবলোকন করিতে লাগিল। উমা-শশী এক একবার ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া স্বর্ণলতাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "স্বর্ণ তোর মুখ অমন হচ্ছে কেন?"

স্বর্ণলতা নিস্তব্ধা। তাহার মুখে যেন কথা নাই। উমাশশী নিতান্ত পীড়া পীড়ি করার পর স্বর্ণলতা কথা কহিল। সে বলিল "দিদি—বড় দুঃখ হচ্ছে আমি সব কথা বল্‌তে পারব না। তবে এই মাত্র বলি তুমি আর কারো কথায় বিশ্বাস করো না। আজ তুমি খুব সাবধানে থাক্‌বে।"

উমাশশী ব্যস্ততা সহকারে স্বর্ণলতাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "কেন—কেন—কেন স্বর্ণ, আজ তুই কেন আমায় এত সাবধান করে দিচ্ছিস্ কি হয়েছে বল স্বর্ণ"?

স্বর্ণলতা আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল এমন সময় উমেশচন্দ্র নিজ ভৃত্যকে আহ্বান করিলেন। স্বর্ণলতা দ্রুতগমনে তথা হইতে প্রস্থান করিল—

উমাশশী ভাবিল "স্বর্ণলতা আমার চেয়ে বয়সে ছোট। সে আজ আমায় সতর্ক করতে এসেছে। আমার স্বামী আছেন কিন্তু আমার এমনি অদৃষ্ট যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার উপায় নাই।"

উমাশশী যখন এই সকল বিষয় চিন্তা করিতেছে সেই সময় কে যেন তাহার কাণে কাণে বলিয়া দিল "উমা সাবধান হও ভয় করিও না" কে যেন এই সময়ে তাহার শরীরের মধ্য দিয়া এক অলৌকিক, অসামান্য ক্ষমতা সম্পন্ন তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া দিল। তাহার মনে যুগপৎ বিস্ময়, ভয়, ক্রোধ ঘৃণা, লজ্জা প্রতি-হিংসা প্রভৃতিভাবনিচয় একে একে জাগ্রত হইয়া উঠিল। তাহার মনে সাহস হইল। দেহে বল বৃদ্ধি হইল। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির

মাংসপেশী যেন সুদৃঢ় হইল। চক্ষু লোহিতাভ হইল। উমাশশী ধীরভাবে বসিয়া থাকিল।

উমেশবাবু এই সময় বসিয়া ধূমপান করিতেছেন। দুই একবার ইতঃস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। কখনও বা কলিকায় তামাকু থাকিতে থাকিতে ভৃত্যকে বলিতেছেন "আরে নন্দ তামাক দে।" নন্দ হয়ত অপর কোনও কার্য্যে ব্যস্ত আছে উমেশচন্দ্র দুই একবার ডাকিয়া কোনও উত্তর না পাইয়া বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন "নন্দা—পাজী—তামাক আন্।"

নন্দ ভৃত্য। সে উমেশবাবুর ভয়ে সর্ব্বদাই ভীত হইয়া থাকে। তাহাতে অদ্য উমেশবাবু যেন উগ্র-প্রকৃতি হইয়া আছেন। নন্দলাল অগত্যা নিঃশব্দে আসিয়া আলবোলার উপর একটী কলিকা নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। ধূমপান করিয়া উমেশবাবু ক্লান্ত হইতেছেন না; কারণ তিনি চিন্তা করিতেছেন। অবিরত ধূমপান যেন চিন্তাশীল ব্যক্তির এক প্রধান অবলম্বন। তিনি নিজে কত প্রশ্ন করিতেছেন এবং নিজ মনোমত উত্তর করিতেছেন; কিছুতেই যেন তাহার তৃপ্তি হইতেছে না। তিনি একবার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "হতভাগা ছোঁড়া আমার কথা রাখা হ'ল না? আমি বুঝি একটা যা না তা লোক?"

উমেশচন্দ্রের ধৈর্য্যশক্তি যেন বিলুপ্তপ্রায় হইল। তিনি মৃত্তিকার উপর কয়েকটী মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। যেন কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হইয়া আলবোলার নলটী দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এই সময়ে আলবোলার মুখ হইতে কলিকাটী পতিত হইয়া ভগ্ন এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। উমেশবাবু যেন নিদারুণ শোকপ্রাপ্ত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীমান কেশবচন্দ্র সিংহ নামাধেয় এক "নব্য যুবক" "রীতিমত" বা প্রণালীমত অথবা "সময়োচিত" "সাজ সজ্জা" করিয়া উমেশ বাবুর সম্মুখে 'প্রণাম উমেশ বাবু' বলিয়া উপনীত হইলেন। তিনি হস্তদ্বয় মস্তকের নিকট আনিলেন কি না জানি না, তবে মস্তক নত হইল না। উমেশ বাবু বলিলেন বড় দেরী হল বাবা।" কেশবচন্দ্র বলিলেন "কি করি মা বাপকে ফাঁকি দিয়ে বাড়ীর লোককে একটা যা-নয়-তাই ব'লে বুঝিয়ে সব ঠিক করে এলাম। হঠাৎ কি আসা যায় ?"

"যা হ'বার তা হ'য়েছে, কিন্তু বড় দেরী হ'ল। হয় ত উমাটা এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। আচ্ছা, একটা উপায় করা যাচ্ছে।" উমেশ বাবু স্বর্ণলতাকে ডাকিয়া বলিলেন "দ্যাখ্ স্বর্ণ! তুই এখনি গিয়ে উমাকে বল্ আজকে জামাই বাবু এসেছেন" তিনি এখনি এ ঘরে আস্ছেন।"

স্বর্ণলতার মন দ্বৈধীভূত হইল। দুই প্রকারের দুইটী কার্য্য দুই দিকে তাহার মন আকৃষ্ট করিতেছে। এক দিকে গুরুদেব পিতার আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া মিথ্যা কথা বলা, এবং প্রিয়সখীকে বঞ্চিতা করা, অপর এক দিকে প্রাণসমা সখীর মান রক্ষা করিতে গিয়া নিস্তব্ধ থাকা এবং পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা।

সে ভাবিল পিতৃ-আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য,কিন্তু পিতা যদি অন্যায় আজ্ঞা করেন তাহা হইলে তাহা বিশেষ বিবেচনার সহিত পালন করা উচিত ; আর তাহা না পালন করিলেও কোন দোষ হয় না।"

উমেশ বাবুর কথা শুনিয়া স্বর্ণলতা কোনও উত্তর দিল না; উমেশচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিনেন "স্বর্ণ! যাবি কি না যাবি ; উমাকে বলতে পারবি কি না ?"

স্বর্ণলতা কোন কথাই কহিল না। উমেশ বাবু তাহাকে তিরস্কৃতা করিতে লাগিলেন। স্বর্ণলতা তখন অগত্যা বলিল "না আমি পার্‌ব না।" এই বলিয়া স্বর্ণলতা তথা হইতে চলিয়া গেল।

উমেশ বাবু দেখিলেন কেশবলালকে যে কার্য্যের জন্য আনা হইয়াছে তাহা সিদ্ধ না হইলে তাঁহার নামে কলঙ্ক হইবে। তিনি অগত্যা ঝিকে ও কেশবলালকে লইয়া উমাশশীর কক্ষের দ্বার দেশে গমন করিয়া তাহাকে ডাকিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই উমাশশী দ্বার খুলিয়া দিল। কক্ষ মধ্যে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছিল। উমাশশী সেই প্রদীপের শিখার সহিত আপন জীবনের তুলনা করিয়া মনে মনে নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছিল। সে কেশবলাল প্রভৃতিকে দেখিয়া প্রথমে শঙ্কিতা হইল। পরে ঝি যখন বলিল "দিদি জামাই বাবু এসেছেন" তখন উমাশশী ক্রোধে অধীরা হইয়া ঝিকে বলিল "ঝি ইনি কে ? ইনি কি জামাই বাবু ?"

"হাঁ, ইনিই ইন্দুভূষণ।"

ঝি তোমরা এখান থেকে চলে যাও, আমি এই দরজা বন্ধ কর্‌লাম।"

উমেশ বাবুর ইঙ্গিত অনুসারে ঝি দ্বার দেশে দণ্ডায়মানা থাকায় দ্বার রুদ্ধ হইল না। উমাশশী হতাশা হইল, কিন্তু তাহার মনে আপনা হইতেই দুঃসাহসের আবির্ভাব হইল।

উমেশ বাবু নির্লজ্জ ব্যক্তির ন্যায় বলিলেন "উমা চিন্‌তে পার্‌ছিস্ না। ইনিই যে জামাই বাবু ? ছেলে বেলায় দেখা কিনা, মনে নাইত ?"

উমাশশী ইহাতে আরও ক্রুদ্ধা হইয়া উত্তর দিল "ইনি জামাই বাবু,—না নর-পিশাচ ? আর আপনি কে খুড়া উমেশ বাবু—

না বিশ্বাসঘাতক শঠ দস্যুপতি ? আর ও কে ঝি —না মায়াবিনী রাক্ষসী ?”

নির্লজ্জ উমেশচন্দ্র সে সকল কথার কোন উত্তর না দিয়া কেশবলালকে ইন্দুভূষণে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমতী উমাশশী তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। অবশেষে উমেশচন্দ্রের নির্ব্বন্ধাতিশয় সন্দর্শনে উমাশশী নিকটবর্ত্তী দেওয়ালের গা হইতে লম্ববান এক খানি তরবারি গ্রহণ করিয়া বলিল “দেখ, তোমরা যদি এখনি এখান থেকে চলে না যাও তা’ হলে তোমাদের প্রাণ যাবে, নয় আমি আত্মহত্যা করব। উমাশশীর কথা শুনিয়া এবং তাহার কার্য্য দেখিয়া উমেশচন্দ্র নির্ব্বাক্ হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান হইয়া থাকিলেন।

উমেশচন্দ্রের সাধের জামাই বাবু “মণিহারা ফণীর” মত ক্ষুণ্নমনে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। মায়াবিণী দাসী ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিল। জামাই বাবুও চলিয়া গেলেন। উমেশ বাবু গত্যন্তর নাই দেখিয়া অবনত মস্তকে মন্দ মন্দ গতিতে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে এবং নিজ অদৃষ্টের দোষ দিতে দিতে এবং “সময়ের ফের” এই ভাবিতে ভাবিতে সাধের গৃহিণী সমীপে উপনীত হইলেন।

উমেশ বাবু মনের দুঃখ নিবারণার্থ ও ক্রোধের উপশমার্থ সামান্ত কারণে গৃহিণী হেমাঙ্গিনীকে তিরস্কৃতা করিলেন এবং দুই একটী কটু কথাও বলিলেন। গৃহিণী হেমাঙ্গিনীর অভিমান বৃদ্ধি পাইল। একে তিনি দ্বিতীয়পক্ষের “বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী” এবং গৃহিণী তাহাতে যুবতী, তাহাতে আবার উমেশবাবু তাঁহাকে বিশেষ “ভক্তি” করিয়া থাকেন। কাজেই গৃহিণী লজ্জাবতী লতিকার ন্যায় ভর্ৎসনাবাক্যরূপ

করস্পর্শ মাত্রেই "মানে" বসিলেন। উমেশ বাবু জগৎ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক্ যেন শূন্য! সংসারে যেন কোনও সুখ নাই। সমস্তই যেন অদ্য উমেশ বাবুর নিকট অন্তঃসারবিহীন, সমস্ত রাত্রি হয় ত মানভঞ্জনে অতিবাহিত করিতে হইবে, ইহাই এক্ষণে উমেশ বাবুর চিন্তার বিষয় হইল। তিনি প্রথমে গৃহিণীকে মিষ্ট কথায় সন্তুষ্টা করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। বৃক্ষের মূলদেশে কুঠারাঘাত করিয়া তাহার অগ্রভাগে সলিল সেচনে কি কোনও ফল হয়?

গৃহিণী যে নিয়ত তোষামোদ বাক্যরূপ চন্দ্রদর্শনে বিকশিতা কুমুদিনী। তিনি তিরস্কার বাক্যরূপ সূর্য্যকর সহ্য করিতে পারিবেন কেন? উপায় বিহীন উমেশচন্দ্র গৃহস্থিত "সিন্ধুক বাক্স" প্রভৃতি খুলিয়া "টাকাকড়ি" "কাপড় চোপড়" সমস্তই গৃহিণীর সমীপে নামাইয়া বলিলেন "এ সবই তোমার—তোমার যা ইচ্ছা তাই কর আমি আর কিছুই চাই না।" গৃহিণী মুখ বিবর্ত্তিত করিয়া দূরে বসিলেন। শরীরে হস্তক্ষেপ করিলে গৃহিণী হয়ত রাগ করিবেন, এই ভয়ে উমেশ বাবু তাহাকে স্পর্শ করিতে সাহস করিতেছেন না। গৃহিণী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন, উমেশবাবুর মনে হইল যেন মরুভূমি প্রবাহিত "সিরক্কোর" অথবা "লু" বাত্যা প্রবল বেগে আগমন করিয়া তাহার শরীর শুষ্ক করিতে উদ্যত হইয়াছে। গৃহিণীর নেত্র হইতে মধ্যে মধ্যে দুই এক বিন্দু অশ্রু পতিত হইতেছে উমেশ চন্দ্র মনে করিতেছেন যেন সীতাকুণ্ডের উষ্ণ সলিল প্রবল বেগে আগমন করিয়া তাহাকে তন্মধ্যে নিমজ্জিত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

উমেশচন্দ্র অস্থির। তোষামোদব্যঞ্জক যত প্রকার কথা মনে উদিত হইল এবং অভিধানে ঐ সকল কথাবিষয়ক তাঁহার যতদূর

জ্ঞান ছিল অদ্য তিনি গৃহিণী সকাশে তাহার প্রকাশ করিয়াও চরিতার্থ হইতে পারিলেন না এবং হেমাঙ্গিণীর মনও পাইলেন না। অবশেষে উমেশ বাবু বলিলেন "আমি ভিক্ষুক, আমি কাঙ্গাল, পথের কাঙ্গাল। আমার উপরে এত রাগ কর্‌তে নাই।"

গৃহিণী সে সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া অপর এক কক্ষে গমন করিলেন এবং ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কক্ষ মধ্যে শয়ন করিয়া রহিলেন। উমেশ বাবু অগত্যা সেই কক্ষের বাহিরে এক থানি মাদুর বিস্তৃত করিয়া তাহার উপরই শয়ন করিয়া রহিলেন। অদ্য রাত্রিতে আহার করিয়াছিলেন কিনা সহৃদয় পাঠক মহাশয় অনুমান করিয়া লইবেন। নিদ্রাদেবী উমেশচন্দ্রকে অদ্য রাত্রিতে কৃপা করিয়াছিলেন কি না জানি না, তবে এই মাত্র জানি যে তিনি হেমাঙ্গিনীর সঙ্গিনী স্বরূপে তাহার কক্ষে প্রবিষ্টা হইয়াছিলেন। যদি হেমাঙ্গিণী তাহাকে নিষেধ করিয়া থাকেন তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনি অদ্য উমেশচন্দ্রের নিকট আগমন করেন নাই।

রজনী প্রভাতা হইল। তরুণ অরুণ কিরণ ধীরে ধীরে জগতের পদার্থনিচয়কে আলোকিত করিতেছে এবং তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে। উমেশ বাবু অন্য সকলের অগ্রেই গাত্রোত্থান করিয়া জগদীশ্বরের নাম করিতে করিতে সূর্য্যদেবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পরে ঝি আসিয়া গৃহিণীর কক্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া গত রাত্রির বৃত্তান্ত তৎসকাশে নিবেদন করিল। গৃহিণীর মান আপনা হইতেই অপগত হইল। গৃহিণী কথা কহিলেন— ঝিকে বলিলেন "ঝি বাবুকে ডাক্।"

উমেশ বাবু বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন। তাহার বস্ত্র পরিধান কার্য্য সম্পন্ন হইতে না হইতে যেমন তিনি শুনিলেন গৃহিণী তাহাকে আহ্বান করিতেছেন, অমনি তিনি মুক্তকচ্ছ হইইয়া দ্রুতগতিতে তৎসমীপে উপনীত হইলেন। গৃহিণী বলিলেন "আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন ?"

উমেশ বাবু আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে গৃহিণী পুনরায় বলিলেন "আমি আপনার দাসী। এতক্ষণ যে আপনার এ দাসী আপনার সঙ্গে কথা কয় নাই তা'তে আপনি কি রাগ করেছেন,সে যে আমার অভিমান। অপনি ভিন্ন আমার কি আর অন্য গতি আছে।"

এক্ষণে উমেশ বাবু কি হইলেন ? কি বলিব ? কি বস্তু বা কোন পদার্থে পরিণত হইলেন ? তরল নদী জলে পরিণত হইলেন ? না বাত্যাহত আন্দোলিত তরঙ্গমালা বিধৌত উপকূলযুক্ত সাগরে পরিণত হইলেন? না প্রকৃত পক্ষে এক্ষণে তিনি দ্রবীভূত পদার্থ নহেন॥ গৃহিণী যখন প্রথমেই তাঁহাকে প্রথমেই বলিয়াছিলেন "আমার উপর কি রাগ করেছেন ?" তখন হইতেই তিনি তরল পদার্থে পরিণত হইয়াছিলেন তবে এক্ষণে তিনি কি ? মনুষ্যাকারধারী বাষ্পরাশি হইতে পারেন।

পাঠক মহাশয় আপনি কি একথা বিশ্বাস করেন না ? যদি বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে যে ব্যক্তি "মানময়ী" গৃহিণী পাইয়াছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই এ কথার সত্যতার উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যদি আপনি সুরসিক পাঠক হয়েন, তাহা হইলে গৃহিণীর সাহায্য ব্যতীত সহজেই উমেশ বাবুর এই অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

আপনি যদি বৃদ্ধ হয়েন, তাহা হইলে কিয়ৎ পরিমাণে কল্পনা করিতে বা পূর্ব্ব কথা স্মৃতিমার্গে আনয়ন করিতে পারিবেন। আর যদি আপনি প্রৌঢ় হইয়া নবীনা অভিমানিনী গৃহিণী লইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উপরি উক্ত অবস্থা পূর্ণ মাত্রায় অনুভব করিতে পারিবেন। অভিমানিনী পাঠিকা মনে মনে ভাবিয়া দেখুন মানভঞ্জনের পর তাঁহার উপর তাঁহার স্বামীর কতদূর অনুরাগ হয় এবং তিনি স্বামীকে কতদূর ভক্তি করিয়া থাকেন।

যাহা হউক বিবাহবাটীতে মানভঞ্জনের ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল। এক্ষণে উমেশ বাবু পুনরায় উমাশশীর বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কি উপায়ে ৺ রামনারায়ণ ঘোষের বিষয় হস্তগত করা হইবে, কি উপায়ে উমাশশীকে ও তাহার ভ্রাতাকে তাহাদিগের ন্যায্য বিষয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে পারা যাইবে ইহাই এক্ষণে উমেশ বাবুর চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল।

অর্থলোলুপ খল প্রকৃতি উমেশচন্দ্র "সাধের গৃহিণী" হেমাঙ্গিনীর সহিত পরামর্শ করিতে বসিলেন।

উমেশচন্দ্র বলিলেন "আরে উমাশশীকে সংসার থেকে সরিয়ে দেওয়াই ত ভাল।"

"তা কি ক'রে হ'বে?"

"সে যেমন ক'রে হয় হ'বে। এখন তোমার মত আছে ত।"

"উমাশশীর মা'র দামী দামী গয়নাগুলো কোথায়?"

"আরে মনে কর না সে সব তোমারই হ'য়েছে। সে সব তো আমারই হাতে।"

"আচ্ছা উমাশশীর দাদা দিনকর যে বেঁচে আছে। সে পশ্চিমে

কোথায় চাকরী করে শুনেছি। তবে তুমি একলা কি করে সব কাজ করে উঠবে।"

"আরে তুমি জান না—আমার দ্বারা না হয় এমন কোন কাজ নাই। সে কি বেঁচে থাকবে? তা'র উপায় করা যাবে।"

"যা ভাল হয় কর, তবে উমাটাকে কোন রকমে বাঁচিয়ে রেখে বিষয়টা হাত করলেই ভাল হয়।

গৃহিণী ও উমেশ বাবু এরূপ ভাবে কথা কহিতেছেন যেন অপর কেহ শুনিতে না পায়। কিন্তু চতুরা বুদ্ধিমতী স্বর্ণলতা এক উপযুক্ত স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া তাঁহাদের সমস্ত কথাই শুনিতে পাইল। তাহার নাসিকারন্ধ্র হইতে দুই চারিটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস বহির্গত হইল। তাহার মর্ম্মস্থলে কে যেন এক বিষদিগ্ধ সায়ক বিদ্ধ করিয়া দিল। পিতৃমুখনিঃসৃত প্রতারণাপূর্ণ বাক্যগুলি স্বর্ণলতার কোমল হৃদয়ে তীব্র বেগে আঘাত করিল। অশ্রু ধীরে ধীরে তাহার গণ্ডস্থল আপ্লুত করিল। ভয়ে তাহার সর্ব্ব শরীর কম্পমান হইতে লাগিল। যাহা হউক, অবিলম্বে স্বর্ণলতা সাহসে ভর করিয়া স্বাভাবিক চিত্তস্থৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক উমাশশীর নিকট গমন করিয়া সকল কথা ব্যক্ত করিল।"

উমাশশী বলিল—"স্বর্ণ! আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হ'বে তুই কেন আমার জন্য কষ্ট পা'বি?"

"তুই যা আমি আজ থেকে খুব সাবধানে থাকব।"

"দিদি আজ থেকে আমি যা খাবার এনে দেব তাই তুমি খাবে, ঝির দেওয়া কোনও জিনিষ খাবে না। ঝি যে জিনিষ আনবে সব জানালা দিয়ে ফেলে দিও। আর দরজা বন্ধ করে শোবে, না হয় আজ থেকে আমি লুকিয়ে এসে তোমার কাছে শু'য়ে থাকব।"

"স্বর্ণ, এখন কি করা যায় বল্ দেখি? এখান থেকে চ'লে গেলে ভাল হয় না?"

"দিদি কি করে যা'বে? কোথায় যাবে?

"গ্রামের হরি দাদাকে জানালে হয় না? তিনি না হয় আমার শ্বশুড় বাড়ী পাঠিয়ে দেবেন, সেখানে গিয়ে থাক্ব। তারপর যা অদৃষ্টে আছে তাই হ'বে।"

"কি করে জানান যাবে?"

"আমি এক খানি চিঠি লিখি, তুই রাত্রে লুকিয়ে গিয়ে বাক্সে ফেলে দিয়ে আসতে পার্‌বি?"

"দিদি, তুমি যা বল্‌বে আমি তাই করব। আর আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

স্বর্ণলতার শেষ কথা শুনিয়া উমাশশীর চক্ষে জল আসিল। স্বর্ণলতা তাহা দেখিয়া বলিল—"দিদি তুমি কান্দ্‌চ কেন? আমি তোমাব সঙ্গে যাব।'

"স্বর্ণ, আমি আমার জন্য ভাবি নাই, তোর জন্যই ভাব্‌ছি?"

স্বর্ণলতা উমাশশীর যথার্থই প্রিয় সখী। মনোমোহিনী বিবাহিতা। ইন্দুভূষণের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। সে জানে উমাশশী জীবিতা, সে জানে ইন্দুভূষণ উমাশশীর স্বামী। ইন্দুভূষণ সুপাত্র ইহা সে পূর্ব্বে হইতেই জানিত। উমাশশী যে তাহার সপত্নী হইবে ইহা সে জানিত, তবে আশা ছিল উমেশ বাবু শীঘ্রই তাহাকে ইহ-লোক হইতে অপসারিতা করিয়া দিবেন। বিবাহের পর মনো-মোহিনী এক প্রকার উদাসীনা হইয়াছে। তাহার ইচ্ছা উমাশশী সংসার ত্যাগ করিয়া যায়। উমাশশী জানে ইন্দুভূষণ তাহার স্বামী।

তিনি জীবিত আছেন। তবে মনোমোহিনীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে কি না ইহা সে সম্পূর্ণরূপে অবগতা নহে।

উমাশশী জীবনস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, সে মনে করিতেছে স্রোতের তরঙ্গমালা গণনা করিয়া এক একটী তরঙ্গের সহিত এক একটী ঘটনার তুলনা করিবে, কিন্তু স্রোতের প্রবলতা হেতু তাহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না। মনোমোহিনী তন্নী আশা লতিকা ধরিয়া জীবন প্রাসাদের এক একটী সোপানে আরোহণ করিতেছে। সোপান গুলি গণনা করিয়া মনোমোহিনী কখনও দুঃখিতা কখনও ক্ষুব্ধা এবং কখনও বা আনন্দিতা হইতেছে। স্বর্ণলতা পরের জন্যই কাতরা। সে আপনার বিষয় ভাবে না। উমাশশীর মনে সন্তোষ থাকিলেই সে সন্তুষ্টা হয়।
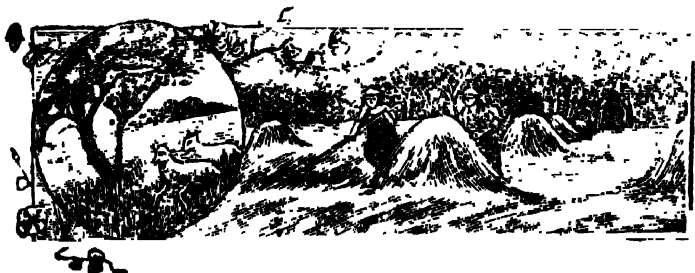
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

-***-

মনের দুঃখ মনেই থাকিল।

একটী দুইটী করিয়া কতগুলি দিন তরঙ্গসময়েব সুদূরব্যাপী স্রোতস্বিনীর প্রবাহে মিশ্রিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কোন্ দিনটী কোন্ স্থানে থাকিয়া কোথাও মিশ্রিত হইল, কোথায় গেল তাহার কিছুই জানা গেল না। স্রোতস্বিনীর প্রত্যেক তরঙ্গটী যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার সমষ্টি প্রত্যেক দিনটীও তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার সমষ্টি ভিন্ন অপর কিছুই নহে। মানব জীবনও কতকগুলি ঘটনার সমষ্টি মাত্র। প্রত্যেক মনুষ্যকে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কার্য্য করিতে হইবে অর্থাৎ তাহার জীবনে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হইবে ইহা স্থিরীকৃত হইয়া আছে। সংসারে আসিয়া মানব কত দিন সুখী থাকিল, কত সুখ ভোগ করিল, কত প্রকার ব্যাধি দ্বারা যথাক্রমে আক্রান্ত হইল এবং সে সকল হইতে মুক্তি লাভ করিল; এ সকলের প্রত্যেকটীই এক একটী ঘটনা মাত্র। প্রসবের দিন হইতে জ্ঞানাঙ্কুরের প্রথম দিন পর্য্যন্ত মানব যে সকল

কার্য্য করিয়া থাকে, যে সকল ক্রীড়াদিতে আসক্তচিত্ত হইয়া থাকে, তাহারও প্রত্যেকটী এক একটী ঘটনা মাত্র। বাল্যকালে মানব যে সকল কার্য্য করে তাহার অধিকাংশই ভবিষ্যতে তাহার মনে উদিত হইয়া তাহার চিত্ত বিনোদন করে। বাল্যকালের দুঃখ মানবের মনে স্থায়ী হয় না। ভ্রান্তি যেন সর্ব্ববিধ্বংসী অস্ত্র লইয়া একে একে পূর্ব্ব বৃত্তান্তের উচ্ছেদ সাধন করিয়া থাকে। বাল্যকালে চিন্তা হৃদয়ে স্থান পায় না বলিলেও চলে। যে দিন অবধি আমাদের মনে জ্ঞানের অঙ্কুর জন্মে, সেই দিন হইতে আমরা জানিতে পারি সংসার সুখের স্থান নহে, দুঃখের আধার মাত্র, সেই দিন হইতেই আমাদিগের মনে চিন্তাদেবী অল্পে অল্পে রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। সেই দিন হইতে দুর্ব্বিসহ শোক, দুঃসহ মনঃপীড়া, অসীমা বৈষয়িক চিন্তা, বিবিধ উপায়ে চিত্ত বিনোদন অভিলাষ প্রভৃতি বিষম্নিণী ভাবনা আমাদিগের দরিদ্র মনঃকুটীরে নানাবিধ ভোগ্যবস্তু আনয়ন করিয়া তাহাকে বিলাসের স্থান করিয়া তুলে। চিন্তার মত উপভোগের দ্রব্য সংসারে নাই বলিলেও চলে।

উমাশশী বাল্যকালে ক্রীড়ালিপ্তা হইয়া থাকিত। সে সেসময়ে সংসার যন্ত্রণা জানিতে পারে নাই। যে দিন তাহার মাতার মৃত্যু হইল, সেইদিন মাতৃশোক তাহার হৃদয়ের একস্থানে অধিকৃত করিল। যে দিন তাহার পিতা পরলোক গমন করিলেন, সেইদিন পিতৃশোক তাহার হৃদয়ের অপর এক স্থান আবৃত করিল। যেদিন তাহাকে দারোগা বাবুর নিকট "জবানবন্দী" দিতে হইল সেই দিন তাহার হৃদয়ের অপর স্থান যেন ভগ্ন হইল। যে দিন উমেশ বাবু তাহাকে কলিকাতায় আনিয়া এক অপরিচিত স্থানে রাখিয়াছিলেন সেই দিন তাহার মনে আর একটী শোক তরঙ্গ আঘাত করিল। যে দিন

জামাই বাবু আসিয়া তাহার সতীত্ব নাশের উদ্যোগ করিয়াছিলেন সেই দিন তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অপর একটী দুঃসহ শোক-শর প্রবিষ্ট হইল। যে দিন স্বর্ণলতা আসিয়া উমেশ বাবুর ভাবী দুরভিসন্ধি উমাশশীর নিকট ব্যক্ত করিল সেই দিন অবধি এক দুঃসহ চিন্তারূপ তড়িৎ প্রবাহ তাহার হৃদয়ে প্রবল বেগে আঘাত করিল।

উমেশ বাবু স্বর্ণলতাকে আর বিশ্বাস করেন না। তিনি উমাশশীকে বিষ খাওয়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু স্বর্ণলতার চক্রান্তে তাহা বিফল হইল। এক্ষণে উমেশ বাবুর নেত্রে স্বর্ণলতা বিশ্বাসঘাতিনী।

আষাঢ় মাস। আকাশে পয়োদগণ স্ব স্ব ভুবনমোহন রূপ ধারণ করিয়া সূর্য্যদেবকে অন্তরালে রাখিয়া পবনের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে জীবগণকে জলদান করিতে লাগিল। বিশুষ্ক মৃত্তিকা আর্দ্র হইল। স্রোতোবহগণ বারিদ জলে পূর্ণ হইয়া স্ফীত কলেবর হইল। তাহারা আপন আপন শরীরের ভারবহনে অসমর্থ হইয়া কিয়দংশ পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে রাখিল এবং কিয়দংশ বৃক্ষাদির ও উদ্ভিদাদির উন্নতি সাধনের নিমিত্ত দয়া পরবশ হইয়া জলাশয়াদিতে অর্পণ করিল। চাতক পক্ষী এত দিন ধরিয়া যে "ফটিক জল ফটিক জল" রবে ক্রন্দন করিয়া নীরদগণকে ব্যাকুল করিতেছিল এক্ষণে তাহারও দুঃখ বিদূরিত হইল। সে কিন্তু স্বল্প সলিলস্থ সফরীর ন্যায়, চঞ্চল চিত্ত মানবের ন্যায়, আপনার উন্নতাবস্থা লোকের নিকট ঘোষণা করিতে চায় না। যে নীরব নিস্তব্ধ জ্ঞানালোকোদ্দীপ্তমনা যোগীবরের ন্যায় সে নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি করিয়া আপনার ঐশ্বর্য্য আপনিই ভোগ করিয়া থাকে। ক্ষেত্ররোপিত ধান্য তৃণগণ স্ব স্ব স্থান চ্যুত হইয়া দলবদ্ধ ভাবে কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করিল তদনন্তর

কৃষক তাহাদিগকে এক অভিনব কর্দ্দমাক্ত ক্ষেত্রে পুনস্থাপিত করিল।

নূতন ক্ষেত্রের কুলশীল মর্য্যাদাদি তাহারা সবিশেষ অবগত নাই এজন্য তাহারা তথায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইতে না পারিয়া ঈষৎ নত হইল।

উমাশশী স্বর্ণলতার সহিত কথা কহিয়া মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে। মনোমোহিনী শ্বশুর বাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। ইন্দুভূষণ ও সঙ্গে আসিয়াছেন। মনোমোহিনীর সহিত যে ইন্দুভূষণের বিবাহ হইয়াছে ইহা উমেশ বাবু উমাশশীকে জানিতে দেন নাই কিন্তু উমাশশী যেন আপনা হইতেই সে কথা বুঝিতে পারিয়াছে। উমাশশীর মন আপনা হইতেই ক্রন্দন করিয়া উঠিল। কি জন্য সে স্বভাবতঃই আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। কি জন্য সে সর্ব্বদাই ইন্দুভূষণকে চিন্তা করিতে লাগিল। সে সর্ব্বত্রই যেন ইন্দুভূষণের মূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে লাগিল। স্বর্ণলতা নবজামাতার নাম বলিতে পারিল না। উমাশশীর মনে এইবার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে ইন্দুভূষণের সহিত মনোমোহিনীর বিবাহ হইয়াছে। এদিকে উমেশবাবু বাটীর ঝি ভৃত্য প্রভৃতি সকলকেই বলিয়া দিয়াছেন যেন কোনও ব্যক্তি জামাইবাবুর নাম না করে এবং হঠাৎ তাহাকে না বলিয়া যেন জামাইবাবুকে কোনও দিন অন্দরে আনান না হয়। উমাশশী এই সকল বিষয় অবগত হইল। তাহার মন নিতান্ত চঞ্চল হইল। সে নবজামাতাকে দেখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। দ্বিতীয় বারের ফলও তাহাই হইল। সে ইন্দুভূষণকে দেখিয়াও দেখিতে পাইল না। তাহার আশাপূর্ণ হইয়াও হইলনা।

চতুরা মনোমোহিনী উমাশশীর নিকট গমন করিল। সে

ভাবিল "আর কি যা পাবার তাত পেয়েছি। এখন চাই ভালবাসা, আর স্বামীকে বশ করা ? সেটা দেখা যাবে। এখন উমার মুখে চুণকালীত দেওয়া হয়েছে। যা'ক দেখে আসি উমাটা কি কর্‌ছে।"

উমাশশী সুস্থির নয়নে মনোমোহিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল,—"মনোমোহিনি, অনেক দিন তো'কে দেখি নাই তোর জন্য মনটা কান্দে। একলা থেকে মনটা খারাপ হ'য়ে গেছে।"

দীনা উমাশশীর কথা শুনিয়া গর্ব্বিতা মনোমোহিনী প্রকৃত মনোভাব গোপন করিয়া বলিল "উমা দিদি, কি বলব সময় হয় না। সর্ব্বদাই মা'র কাছে থাকৃতে হয়। স্বর্ণ ছেলেমানুষ, সময় সময় তোর কাছে এসে থাকে আমি ত আর ছেলেমানুষ নই। আমাকে ঘরের কাজ কর্ম্ম দেখ্‌তে শুন্‌তে হয়। বাবা আমায় চোকের আড়াল করে থাকৃতে পারেন না। আচ্ছা এর পর যদি সময় হয় তা'হলে দু দিন এক দিন অন্তর অন্তর আসব্।"

মনোমোহিনীর কথা শুনিয়া উমাশশী আশ্চর্য্যান্বিতা হইল। ইতঃপূর্ব্বে সে এক দিনও ভাবে নাই যে মনোমোহিনী এরূপে তাহার সহিত কথা কহিবে। বাল্য প্রণয়ের শৃঙ্খল যে এত শীঘ্র ছিন্ন হইয়া যাইবে ইহা এক দিনও উমাশশীর মনে হয় নাই।

উমাশশীর মনে দুঃখ হইল। সে দুঃখের কথা প্রকাশ করিতে পারিল না ; মনের দুঃখ মনেই থাকিল। কত প্রকার সন্দেহ-ঝঞ্ঝা উমাশশীর প্রপীড়িত অর্দ্ধ মুকুলিত মনোকুসুম বিতাড়িত করিল। কতপ্রকার চিন্তা-তরঙ্গ উমাশশীর মৃদুগামি মনোস্রোতে নৃত্য করিতে লাগিল। সে মনোমোহিনীকে পুনরায় বলিল "মনো-মোহিনী অনেক দিন তুই আমার কাছে বসিস্ নাই। আজ একবার আমার কাছে বোস্ আমার মনটা ঠাণ্ডা হ'বে।

মনোমোহিনী অগত্যা উমাশশীর নিকট অনিচ্ছার সহিত বসিল। উমাশশী জিজ্ঞাসা করিল "কেমন বর হয়েছে মোনমোহিনী,—বরের নাম কি ? তা'র বয়স কত ? বাড়ী কোথায় ? তোর সঙ্গে বেশ কথা-টতা কয়ত ?"

এই সময় শরৎকাল-শূন্য-গর্ভ-বারিদ ক্রোড়ে ক্ষণপ্রভা বিদ্যুল্লতার ন্যায় উমাশশীর সুখশূন্য দুঃখপ্রপীড়িত যন্ত্রণাপূর্ণ মনে আমোদের সঞ্চার হওয়াবশতঃ তাহার বিশুষ্ক প্রায় অধরে ঈষৎ স্মিত লক্ষিত হইল। তাহা স্বভাবিকই হউক, আর অস্বাভাবিকই হউক, দুঃখ জাতই হউক, আর সন্দেহ প্রসূতই হউক, সে কথার আবশ্যকতা নাই। উমাশশীর শশিমুখে মৃদু হাসি দেখিয়া স্বর্ণলতার মনে আনন্দ হইল।

স্বর্ণলতা এই সময় বলিয়া উঠিল "দিদি অনেকদিন তোমার মুখে হাসি দেখি নাই আজকে একটী হাসির গল্প বল। তুমিও হাস্‌বে আমিও হাস্‌ব।"

তাহারা তিন জনে এইরূপ কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত আছে এমন সময় হঠাৎ জামাইবাবু অর্থাৎ ইন্দুভূষণ সেই দিকে আসিলেন। উমেশবাবু দ্রুতগতিতে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন। উমেশবাবুর যেন বাহ্যজ্ঞান নাই। তাহার বাম হস্তে হুকা। দক্ষিণ হস্তে এক খান খাতা আছে। কাছা খুলিয়া গিয়াছে। দুই হস্তই নিযুক্ত, সুতরাং কাছা বদ্ধ করিবার অবসর নাই। বারান্দার এক স্থান কিছু পিচ্ছিল ছিল। উমেশবাবু তাড়াতাড়ি যাইতেছিলেন তাহার পদ স্খলিত হওয়ায় তিনি পড়িয়া গেলেন হুকাটী ভগ্ন হইল। কলিকাটী কোথায় গেল দেখিতে পাওয়া গেল না। তিনি পতিত হইয়া তাড়াতাড়ি করিয়া যেমন উঠিতে

যাইবেন অমনি পুনরায় পতিত হইলেন। উমেশচন্দ্রের শরীরে বেদনা হইল এবং তাহার মনেও দুঃখ হইল। তিনি ইন্দুভূষণকে কোনও কথা বলিতে যাইতেছিলেন—তাহাও বলা হইল না। উমেশবাবুর চিন্তা হইল এইবার হয়ত ইন্দুভূষণ মনোমোহিনীর ঘরের কাছে গিয়াছে, যাই, তাহাকে নিবৃত্ত করি।" এই ভাবিয়া যেমন তিনি চলিতে গেলেন অমনি তাহার হস্তস্থিত খাতাখানি পতিত হইল। তিনি খাতাখানি তুলিয়া যেমন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবেন অমনি পুনরায় পতিত হইলেন। উমেশবাবুর দুর্দ্দশার যেন অন্ত নাই। উমেশবাবুর চিন্তা হইতেছে কিরূপে তিনি ইন্দুভূষণকে নিবৃত্ত করিবেন। তিনি ভাবিতে ভাবিতে ইন্দুভূষণ অনেক দূর অগ্রসর হইলেন। এবার উমেশবাবু ভাবিলেন "হায়! হায়! সর্ব্বনাশ হ'ল, এত পরিশ্রম ক'র্‌লাম এত কষ্ট ক'র্‌লাম সব মিছে হ'ল! উমাশশী এখনি ত ইন্দুভূষণকে দেখ্‌তে পাবে! এই ভাবিয়া যেমন তিনি অগ্রসর হইবেন অমনি দুই জন লোক তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল "বাবু,— বাবু শীগ্‌গির্‌ বাহিরে আসুন দীনুবাবুর কাছ থেকে কি সংবাদ এসেছে।" এবার উমেশচন্দ্র "ন যযৌ ন তস্থৌ" তাঁহার মুখে যেন কথা নাই।

এ দিকে ইন্দুভূষণ উমাশশীর কক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন। উমাশশী মনোমোহিনীর সহিত কথা কহিতেছিল। সে ইন্দুভূষণকে দেখিতে পাইল। সহসা ইন্দুভূষণকে দেখিয়া সে যেন বিস্ময়ে আত্মহারা হইল। মনোমোহিনীর কথা যেন তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। মনোমোহিনী তাহাকে অন্যমনস্কা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু উমাশশী সেই মূর্ত্তিই চিন্তা করিতে লাগিল। কে যেন তাহার কাণে কাণে বলিয়াদিল

উমাশশী, ইনিই তোমার স্বামী, এই সেই ইন্দুভূষণ, এই সেই বর। রাহুগ্রাসে তোমার ইন্দু পতিত হইয়াছিলেন সত্য কিন্তু আজ ইন্দু রাহু মুক্ত! ঘোর দুর্ঘটনা রূপ রাহু আজ যেন কথঞ্চিৎ অন্তর্হিত হইয়াছে। উমাশশী দেখিয়া লও, প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লও, আর সহজে ইহাকে এরূপে দেখিতে পাইবে না। কুচক্রী উমেশবাবু শীঘ্রই ইহাকে স্থানান্তরিত করিবেন। দেখ উমাশশী দেখ কেমন লোভনীয়া মূর্ত্তি। দেখ তিনি এক দৃষ্টে তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। দেখ দেখ তাহার মুখ দেখিয়া তোমার মনে হইবে যে যেন তিনি পূর্ব্বে তোমাকে কোথাও দেখিয়াছিলেন এক্ষণে তুমি তাহার অপরিচিতা হইয়াছ। তিনি তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন কিন্তু পরনারী জ্ঞানে তিনি তাহা পারিতেছেন না। উমাশশী ভাবিও না।"

এই সময় উমেশবাবু তড়িৎগতিতে সমাগত হইয়া ইন্দুভূষণ উমাশশী ও মনোমোহিনীর শুভসংমিলনরূপ কুসুম; কোরক অবস্থাতেই বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া ইন্দুভূষণকে বহির্বাটীতে লইয়া গেলেন।

উমাশশী ক্ষুণ্ণ মনে ভাবিতে লাগিল "মনোমোহিনী কি মনে কর্‌বে? সে হয় ত আমায় পাগলিনী বল্‌বে। সে হয় ত বল্‌বে আমি কুলটা। হায়—হায়—হায়! কিন্তু আমি কুলটা হই হ'ব ইন্দুভূষণের জন্য যদি আমাকে লোকে কুলটা বলে আমার ক্ষতি নাই। আমি স্বচ্ছন্দে কলঙ্কের ডালা মাথায় লইয়া দেশে দেশে ফিরিয়া বেড়াইব।" উমাশশী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। মনোমোহিনী ইহা দেখিতে পাইল। কারণও বুঝিল, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। তাহারও মনের দুঃখ মনেই থাকিল।

এ দিকে ইন্দুভূষণ বহির্বাটীতে গমন করিয়া মনে শান্তি লাভ

করিতে পারিলেন না। সন্দেহের প্রবল তরঙ্গ তাহার মনোমধ্যে উত্থিত হইয়া তাহার স্বাভাবিক স্থৈর্য্যরূপ মনোনদীর উপকূল ভগ্ন করিতে লাগিল। তাহার মন উমাশশীর কক্ষের দ্বারদেশেই থাকিল। বহির্বাটীতে উমেশবাবুর আজ্ঞা মাত্র কয়েক জন বাদ্যকর বাদ্য আরম্ভ করিল। দুই এক জন বংশীধ্বনি করিতে লাগিল। সেই সকল শব্দ যখন ইন্দুভূষণের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল তখন তাহার চিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার মন ক্ষণেকের জন্য নিকটবর্ত্তী বৃক্ষলতাদিতে আকৃষ্ট হইল। ইন্দুভূষণ দেখিলেন একটী ক্ষুদ্রকায়া লতিকা লম্পট পবনাহত হইয়া এক একবার নিকটস্থ পুষ্করিণীর জলে পতিত হইতেছে, পুনরায় সে তরুর নিকটবর্ত্তীনী হইয়া তাহার শরীরে বিজড়িতা হইবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠিতেছে না। লম্পট পবন আসিয়া তাহার সে মনোরথ বিফল করিয়া দিতেছে। এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া ইন্দুভূষণ অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি যেন উদাসীন। তাহার যেন বাহ্যজ্ঞান নাই।

তাহার মনে হইল বাল্যকালে অথবা জন্মান্তরে কি পূর্ব্ব জন্মে কি কোনও অতীত সময়ে কাহারও সহিত তাহার বন্ধুত্ব ছিল কালগতি দ্বারা সে বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন হইয়াছে অথচ সেই বন্ধু পুনর্লাভের জন্য তাহার অভিলাষ হইতেছে। তাহার মনে হইল পূর্ব্বে সময়ান্তরে তাহার সহধর্ম্মিণী পূর্ব্ব দৃষ্টা লতিকার ন্যায় তাহার নিকটে থাকিতে ইচ্ছা করিতেন কিন্তু তিনি পূর্ব্বোক্ত তরুর ন্যায় উদাসীন থাকিতেন।

উমেশবাবু ইন্দুভূষণের চিত্ত চাঞ্চল্য অবলোকন করিলেন। কারণ ও তিনি জ্ঞাত আছেন। সুতরাং অবিলম্বে তিনি অন্তঃপুরে

গিয়া সাধের গৃহিনীর সহিত পরামর্শ করিতে বসিলেন। এ সময় গৃহিনী ব্যতীত উমেশবাবুর উপদেষ্ট্রী—এ সংসারে যে আর কেহ নাই। প্রকৃত কথা অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার উপায় নাই। এতদ্ব্যতীত উমেশবাবু যখন বিপদে পতিত হয়েন, তখনই হেমাঙ্গিনীর উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। আহা !! গৃহিণী উমেশ-বাবুর পক্ষে অন্ধের যষ্ঠি ! বধিরের কর্ণ !! পঙ্গুর চরণ !!! উমেশবাবু প্রবীন, গৃহিণী নবীনা। প্রবীন পতির কর্ণে নবীনা গৃহিণীর বাক্য অমৃতবর্ষণ করে বুঝি !

যাহা হউক হেমাঙ্গিনীর উপদেশ অনুসারে উমাশশীকেও স্বর্ণল-তাকে স্থানান্তরিতা করা হইল। তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত ভগ্নপ্রায় অট্টালিকা মধ্যে রক্ষা করা হইল। মনোমোহিনী তাহাদিগের সঙ্গে গেল। এই সময়ে বৃষ্টি আরম্ভ হইল কিন্তু মনোমোহিনী বৃষ্টির কষ্ট সহ্য করিয়াও সত্বর স্বগৃহে প্রত্যাগতা হইল।

উমাশশীর মুখে আর হাসি নাই। তাহার মুখমণ্ডল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হইল। স্বর্ণলতার সরল মন বুঝিল হয়ত উমা-শশীর কোনও অসুখ হইয়াছে।

উমাশশী স্বর্ণলতাকে বলিল " স্বর্ণ একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব বল্‌তে পার্‌বি।

" কি কথা ? "

" দেখিস্ যেন আর কেউনা শোনে। "

" দিদি তোমার কথা কে শুন্‌বে ? তুমি জান্‌বে আর আমিই জানব ? "

" আচ্ছা তুই তোদের নূতন জামাইবাবুর নামটা আর বাড়ীটা জেনে আস্‌তে পারিস ? "

"দেখি দিদি নাম কেউ বল্‌তে চায়না আমি আজই তোমায় একথা বল্‌ব আমার মনেও ঠিক ঐ ভাব হচ্ছিল।"

স্বর্ণলতা উমাশশীর কথা অনুসারে জামাই বাবুর পরিচয় জানিবার জন্য নিকটবর্ত্তী "বিবাহ বাটিতে" উমেশবাবুর আলয়ে গমন করিল। উমাশশী একাকিনী বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

"ইন্দুভূষণ বোধ হয় মনোমোহিনীকে বিবাহ করিয়াছেন। বোধ হয় তিনি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি মাতৃহীনা পিতৃহীনা, উমেশবাবুর বন্দিনী ; আমার সৌন্দর্য্য নাই আমার গুণ নাই। যদি ইন্দুভূষণ আমাকে মনে রাখেন তবে কি তিনি আমাকে আর গ্রহণ করিবেন ? আমি স্বার্থপর, ইন্দুভূষণ দয়ারসাগর ; ভগবান তাহাকে রূপ গুণ দুইই দিয়াছেন। আর হয়ত তিনি আমাকে পুনরায় গ্রহণ করিবেন না, ভগবান তাহার মঙ্গল করুন তিনি যেন সুখে থাকিয়া আমাকে তাঁহার দাসী করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে স্থান দেন। নতুবা উপায় নাই, আমার মনের দুঃখ মনেই থাকিল।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মনোমোহিনী দুঃখিনী !

"সংসারে সব্‌দিন সমানে যায়না" এখানে দিন শব্দের অর্থ সময়। অদ্য আমি সুখী, কল্য আমি দুঃখী হইতে পারি। অদ্য আমি দরিদ্র কল্য আমি ধনবান হইতে পারি। সংসারের নিয়মই এইপ্রকার। অতীত কালের অধিকাংশ ঘটনাই আমরা বিস্মৃত হইয়াথাকি। কিন্তু বিস্মৃতির অগাধ সলিলে নিমগ্ন অতীত ঘটনাবলির এরূপ এক অদ্ভুত শক্তি আছে যে তদ্দ্বারা অতীত কালের অধিকাংশ ক্রিয়া বা কার্য্য ভবিষ্যতে মনোমধ্যে এক সুখপ্রদা সান্ত্বনাদায়িনী চিন্তা আনিয়া দিয়া মনকে প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করে। যে সুখের বাল্যকাল চলিয়া গিয়াছে সে বাল্যকাল আর আসিবে না। তবে সেই সুখেরদিন স্মরণ করিয়া আমাদিগের মনে অতুল প্রীতিরসের অবির্ভাব হইয়া থাকে।

যে মনোমোহিনী বাল্যকালে উমাশশীকে কত ভালবাসিত কত ভয় করিত সেই মনোমোহিনী এক্ষণে তাহাকে ঘৃণার চক্ষে অবলো-

কন করিতেছে। সেই ভালবাসার দিন চলিয়া গিয়াছে। আর আসিবে না। আজ উমাশশীর সহিত দেখা করিতেও মনোমোহিনী লজ্জাবোধ করিতেছে। মনুষ্যের সুখ দুঃখ চিরস্থায়ী নহে সমস্তই সময়সাপেক্ষ। সময়স্রষ্টা, সময়পাতা, সময়ই হন্তা; সমস্তই যদি সময়ের অধীন, তাহাহইলে লোকে সময়ের উপর সমস্ত দোষ অর্পণ করে কেন? সময় সুচতুর। তাহার ক্রিয়া কলাপ বুঝিতে পারে না বলিয়া লোকে সময়ের নিন্দা করিয়া থাকে।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষ হইতে চলিল। কলিকাতা সহরে শীত হইয়াছে। উমাশশীর শীতবস্ত্র নাই বলিলেও চলে। শীতে উমাশশীর শারীরিক ও মানসিক কষ্ট হইতেছে। রাজনগরগ্রামে রামনারায়ণ ঘোষ মহাশয় উমাশশীকে অতীব যত্নের সহিত প্রতিপালিত করিয়াছিলেন সে কখনও কোনও ঋতুতে কোনও প্রকার কষ্ট পায় নাই। আজ সেই উমাশশীর কষ্ট দেখিয়া রাজপথগামী পথিকেরও কষ্ট বোধ হয়। পরিবর্ত্তনশীল জগতে উমাশশীর এই ভাগ্য বিপর্য্যয় দেখিয়া বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই।

উমেশবাবু স্বর্ণলতাকে উমাশশীর নিকট যাইতে নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু সে তাহার নিকট না গিয়া থাকিতে পারে না। স্বর্ণলতা উমাশশীর কষ্ট দেখিয়া নিজের একখানি শীতবস্ত্র ও কয়েকখানি পরিধেয় বস্ত্র উমাশশীকে দিল। উমেশ বাবু পরে এবিষয় জানিতে পারিয়া স্বর্ণলতাকে ভর্ৎসনা করিলেন।

স্বর্ণলতা অনেক কষ্টে ও কৌশলে জামাইবাবুর নাম ধাম জানিল, জামাইবাবুর নাম ইন্দুভূষণ। উমাশশী ইহা শুনিয়া মর্ম্মাহতা হইল। তাহার ইচ্ছা হইল সে সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া ইন্দুভূষণের নিকট শরণাপন্না হইয়া তাহাকে মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিবে। লজ্জা

কুলাঙ্গনার ভূষণ ইহা উমাশশী জানিত; অভিমান কুলবালার আবরণ ইহাও সে জানিত; তথাপি উমাশশী লজ্জা ও অভিমান ত্যাগ করিয়া স্বর্ণলতাকে বলিল "স্বর্ণ তুইত আমাকে তোর বড় দিদির মত ভাল বাসিস্ আচ্ছা তুই আমাকে একটী দোয়াত কাগজ আর একটী কলম এনে দিতে পারিস" ?

"দিদি কাগজ কলম নিয়ে কি করবে ?

"স্বর্ণ আমায় আর লজ্জা দিস্ না। আমি লজ্জার মাথা খেয়েছি। স্বর্ণ আজ আমি লজ্জার মাথা খেয়ে তোদের ঐ জামাই বাবুকে একখানি পত্র লিখ্‌ব। স্বর্ণ, আমার মনে কত রকম পাগলামি হচ্ছে নয়? স্বর্ণ আমি তোর কাছথেকে কোনও কথাইত গোপন করি নাই। সবইত তোকে খুলে ব'লেছি। দেখিস স্বর্ণ, আমার কুলটা ভেবে ঘৃণা করিস্ না! দেখিস্ স্বর্ণ একথা যেন আর কেউ না জানতে পারে।"

স্বর্ণলতা বলিল "দিদি আমায় বেশী কথা বল্‌তে হ'বে না। আমি এখনি কাগজ কলম আন্‌ছি।"

উমাশশী ইন্দুভূষণকে এরূপ অবস্থায় পতিতা হইয়া আর কখনও ইতঃপূর্ব্বে পত্র লেখে নাই। কিভাবে সে পত্র লিখিবে ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল। এদিকে স্বর্ণলতা অবিলম্বে কাগজ কলম দোয়াত আনিয়া দিল। উমাশশী লিখিল——

পূজনীয়—

শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দাস মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু—

আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। তুমি ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নাই। তুমি মনোমোহিনীকে বিবাহ করিয়াছ বেস্

করিয়াছ। আমি কি তোমার নিকট কোনও দোষ করিয়াছি? আমি কলিকাতায় আছি। আমি উমেশবাবুর বন্দিনী। স্বর্ণলতাই কেবলমাত্র সময় সময় আমার নিকটে থাকে। উমেশবাবু আমাকে ইচ্ছামত কষ্ট দিতেছেন। আমি তাহার কি দোষ করিয়াছি জানি না। আমি তোমাকে দেখিয়াছি কোথায় দেখিয়াছি বলিব না; তুমি মনে করিয়া দেখ। আমি ভয়ে এই পত্র লিখিলাম। যদি তুমি আমাকে স্নেহ কর এবং যদি তুমি আমার উদ্ধার সাধন করিতে পার তাহা হইলেই আমার মুক্তি, নতুবা আমি জীবিত থাকিয়াও যেন মরিয়া আছি। আর বেশী কথা লিখিতে পারিলাম না। সময় নাই। হয়ত এখনি উমেশবাবু আমাকে তাড়না করিতে আসিবেন। আমি কেবল তোমাকে ভাবি। আর কোনও ভাবনা আমার নাই। আমার ইচ্ছা একবার তোমাকে দেখি, আর তোমার কাছে মনের কথা বলি। আর—আর—আর যদি তুমি পার আমাকে এ বিপদে রক্ষা কর। মনে রাখবে কি?

তোমারই চির দাসী——

শ্রীমতী উমাশশী দাসী।

পোষ্ট আফিসের ঠিকানা লিখিতে ভুল হওয়ায় ইন্দুভূষণ পত্র খানি নিয়মিত সময় অপেক্ষা বিলম্বে প্রাপ্ত হইলেন। পত্রখানি পাইয়া ইন্দুভূষণ ভাবিলেন "এটা কোনও দুষ্ট লোকের কায। উমাশশী মারা গিয়াছে।" তিনি পুনরায় ভাবিলেন "না উমাশশী বাঁচিয়া আছে। আমি যেন তাহাকে কোথাও দেখিয়াছি।" ইন্দু-ভূষণ আবার ভাবিলেন, না—"আমারই ভুল হইতেছে। আচ্ছা পত্র খানা আর একবার পড়িয়া দেখি।"

এই স্থির করিয়া তিনি উমাশশীর পত্রখানি পুনরায় পাঠ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন "আমার ভ্রম হইতেছে। আমি উমেশবাবুর বাটীতে তাহাকে দেখিয়াছিলাম মনে হইতেছে, কিন্তু উহা যথার্থ নহে। কারণ সংসারে এমন অনেক লোক আছে যাহাদের আকৃতি দেখিলে মনে হয় তাহারা আমাদের চিরপরিচিত, কিন্তু সে ধারণা ভুল।"

ইন্দুভূষণের মনে নানাপ্রকার সন্দেহ হইতে লাগিল। উমাশশীর বিষয় বাল্যকালে একজন গ্রহাচার্য্য তাহাকে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন। এক্ষণে ইন্দুভূষণের মনে সেইসকল বিষয় উপস্থিত হইল। তিনি অবশেষে স্থির করিলেন "বোধ হয় উমাশশী জীবিতা আছে। আমি বোধ হয় মনোমোহিনীর নিকট তাহাকে দেখিয়াছি।"

এই স্থির করিয়া ইন্দুভূষণ কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তিনি গিয়া প্রথমেই উমেশবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে সহসা বিনা আহ্বানে কলিকাতায় আসিতে দেখিয়া উমেশবাবু কিছু বিস্মিত হইলেন। ইন্দুভূষণ ইহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "আমাদের এখন ছুটি আছে। পরীক্ষা দিয়া বাটীতে বসিয়াছিলাম। কয়েকটা জিনিষ কলিকাতা হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতে হইবে এই জন্য এই সময়ে আসিয়াছি।"

উমেশবাবু বলিলেন "বেশ করেছ বাবা, আমি তোমাকে আনাব মনে করেছিলাম। যা'হোক তুমি এসেছ ভাল হয়েছে। দু' চারদিন থাক। জিনিষগুলো আমি কিনে আমি পাঠিয়ে দেব।"

ইন্দুভূষণ আর কোনও কথা কহিলেন না। উমেশবাবুর প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। তাঁহার বাটীতেই অবস্থিতি করিতেলাগিলেন। উমেশবাবুর বাটীতে থাকিয়া ইন্দুভূষণ নানাস্থানে উমাশশীর

অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। মনোমোহিনী ইন্দুভূষণের অভিপ্রায় ক্রমে ক্রমে অবগতা হইয়া মর্ম্মাহতা হইল। কিন্তু সে স্থির করিল "ইন্দুভূষণের মন অন্যদিকে আকৃষ্ট করিয়া তাহাকে উমা শশীর কথা ভুলাইয়া দিতে হইবে।"

এই আশা করিয়া মনোমোহিনী নানা উপায়ে ইন্দুভূষণের মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ইন্দুভূষণও মনোমোহিনীর মায়া জালে পতিত হইয়া পাশবদ্ধ শার্দ্দুলের ন্যায় হীনবল হইয়া ক্রমে ক্রমে আপন মানসিক বল ও তেজ হারাইতে লাগিলেন।

এতদ্ব্যতীত তিনি আর একটী নূতন কীর্ত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার জীবনে এক নূতন ঘটনা সংঘটিত হইল তিনি এক অভিনব প্রণয় শরেবিদ্ধ হইলেন। গৃহিনী হেমাঙ্গিনীর এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নবকুমারের কন্যা শ্রীমতী দুর্গাদাসী এক্ষণে হেমাঙ্গিনীর নিকটই অবস্থিতি করিতেছেন। দুর্গাদাসী শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা হইয়াছিল। শৈশব অবস্থায় তাহার বিবাহ হইয়াছিল তাহার স্বামী প্রায় ১০।১২ বৎসর নিরুদ্দিষ্ট আছেন।

দুর্গাদাসী মধ্যে মধ্যে জামাই বাবুর সহিত হাস্য রহস্যাদি করিতে লাগিল এবং জামাইবাবুও উপযুক্ত ঠাকুরঝি পাইয়া তাহার সহিত কৌতুক করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল।

ইন্দুভূষণ যখন অন্তঃপুরে আসিতেন দুর্গাদাসী তখন তাহার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করিত কিন্তু তাহারসন্মুখবর্ত্তিনী হইতে সাহস করিত না। ইন্দুভুষণ যখন মনোমোহিনীর সহিত কথা কহিতেন দুর্গাদাসী তখন অন্তরাল হইতে সেইকথা নিবিষ্ট মনে শ্রবণ

করিত। দুর্গাদাসীর সন্তান সন্ততি হয় নাই সুতরাং যখন ইন্দুভূষ-ণের সহিত তাহার বাক্যালাপ করিতে ইচ্ছা হইত তখন সে "ছেলে মেয়ের অভাবে ঝিকে মধ্যস্থ করিয়া কথা কহিত। ঝি যখন কার্য্যান্তরে গমন করিত তখন সে নিকটস্থ কোনও কাষ্ঠ খণ্ডকে বা কোন ও তৈজসপত্রকে কিম্বা দেওয়ালের কোনও অংশকে লক্ষ্য করিয়া কথা কহিত। ক্রমে সে অবগুণ্ঠনের বস্ত্রাংশকে মধ্যস্থ করিয়া ইন্দু-ভূষণের সহিত কথা কহিতে লাগিল। ক্রমশঃ উহাও বিদূরিত হইল। এক্ষণে সে অস্বচ্ছ দ্রব্যকে মধ্যস্থতার পদ হইতে অপসারিত করিতে অভিলাষ করিয়া স্বচ্ছ বায়ুরাশিকে সেই পদে অভিষিক্ত করিল। তাহার উচ্চাভিলাষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল সে বায়ুরাশিকে ও পদচ্যুত করিয়া ইন্দুভূষণের সহিত একাসনে বসিয়া তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে আরম্ভ করিল। লজ্জা তাহার মন হইতে কোথায় চলিয়া গেল বলিতে পারিল না। ভয় অনেক দিন অবধি "যাই যাই" বলিয়া অকারণ দুর্গাদাসীর নিকট হইতে অধিকতর আদর পাইবার আশা করিতেছিল কিন্তু তাহার সে আদর থাকিল-না। সে অলক্ষিত ভাবে চির বিদায় হইয়া গেল। ঘৃণা দেবী দুর্গাদাসীর মনোক্ষেত্রে বাস করিয়া অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে কুৎসিৎ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে বাধ্য হইলেন। দুর্গাদাসী তাহার অভিনব নামকরণ করিলেন। ঘৃণার নাম দুর্গাদাসী রাখিল "কৃপাময়ী" তিনি দুর্গাদাসীর মনোক্ষেত্রে এক্ষণে সর্ব্বসময় বাস করেন না যখন মনোমোহিনী বা অপর কেহ ইন্দুভূষণের নিকটে থাকে তখনই তিনি দুর্গাদাসীর হৃদয় ক্ষেত্রে অবস্থিতি করেন। সুনিপুণ তস্কর যেমন নিবিড় তমসাচ্ছন্না অমানিশাকে সঙ্গিনী করিয়া, নিশীথ সময়ের নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া নিঃশব্দপদ-সঞ্চারে সুসুপ্ত গৃহস্থের মণিমানিক্য-

পরিপূর্ণ সুসজ্জিত হর্ম্ম্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার কষ্টলব্ধ চির-সঞ্চিত যত্নরক্ষিত বহুমূল্য ধন রত্নাদি একে একে অপহরণ করিয়া লয়, তদ্রূপ দুর্গাদাসীর ভালবাসা-দস্যু দুঃসময় রূপ রজনীকে সহচরী করিয়া, উমাশশী-মনোমোহিনীর প্রেমরূপ রত্নদ্বারা সুসজ্জিত ইন্দুভূষণের হৃদয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশলাভ করিয়া তাহার মনো প্রসাদের সুবৃত্তি নিচয় একে একে অপহরণ করিল। ইন্দুভূষণ উমাশশীর কথা বিস্মৃত হইলেন। মনোমোহিনী তাহার ভালবাসা হারাইতে লাগিল। দুর্গাদাসীই এক্ষণে ইন্দুভূষণের হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অংশ অধিকৃত করিল। ইন্দুভূষণ ক্রমে ক্রমে মনের স্বাভাবিক দৃঢ়তা হারাইতে লাগিলেন। দিন দিন ইন্দুভূষণ আত্মসম্মানবিস্মৃত হইতে লাগিলেন।

দুর্গাদাসীর প্রতি ইন্দুভূষণের অনুরাগ যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল মনোমোহিনীর ভাবনা ততই অধিক হইতে লাগিল। সন্দেহরূপ কুজ্ঝটিকা তাহার মনোসুখরূপ তপনকে সমাচ্ছন্ন করিল। মনোমোহিনী দুঃখিনী। মুখ ফুটিয়া দুঃখের কথা সে কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারেনা। উমাশশী আর এখানে নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তাহাকে স্থানান্তরিতা করা হইয়াছে। গৃহিনী হেমাঙ্গিনী মনোমোহিনীকে বিষ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। দুর্গাদাসী মনোমোহিনীকে ঘৃণা করিয়া থাকে। মনোমোহিনী তাহার সুখের পথে কণ্টক। তাহা-হইলে কি হইবে ? স্বভাবতঃ-বিকলাঙ্গ ব্যক্তি যেমন সহিষ্ণুতারসহিত নিজ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে সেইরূপ দুর্গাদাসী মনোমোহিনী রূপ এই অনিবার্য্য কণ্টককে আপন সুখের পথে যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছে।

•

চৈত্রমাস। বেলা প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়াছে উমেশবাবু আহারান্তে বহির্বাটীতে বিশ্রাম করিতেছেন গৃহিনী স্বকক্ষে নিদ্রা

যাইতেছেন মনোমোহিনী ক্ষুন্নমনে চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া স্বর্ণলতার কক্ষে আছে। ইন্দুভূষণ মনোমোহিনীর কক্ষে পর্য্যঙ্কের উপর শয়ন করিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছেন নিবিষ্ট মনে পাঠ করিতে করিতে তিনি নিদ্রিত হইলেন। এদিকে উমেশবাবু ক্ষণেক পরে কার্য্যোপলক্ষে বাগ্বাজারে গমন করিলেন। ঝি নিজবাটী গমন করিয়াছে। এই সময়ে দুর্গাদাসীর সুযোগ পাইয়া ইন্দুভূষণের কক্ষে প্রবেশ করিল। দুর্গাদাসী ইন্দুভূষণের হস্ত হইতে অলক্ষিত ভাবে পুস্তকখানি সরাইয়া লইল। ইহাতে ইন্দুভূষণের নিদ্রাভঙ্গ হইল না দেখিয়া দুর্গাদাসী তাহার চুল ধরিয়া টানিল। ইন্দুভূষণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন,কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি কিছু বিস্মিত হইলেন। এই সময়ে দুর্গাদাসী হাসিতে হাসিতে পর্য্যঙ্কের নিম্নদেশ হইতে বহির্গতা হইয়া তাহার গণ্ডদেশে এক কপট কোপ প্রকাশক মৃদু চপেটা ঘাত করিল। ইন্দুভূষণও দুর্গাদাসীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "কি—এত টানাটানি কেন?"

চতুরা দুর্গাদাসী উত্তরদিল টানাটানি না হ'লে কি সংসারে কায চলে? দেখি টানাটানি করে যতদিন তোমায় ধরে রাখ্‌তে পারি ততদিনই সুখ। এই বলিয়া দুর্গাদাসী ইন্দুভূষণের হস্তে তাহার পুস্তকখানি প্রত্যর্পণ করিয়া পুনরায় বলিল "কি বই পড়্‌ছিলে? স্বর্ণলতা? আমি মনে করেছিলাম বিষবৃক্ষ"?

"স্বর্ণলতা বুঝি তোমার ভাল লাগে না"?

"আমার ভাললাগা না লাগায় তো আর তোমার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। স্বর্ণলতা বয়সে ছোট বলে তার উপরই ভালবাসাটা পড়্‌ল বুঝি? বিষবৃক্ষ পড়া হয়েছে কি?

"বিষবৃক্ষে তোমার মন মজেছে বুঝি ?"

বিষ তোমাকে ভাললাগে, নয় ?

"ইন্দু—আমি কি বিষ চাই। আমি চাই তোমার প্রেম সুধা। বিষনিয়ে আমি কি করব ? এখনও ত মরবার বয়স হয় নাই। বিষবৃক্ষ জিনিসটা ভাল বটে কিন্তু বইটার নাম বিষবৃক্ষ না দিলেই ভাল হ'ত। শেষে একটু বিষদিয়ে নাম দিলেন বিষবৃক্ষ। বোধহয় বঙ্কিমবাবু মনে করে ছিলেন এক ভাঁড় দুধে একটু গোমুত দিলে যেমন সবই আলাদা জিনিষ হয় তেমনি এ বইটার নাম "বিষবৃক্ষ" হ'ল। আঃ কি আমার গ্রন্থকার! সংসারে বুঝি এই রকমই হয় ?"

"তুমি ভাবছ কি ?"

"দেখ ইন্দু আমি যেন একটা মমের তাল। আমি কত কষ্ট পাচ্ছি জান ত ? কিন্তু যদি আমি তোমার একটু ভালবাসা পাই তা হ'লে সেই আগুনের তাপেই গলে যাই। আমি সব কষ্ট ভুলে যাই।

"অত বাড়াবাড়ি কেন ? তোমাদের অনুগ্রহ থাক্‌লেই আমার মঙ্গল।"

"ও সব কথায় কাজ নাই। আচ্ছা বঙ্কিম বাবু যদি বইটার নাম "অমৃত বৃক্ষ" দিতেন তা'হলে বড় ভাল হ'ত, নয় ?"

"আচ্ছা তাই না হয় হল। তুমি পাগলের মত অত বক কেন ?

"আমার মন যায় তাই বকি। তোমাকে দেখলে আমি চুপ করে থাকতে পারি না। ইন্দু আমি 'বিষবৃক্ষ' বড় ভালবাসি। আমি কুন্দনন্দিনী হব। আর তুমি——"

"আচ্ছা বল্‌তে হবে না। না হয় একটা সত্যি সত্যি নগেন্দ্র-নাথ এনে দেব ?

"দুর্গা, তোমায় একটা কথা বলে রাগাব ?"

'রাগাও না---এখন ত রাগাবারাই সময় পড়েছে।'

দুর্গা, তুমি কুন্দ হ'য়ে বিষ খেয়ে মরবে নাকি ?

তুমি বলত তাও পারি। তুমি যাই বল আমি রাগছি না।

'আচ্ছা তোমায় আর একটা কথা বলব। দেখ সীতারাম পড়েছ ত ? তুমি সীতারামের শ্রী হবে ?

"তুমি বল ত তাও হ'তে পারি।"

"তবে তুমি আমার মনোমোহিনীকে দিয়ে চলে যাওনা। আমি তোমায় ভালবাস্‌ব। তুমি চলে গেলেও আমি তোমায় মনে রাখ্‌ব। কেমন পারবে ত ?"

'ইন্দু তা বোধ হয় পারব না।'

কেন পারবে না ! তবে তুমি নিঃস্বার্থ ভালবাসা জান না। আমি যা [illegible] বুঝতে পারছ ত ? আমি তোমায় মনে মনে ভাল বাসব। তুমি চলে যাও।"

"না ইন্দু তুমি যাই বল এটা আমি পারব না। তোমার কাছ-থেকে স'রে যেতে হ'লে—আমার, বেঁচে থাকতে, যাওয়া হবে না। আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না। এতে যদি তুমি রাগ কর তবে আমার হাত নাই।"

"আচ্ছা তুমি রাজকৃষ্ণ বাবুর হিরণ্ময়ী কিরণ্ময়ী পড়েছ ত ? তুমি কিরণ্ময়ী হয়ে মনোমোহিনীর হাতে আমায় দিয়ে কাশীবাস কর না। দেখ তোমার বিবাহ হয়েছিল। তোমার স্বামীকে তুমি ভাল করে দেখ নাই, নয় ? আমার সঙ্গে তুমি এমন করে কথা কও কেন ? এতে যে তোমার পাপ হচ্ছে। যদি তুমি আমায় ভালবাস তা'হলে আমার কথা শুনে কাশীবাস কর দেখি।

দুর্গাদাসী ক্রুদ্ধা হইয়া উত্তর দিল "তুমি বড় অরসিক লোক। তোমার মত লোকের কাছে বসে দুদণ্ড ভাল করে কথা ক'বার যো নাই। তুমি কেমনতর পুরুষ ?"

'আমি ত ভাল পুরুষ নই। আমার চেহারাও ভল নয়। আমার কি দেখে ভুলে যাও ? আমার কি আছে ?'

"আমি এক কথা বললাম আর উনি আর একটা উত্তর দিলেন। বলি—তুমি আমায় পূর্ব্বের কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে আমার মনে দুঃখ দিচ্ছ কেন ? এতে যে মানুষের মনে রাগ হয় !

"দুর্গা, তবে কেন বল্‌লে তোমার কথায় রাগ করব না।"

"তুমি যে এমন অন্যায় কথা অরসিকের মত বল্‌বে তা ত ভাবি নাই।"

আচ্ছা দুর্গা তুমি আজ থেকে আর আমায় ভাল বাস্‌বে না ?

"ইন্দু ওকথা বলে আমার মনে বেদনা দিও না। আমি যতদিন বাচ্‌ব তোমার জন্যই সংসারে থাক্‌ব।"

এই সময়ে গৃহিণী হেমাঙ্গিনী জাগ্রতা হইয়াছেন। তিনি অন্তরালে থাকিয়া ইন্দুভূষণ ও দুর্গাদাসীর কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। ইন্দুভূষণ ও দুর্গাদাসী ইহা বুঝিতে পারিলেন কিন্তু তাহারা যেন ইহাতে লজ্জা বোধ করিলেন না।

এ দিকে সন্দিগ্ধচিত্তা মনোমোহিনী এক উপযুক্ত স্থানে অব-স্থিতি করিয়া অন্তরাল হইতে তাহাদিগের প্রেমালাপ শ্রবণ করিয়া কাতরা হইল। সে অল্পক্ষণ মধ্যেই তথায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পতিতা হইল।

ভাগ্যক্রমে উমেশ বাবু এই সময় বাগবাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই স্থানদিয়াই গৃহিণীর কক্ষের নিকট যাইতেছিলেন। তিনি

মনোমোহিনীকে এই অবস্থাপন্না দেখিয়া তাহার মুখে জল দিতে আরম্ভ করিলেন এবং গৃহিণী দুর্গাদাসী ঝি প্রভৃতিকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু কাহারও শব্দ পাইলেন না। অবশেষে স্বর্ণলতা তাহার নিকটে আসিয়া মনোমোহিনীকে ব্যজন করিতে লাগিল।

এদিকে দুর্গাদাসী অন্য পথদিয়া ঘুরিয়া আসিয়া উমেশ বাবুর নিকট উপনীতা হইল। ক্রমে মনোমোহিনী সংজ্ঞা লাভ করিল সে দুর্গাদাসীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। মনোমোহিনীর মনে যাহা হইতেছিল তাহার চক্ষু একে একে তাহা যেন প্রকাশ করিয়া দুর্গা-দাসীকে বলিয়া দিল। ইন্দুভূষণ তাহার দৃষ্টির দীনতা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। দুর্গাদাসী সমস্তই বুঝিতে পারিল। সে মুখে কোনও কথার উচ্চারণ করিল না,কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মনোমোহিনীর মুখাবলোকন করিতে লাগিল। তাহার চক্ষু দেখিলে :বোধ হয়, সে যেন ইঙ্গিতে মনোমোহিনীকে বলিতেছে "মনোমোহিনি, একথা আর কারো কাছে ব্যক্ত করিস্ না। যদি করিস্ তোর দণ্ড হ'বে। আমি কে জানিস্ ত ?"

মনোমোহিনী দুঃখিতা ও ক্রুদ্ধা হইল। সে আর দুর্গাদাসীকে পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তি করে না, বরং যাহাতে দুর্গাদাসী তাহাদের বাটী হইতে অবিলম্বে প্রস্থান করে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে লাগিল এবং নানা উপায়ে উমেশবাবুকে প্রকৃত বিষয় অবগত করিতে যত্নবতী হইল। মনোমোহিনী গৃহিণী ও দুর্গাদাসীকে বিরক্তির নেত্রে অবলোকন করিয়া থাকে। তাহারাও ভীতা হইলেন। কিন্তু মনোমোহিনী দুঃখের কথা উত্তমরূপে প্রকাশ করিতে পারিল না।

এদিকে গৃহিণী ও দুর্গাদাসী প্রত্যহই মনোমোহিনীর অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত নব নব উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ

রজনী সমাগমে গৃহিণী হেমাঙ্গিনী উমেশবাবুকে নির্জ্জনে পাইয়া নানাবিধ আব্দার ব্যঞ্জকস্বরে তাহার সহিত কথা কহিয়া তাহাকে মনোমত করিয়া লইলেন। উমেশবাবু ক্রমে ক্রমে হেমাঙ্গিনীর "বশীকৃত ভূত" হইলেন। প্রতিদিন হেমাঙ্গিনী উমেশচন্দ্রকে মনোমোহিনী-বিদ্বেষ-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

একদিন রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় গৃহিণী উমেশবাবুকে বলিলেন "দেখ যদি কিছু না বল তাহ'লে একটা কথা তোমাকে বলি"।

উমেশবাবু বলিলেন "সে কি কথা ? আমি তোমাকে কি কোনও কথা বল্‌তে পারি ? সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!! তোমার যা ইচ্ছা হয় বল্‌তে পার।"

হেমাঙ্গিনী উমেশবাবুর নিকট অভয় পাইয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন ' দেখ মনোমোহিনী আর আমাদের দেখ্‌তে পারে না। বে' হ'য়ে সে কেমন একরকম হ'য়ে গে'ছে।" আর তুমিত জানই এবয়েসের মেয়ে একবার স্বামীর সোহাগ পেলে মা বাপকে ভুলে যায়। সে দিন রাত ইন্দুভূষণের কাছে ব'সে থাকে। কোনও কথা বল্‌লে শোনে না। যদি তাকে ডাকি তাহ'লে সে আমাকে যা না তাই বলে গা'ল দেয়।" এই বলিয়া গৃহিণী অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সমস্ত সংসার যদি অতল সাগর জলে নিমগ্ন হয়, সমস্ত দেশ যদি উৎসন্ন হইয়া যায়, আত্মীয় স্বজন সকলেই যদি একে একে কৃতান্ত কবলে পতিত হয়, সন্তান সন্ততি যদি অতল জলধি-তলে নিক্ষিপ্ত হয়, স্বয়ং যদি দুর্ব্বিসহা দৈহিক যন্ত্রণা পান উমেশবাবু তাহাও অনায়াসে সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু গৃহিণীর নেত্রে এক-বিন্দু অশ্রু পতিত হওয়া দেখিলে উমেশবাবু "মণিহারা ফণি" অথবা

চৈতন্যবিহীন মনুষ্যপদবাচ্য কিম্ভূত কিমাকার জড় পদার্থে পরিণত হয়েন। সুতরাং গৃহিণীর ক্রন্দনে তিনি মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন "কি তুমি কান্দ্‌ছ কেন ? কি হয়েছে ?"

এই বলিয়া স্বয়ং উমেশবাবু পরিধেয় বস্ত্রদ্বারা (কাহার বস্ত্র রজনীর অন্ধকারে স্থির করিতে পারা গেল না) তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন "তোমায় কান্দায় এমন লোক কে আছে?"

হেমাঙ্গিনী "আধ আধ" স্বরে আব্দারসূচক বাক্যে বলিলেন "আছে বৈ কি, মনোমোহিনী। সে আমায় বলে তুই সৎমা বৈ ত নয়। তুই আমার ভাল দেখ্‌তে পার্‌বি কেন? আমি স্বামীর সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করি, তা'তে তোর হিংসা হয়। ছি! ছি!! ছি!!! লজ্জার কথা! ঘৃণার কথা!! মনোমোহিনী আমার কন্যাতুল্য, আমি তাকে স্বামীর সঙ্গে আমোদ কর্‌তে দেখে হিংসা করব ?

উমেশ বাবু গৃহিণীর কথা শুনিয়া বিরক্তি সহকারে বলিলেন "ছি—মেয়েটার এতদূর দুর্গতি হয়েছে। যা হোক শীগ্‌গির তা'কে শ্বশুর বাটী পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

এইরূপে নানা কথা প্রসঙ্গে রাত্রির শেষ হইল। যেমন রজনী প্রভাতা হইল অমনি উমেশ বাবু শয্যা হইতে উঠিয়া স্বর্ণলতাকে ডাকিয়া বলিলেন "মনোমোহিনীকে ডেকে আন।

স্বর্ণলতা বলিল "দিদি এখনও উঠে নাই।"

উঠুক আর নাই উঠুক আমি বল্‌ছি তুই তাকে ডেকে আন্।

স্বর্ণলতা ধীরে ধীরে মনোমোহিনীর ঘরের দ্বারের নিকট গিয়া ডাকিল "জামাই বাবু জামাই বাবু—দিদিকে উঠিয়ে দিন, বাবা ডাক্‌ছেন।"

ইন্দুভূষণ নিদ্রিত। মনোমোহিনী স্বয়ং জাগ্রতা হইয়া উত্তর দিল "কেন ডাকছেন?"

আমি জানি না। তবে তিনি খুব রাগ করেছেন, বোধ হ'ল।

মনোমোহিনী ধীরে ধীরে পিতৃ সকাশে উপনীতা হইয়া বলিল "বাবা, কি বল্‌ছিলেন?"

উমেশ বাবু মনোমোহিনীকে ইচ্ছামত তিরস্কৃতা করিলেন। শয্যা হইতে উঠিয়াই পিতার নিকট হইতে তিরস্কার বচন শ্রবণ করিয়া মনোমোহিনী দুঃখিতা হইল। সে মনে মনে আপন অদৃষ্টের দোষ দিতে লাগিল। স্বর্ণলতার সরল মন বুঝিল "দিদি হয় ত আমার মুখ দেখে উঠে দুঃখ পাচ্ছে।"

অগ্নিপরিবেষ্টিত গৃহ যেমন ক্ষণেকের মধ্যে বিকৃতি প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ মনোমোহিনীর মুখ কান্তি বিনা দোষে পিতার নিকট হইতে তিরস্কার বচন শ্রবণ করিয়া অল্প ক্ষণের মধ্যেই ম্লান হইয়া গেল। তাহার হৃদয় ব্যথিত হইল। সে বুঝিল এ সকল তাহার গৃহিণী মাতার কীর্ত্তি। গৃহিণী মনে মনে বিশেষরূপে তুষ্টা হইলেন কিন্তু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া উমেশ বাবুকে বলিলেন "তোমার কিছু বিবেচনা নাই। আহা নিজের মেয়েকে অমনি করে বকে! আহা! বাছা আমার কেন্দে আকুল হয়েছে।"

উমেশ বাবু আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন এই সময়ে গৃহিণী তাঁহার হাত ধরিয়া তথা হইতে তাহাকে অন্যত্র লইয়া গিয়া বলিলেন "আঃ কি বক্‌লে আর কি? ঐ কি বকা হ'ল! এমন করেত ছেলে পিলেকে সবাই বকে থাকে। ওকে দুটো গাল দিলে না দেখ এখন ও চুপ করে আছে। তুমি যেমন বাইরের বাটীতে যা'বে অমনি সে আমার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌বে। কিন্তু

তোমার জামাই বাবুটী বেশ ভদ্রলোক। সর্ব্বদাই তিনি মনো-মোহিনীকে বলেন মাকে কিছু বল না। আহা জামাইটীর কথা শুন্‌লে কাণ জুরিয়ে যায়। তোমার বড় ভাগ্যি তাই তুমি এমন জামাই পেয়েছ। কিন্তু মিলন ভাল হয় নাই। জামাইটী যেমন ভদ্র, মেয়েটী তেমনি দুষ্ট।

দিবাভাগ অতিবাহিত হইল। রজনী সমাগতা হইল। রাত্রিতে মনোমোহিনী ইন্দুভূষণকে বলিল "আমার দশা দেখে তোমার দয়া হয় না? তুমি আগে আমায় কত ভাল বাস্‌তে। আমি এখন তোমার এমন কি দোষ করেছি যে তুমি আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কওনা? দেখ তুমি যখন এখানে না থাক তখন আমার মনে হয় যেন বাড়ীতে কোনও লোকই নাই, সবই যেন ফাঁকা ফাঁকা। এই বিছানায় তুমি না থাকলে আমি যখন শুই তখন মনে হয় যেন আমি কারাগারে আছি। তুমি যদি আমার সঙ্গে কথা না কও তাহ'লে আমার মনে হয় আমি কি জন্য সংসারে থাক্‌ব। আমি জলে ডুবে মরি। কিন্তু পারি না। কেন পারি না জান? তোমায় দেখ্‌তে পাবনা ভেবে। তুমি আমার সঙ্গে কথা না ক'য়ে থাক্‌তে পার, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে না কথা ক'য়ে থাক্‌তে পারি না। দেখ উদ্যানে যদি সরোবর না থাকে তাহ'লে সে উদ্যানের শোভা হয় না। যদি সরোবর থাকে আর সেই সরোবরে জল না থাকে তাহ'লে সে সরোবরেরও শোভা হয় না সে উদ্যানেরও শোভা হয় না। যদি সেই সরোবরে জল থাকে কিন্তু সেই জলে যদি পদ্ম ফুল না থাকে তাহ'লে সে জলের শোভা থাকে না সে সরোবরেরও শোভা হয় না। আবার দেখ যদি এ সকল থাকে কিন্তু যদি সেই পদ্ম ফুলে কোনও ভ্রমর না যায়

তাহ'লে সে পদ্মের শোভা কিছুই নয়। আরও দেখ ভ্রমরও যদি থাকে কিন্তু সে ভ্রমর যদি মধুর গুঞ্জন না করে তাহ'লে সে পদ্ম কি ভ্রমর কাহারও শোভা থাকে না। আরও দেখ সেই গুঞ্জন যদি হয় কিন্তু যদি গুঞ্জন হৃদয়াকর্ষক না হয় তা'হলে সে ভ্রমরের গুঞ্জনেরও শোভা হয় না, সে ভ্রমরেও শোভা হয় না সে পদ্ম কি সরোবর কি উদ্যান কাহারও শোভা হয় না। তাই বলি আমার দেহ উদ্যানে তোমার আকৃতিই এক মাত্র সরোবর—তোমার প্রতি ভালবাসাই আমার সেই সরোবরের পদ্ম ফুল—আর তুমি সেই পদ্মের মধুপায়ী একমাত্র ভ্রমর। তোমার সুমধুর বাণিই সেই ভ্রমরের গুঞ্জন। দেখ এক গুঞ্জনের অভাবে যেমন সমস্ত সরোবর ও উদ্যানের শোভা নষ্ট হয় তেমনি তুমি কথা না কইলে আমার দেহ মন এ সকলের সকল শোভাই নষ্ট হয়ে যায়। দেখ তুমি যা'র প্রেমে পড়েছ সে দ্বিচারিণী—সে কুলটা—সে স্বামীকে ভাল বাস্‌তে জানে না। আর এক কথা আমার কষ্ট তুমি দেখেও কি দেখ্‌তে পাও না? আমার ঐ গিন্নিমা'ই ত সকল কষ্টের মূল। তুমি কেন আমায় অশ্রদ্ধা কর—কেন আমায় ভাল বাস না। আমি তোমার কি দোষ করেছি?

মনোমোহিনীর কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দুভূষণের জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হইতে লাগিল।

এক্ষণে ইন্দুভূষণ যেন হেমাঙ্গিনী ও দুর্গাদাসীর অভিপ্রায় অবগত হইলেন। যেন তিনি এতদিন অনেক অপরাধের কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। আজ যেন তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—মনোমোহিনি, আমায় ক্ষমা কর।"

মনোমোহিনী বলিল, "এ কি—এ অসঙ্গত কথা কেন ? আমি যে তোমার দাসী। তুমি যদি আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কও তা'হলেই আমি সব ভুলে যাই।"

"মনোমোহিনী একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব ? রাগ কর্‌বে না ত ?"

"আমি কি তোমার কথায় রাগ কর্‌তে পারি ? তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই বল। আমার মনে হাজার কষ্ট হলেও আমি তা'তে রাগ কর্‌ব না।"

"কি—কি বল। কি বল্‌ছিলে বল—আমি ত রাগ কর্‌ব না।"

"আচ্ছা তবে বলি—তোমার কাছে সেদিন যে একটী মেয়ে মানুষ বসেছিল সেটী কে ?"

"কোন্ দিন ?"

"তোমার বিবাহের ১০।১২ দিন পরে তোমার ঘরের ভিতর বসেছিল। তুমি স্বর্ণলতা আর সে এই তিন জন বসে ছিলে, নয় ? মনে হয় না কি ? আচ্ছা যদি মনে না হয়, মনে পড়িয়ে দি—যে দিন উমেশ বাবু পড়িয়া যান—সেই দিন। মনোমোহিনী হৃদয়ে এইবার যেন শক্তিশেল বিদ্ধ হইল। তাহার বাকশক্তি যেন বিলুপ্ত হইল। এতক্ষণ সে আনন্দ সাগরে ভাসিতেছিল এক্ষণে সে দুঃখ রূপ জলধির তরঙ্গমালাপূর্ণ স্থানে নীতা হইল। মনোমোহনী দুঃখিনী। সে কোনও কথা কহিতে পারিল না। সে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

উপায়

উমেশ বাবু মনোমোহিনীকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতেছেন। মনোমোহিনী যেন তাঁহার চক্ষু শূল হইয়াছে। মনোমোহিনীর জননী পরলোক-গতা। তাহার বিমাতা হেমাঙ্গিনী ঈর্ষাকষায়িত লোচনে সর্ব্বদাই তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। তাহার স্বামী দুর্গাদাসীর প্রণয়ে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্ববৎ তাহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন না। এতদ্ব্যতীত ইন্দুভূষণ প্রায়ই উমাশশীর নাম করিয়া থাকেন এবং তাহারই চিন্তা করিয়া থাকেন। স্বর্ণলতার নিকট মনোমোহিনী ভয়ে কোনও কথা প্রকাশ করিতে পায় না। সে নিজ দুঃখ নিজের মনোমধ্যেই রাখিয়া দেয়, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটী দীর্ঘ নিশ্বাস তাহার অন্তঃকরণ হইতে দুঃখবার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া বহিস্থ বায়ু রাশির নিকট তাহা প্রচার করিয়া থাকে।

দীননাথ বাবু ইন্দুভূষণের কলিকাতায় দীর্ঘকাল অবস্থিতির বিষয় অবগত হইতে না পারিয়া উমেশ বাবুকে এক খানি পত্র লিখিলেন এবং সত্বর ইন্দুভূষণকে তাঁহার নিকট পাঠাইবার জন্য উমেশ বাবুকে অনুরোধ করিলেন। পত্র খানি উমেশ বাবুর হাতে পতিত হইল না। ভাগ্যক্রমে, (সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বলিতে পারি না) উহা গৃহিণী হেমাঙ্গিনীর হস্তে পতিত হইল। লিপি খানি— অসূর্য্যম্পশ্যা কুলকামিনীর ন্যায় গৃহিণী হেমাঙ্গিনীর পেটক মধ্যেই রক্ষিত হইল। উমেশ বাবু বা ইন্দুভূষণ ইহার কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলেন না। গৃহিণী হেমাঙ্গিনী মনের ক্ষোভ মনেই রাখিলেন। কেবল অন্য বিষয়ের ছলনা করিয়া উমেশ বাবুর নিকট দীননাথ বাবুর অনেক নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। পর-বুদ্ধিচালিত উমেশচন্দ্র হেমাঙ্গিনীর উক্তিরই সমর্থন করিতে লাগি-লেন। ইন্দুভূষণ পূর্ব্ববৎ ইচ্ছামত আমোদ করিতে লাগিলেন।

বৈশাখ মাস। বেলা প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে। উমেশ বাবু অদ্য স্থানান্তরে কার্য্যোপলক্ষে গমন করিয়াছেন। অদ্য দুর্গাদাসীর হৃদয়ে যেন আনন্দ ধরে না। ইন্দুভূষণ আহার করি-তেছেন। দুর্গাদাসী এক খানি তালবৃন্ত হস্তে লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে। সে এক একটী হাসির কথা বলিতেছে, সেও হাসিতেছে ইন্দুভূষণও হাসিতেছেন। কখনও কখনও বা ইন্দুভূষণের হাতের গ্রাস হাতেই থাকিতেছে। তৎপরে দুর্গাদাসী তাহার হস্ত ধরিয়া তাহার মুখের নিকট লইয়া গিয়া কত আমোদ করিতেছে। মনোমোহিনী এই সকল ব্যাপার স্বচক্ষে অবলোকন করিয়া মর্ম্মাহতা রহিল।

মনোমোহিনী ইন্দুভূষণের ভগিনীকে এক খানি পত্র নিম্নলিখিত মর্ম্মে লিখিল :—

ঠাকুর ঝি :—

আমি এখানে বড় কষ্ট পাইতেছি। স্বামী থাকিতে স্বামী সুখভোগ করিতে পাই না। ঘরের কথা প্রকাশ করিতে নাই জানি। কিন্তু ঠাকুর ঝি, কতক প্রকাশ না করিলে মনে শান্তি পাই না। আমার বিমাতা আছেন বোধ হয় তুমি জান। তাঁহার এক সাধের ভাইঝি আমাদের বাসায় আছেন। তাহার নাম দুর্গাদাসী। তাহার স্বামী আছেন শুনিয়াছি কিন্তু তিনি স্বামীর কোনও সংবাদ রাখেন না। তিনি সম্পর্কে (সই এর মা'য়ের ঝি'র বকুল ফুলের পিস্‌তুতো বোনের মত সম্পর্কে) আমার ভগিনী হয়েন। সেই সম্পর্ক ধরিয়া তিনি আমার স্বামীর সহিত রসালাপ করিয়া থাকেন। আমি আমার স্বামীর নিকট বসিয়া থাকিলে তিনি বিমর্ষা হয়েন। আমি আমার স্বামীর সঙ্গে কথা কহিলে কে যেন তাঁহার মনে আগুন জ্বালিয়া দেয়। আমি আমার স্বামীকে খাইতে দিলে তাহার রাগ হয়। আমি আমার স্বামীকে পাখা করিতে গেলে তিনি আমার হাত থেকে পাখা কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে বসেন। বলিতে লজ্জা হয় তিনি যেন আমার স্ব-পত্নী হইয়াছেন। আমি যদি আমার স্বামীকে তাঁহার বিষয়ে কোনও কথা বলি আর সেই কথা যদি তাঁহার কানে যায় তাহা হইলে সে দিন আমার আহার নিদ্রা বন্ধ হয়। আমার বিমাতা তাহাকে কোনও কথা বলেন না। আমার মনে হয় বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করি, কিন্তু তাহা পারি না; কারণ আমার স্বামীর মুখ ত আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই। আশা আছে এ দুঃখ চির কাল থাকিবে না। আমার স্বামী দুর্গাদাসীর কথাই শ্রবণ করিয়া থাকেন। আমি যদি তাহার নিকট কোনও দিন বসিয়া থাকি

আর সেই সময় যদি দুর্গাদাসী অন্যত্র কোনও কথা কহেন তাহা হইলে তিনি উৎকর্ণ হইয়া তাহা শ্রবণ করিয়া থাকেন। দুর্গা-দাসীর পদ শব্দ শ্রবণ করিতে, তাহার গতির প্রতি লক্ষ্য করিতেই যেন ভগবান তাঁহাকে চক্ষু কর্ণ দিয়াছেন। তিনি যদি আমার নিকট হইতে উঠিয়া গিয়া বাহিরে দুর্গাদাসীর সহিত কোনও কথা কহেন তাহা হইলে আমি নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করি, আর মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করি। তিনি ফিরিয়া আসিয়া যদি জিজ্ঞাসা করেন বিছানা ভিজে কেন ? তাহা হইলে আমি বলি "চোখের জলে।" তিনি আমার কথায় সদুত্তর দেন না। আর কত লিখিব ? কথা আর আইসে না। মনে করিয়াছিলাম এই কাগজে খানিক চোখের জল ফেলিব। তাহা হইল না, অশ্রু ফেলিতে হইল না। কাগজে লিখিতে গিয়া আমার মনে আশা হইল তুমি আমার উপকার করিতে পারিবে। বঙ্গ ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন কে ? যিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন তিনি বোধ হয় জীবনে কোনও কষ্ট পান নাই অথবা হয় ত তিনি বহুদর্শী ছিলেন না। মনেব সমস্ত কথা যদি ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারিলাম তাহা হইলে সে ভাষার আবশ্যকতা কি ? অভিধান কর্ত্তারা হয় ত সমস্ত কথা জানেন না। তাঁহারা বোধ হয় কেবল অর্থের জন্য পুস্তক প্রণয়ন বা সংকলন করিয়া থাকেন। ঠাকুর ঝি, কি করি লোকের উপর দোষ দেওয়া অন্যায় তাহা জানি, কিন্তু না দিলেও চলে না। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা উত্তম রূপে লিখিতেন। অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়ও উত্তম ভাষায় পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন—তাঁহারা বঙ্গভাষা জানিতেন এ কথা লোকে বলে বলিয়াই আমি বলিলাম। কিন্তু তাঁহারা আমার মত কষ্ট পান নাই। অথবা হয়ত তাঁহারা জানিতেন

ভাষার ক্ষমতা অধিক নহে। সেই জন্য তাঁহারা সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া লিখিতে পারেন নাই। ঠাকুর ঝি, আমার বিশেষ অনুরোধ তুমি এই পত্রের বিষয় শ্রীযুক্ত পিতাঠাকুর মহাশয়কে এবং শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীকে অবগত করিবে এবং যাহাতে আমাদের অবিলম্বে রামপুর গ্রামে যাওয়া হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিবে। আমার কথা মনে রাখিবে। ভুলিবে না। আমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিবে।

তোমার চিরদাসী
শ্রীমতী মনোমোহিনী দাসী।

পত্র যথা সময়ে রামপুরে প্রেরিত হইল। দীননাথ বাবু ইন্দুভূষণের কলিকাতায় দীর্ঘকাল অবস্থিতির প্রকৃত কারণ অবগত হইয়া অবিলম্বে কলিকাতায় গমন করিলেন। উমেশ বাবু তাঁহাকে হঠাৎ কলিকাতায় আসিতে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন কিন্তু কোনও প্রশ্নাদি না করিয়া তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

দিবাভাগ আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত হইল। রাত্রি হইল। দীননাথ বাবু ইন্দুভূষণকে ও মনোমোহিনীকে পর দিন প্রাতে রামপুর লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। উমেশ বাবু নিজে কেহই নহেন; তাঁহার নিজের যেন ব্যক্তিগত কোনও অস্তিত্ব নাই। গৃহিণী হেমাঙ্গিনীর উপদেশ ব্যতীত তিনি কোনও কার্য্য করিতে পারেন না। বিশেষতঃ জামাতাকে ও কন্যাকে রামপুর পাঠাইতে হইবে সুতরাং এ বিষয়ে হেমাঙ্গিনীর মত না লইয়া তিনি কিরূপে দীননাথ বাবুর প্রশ্নের উত্তর দিবেন ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উমেশ বাবু উত্তর দিলেন আমি ভিতর বাড়ী থেকে এসে বল্‌ছি" গৃহিণী হেমাঙ্গিনীর হস্তে উমেশ বাবু সামান্য অথবা প্রবল

অস্ত্রমাত্র। গৃহিণী হেমাঙ্গিনী কর্ম্মকর্ত্রী প্রকৃতি, উমেশ বাবু কুটস্থ পুরুষ। গৃহিণী চৈতন্য-রূপিণী শক্তি উমেশ বাবু উদাসীন। কাজেই উমেশ বাবু অবিলম্বে অন্তঃপুরে গমন করিয়া ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঝি গিন্নি কোথায় ?"

ঝি উত্তর দিল "ঐ দেখুন আপনার ঘরে চুপকরে বসে আছেন।"

উমেশ বাবু দেখিলেন গৃহিণী মানে বসিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে যেন অশনি সম্পাত হইল। কিন্তু অদ্য গৃহিণীই আগে কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন "হ্যাঁ-গা, তোমাদের কিছু বিবেচনা নাই। ইন্দু আমার কেবল তিন মাস মাত্র এসেছেন। কাল তাঁকে বাড়ী ফিরে যেতে হবে এটা কি সঙ্গত কথা ?"

উমেশ বাবু দীনভাবে উত্তর দিলেন "কি কর্‌ব ? আমাদের ত আর কিছু বলবার যো নাই। এখন তোমার মত কি ?"

"কি আর কর্‌ব ? কি-ই-বা বল্‌ব ? আচ্ছা যখন এ বিষয়ে কোনও হাত নাই তখন দীনু বাবুকে বল যেন ৮।১০ দিন মধ্যে মনোমোহিনীকে আর ইন্দুকে এখানে পাঠিয়ে দেন।"

"আচ্ছা আমি দীনু বাবুকে বলি "নয়" একথা ব'লে স্বীকার করিয়ে তবে পাঠিয়ে দেবে।"

"আচ্ছা আমি যাই তিনি যা বলেন তোমায় এসে বল্‌ব।"

"ও সব শুন্‌তে চাই না। আমি যা বল্‌ছি সেই রকম কাজ হওয়া চাই।"

উমেশ বাবু অবিলম্বে দীননাথ বাবুর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সকল বিষয় বুঝাইয়া বলিলেন।

এ দিকে ইন্দুভূষণ দুর্গাদাসীর সহিত পরামর্শ করিতে বসিলেন। মনোমোহিনী যেন তাহার কেহই নহে। যাহা হউক অদ্য মনো-

মোহিনী পূর্ব্ববৎ দুঃখিতা নহে। অদ্য তাহার আশালতা যেন রামপুর গমনের সংবাদ রূপ সলিল দ্বারা সিক্তা হইয়া ভবিষ্যৎ সুখ রূপ পবনের সহিত ক্রীড়া করিতেছে।

দীননাথ বাবু পর দিন প্রাতে নিজ পুত্র ও পুত্রবধুকে লইয়া রামপুর যাত্রা করিলেন। দুর্গদাসী দুঃখ সাগরে ভাসিতে লাগিল গৃহিণী হেমাঙ্গিনী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। উমেশ বাবুর মনে নানা প্রকার সন্দেহ হইল। কিন্তু তিনি কাহাকেও কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে, কি কাহারও নিকট কোনও কথা প্রকাশ করিতে সাহস করিলেন না।

হেমাঙ্গিনী ও দুর্গাদাসী এক্ষণে প্রায়ই একত্র উপবেশন করিয়া ইন্দুভূষণের গুণাবলীর আলোচনা করিয়া থাকেন এবং পরস্পরের মনোবেদনা পরস্পরের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন। দুর্গাদাসীর মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে স্থির করিল "ইন্দুভূষণকে এক খান পত্র লিখি। যদি তিনি সে পত্রের উত্তর না দেন তাহা হইলে আরও দুই খান পত্র তাহাকে লিখিব। তাহারও যদি উত্তর না দেন তাহা হইলে আমি নিজে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

দুর্গাদাসীর প্রথম পত্র——

ইন্দু,——

তোমার মন কি রকম? তুমি অনেক দিন এখান হইতে চলিয়া গিয়াছ। অদ্য পর্য্যন্ত তুমি আমাদের সংবাদ লও নাই। আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে। আমি তোমাকে না দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিতেছি না। আর মনোমোহিনী কেমন আছে লিখিবে। আর তুমি কখন এখানে আসিবে লিখিবে। আর আমি তোমাকে বড় ভালবাসি জানিবে। আর তুমি আমাকে,

কেমন ভাব সংবাদ দিবে। আর আমার মনে যত রকম ভাল বাসা হইয়াছে তাহা তোমাকে প্রকাশ করিয়া জানাইতে পারি না জানিবে। তুমি কেমন সুখে আছ লিখিবে। আর তোমার অবিবেচক পিতা ঠাকুর মহাশয় কেমন আছেন লিখিবে। আর তুমি কখন কলিকাতায় আসিবে লিখিবে। আর তুমি কলিকাতায় বেড়াই-বার নাম করিয়া এখানে আসিয়া আমাকে দর্শন দিয়া যাইবে। আর আমি এখানে তোমার অভাবে ভাল নাই জানিবে। আর আমি সকল কথা লিখিতে পারিলাম না জানিবে। আর পত্রের উত্তর লিখিবে—লিখিবে—লিখিবে। আর আমি সকল কথা লিখিতে পারিলাম না জানিবে। তুমি আসিবে—আসিবে—আসিবে।

ইতি তোমারই "দুর্গাদাসী।"

পত্র খানি জনৈক বাহক দ্বারা প্রেরিত হইল। ডাকযোগে পাঠান হয় নাই। কারণ দুর্গাদাসীই জানিত। ইন্দুভূষণ যথা সময়ে পত্র খানি পাইয়া বাহককে পুরস্কৃত করিলেন এবং তাহার সঙ্গেই দুর্গাদাসীর পত্রের উত্তর লিখিলেন,——

"হৃদয়ের দুর্গাদাসি,——

আমি এ জীবনে তোমাকে ভুলিতে পারিব না। আমি তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি। তুমি আমাকে মনে রাখিলেই আমি নিজের জীবন সফল জ্ঞান করিব। তবে আমার তথায় এক্ষণে যাওয়া হইবে না। কারণ মনোমোহিনী পিতাঠাকুর মহাশয়কে সকল কথা জানাইয়াছে। সে আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে এক

পত্র লিখিয়াছিল। তাহাতে আমার সহিত তোমার প্রণয়ের কথা, তুমিই আমাকে এখানে আসিতে দাও নাই, তুমি তাহাকে কষ্ট দিতে, তুমি অসতী প্রভৃতি সে লিখিয়াছিল। পিতাঠাকুর মহাশয় আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি আমাকে এক্ষণে কলিকাতা যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। তবে কথা কি জান? আমাদের দু'জনের মধ্যে ভাব থাকিলে অবিলম্বে দেখা সাক্ষাৎ হইবে। তুমি ডাক-যোগেই পত্র দিবে। শিরোনামা কাহারও দ্বারা লিখাইয়া লইবে, স্বয়ং লিখিবে না। তুমি আমাকে মনে রাখিবে। তোমার কুশল সংবাদ দিবে।

আশীর্ব্বাদক—
শ্রীইন্দুভূষণ দাস

দুর্গাদাসী পত্র খানি পাঠ করিয়া সন্তুষ্টাও হইল দুঃখিতাও হইল। সে মনে মনে মনোমোহিনীর চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার প্রতি অনেক কটুবাক্য প্রয়োগ করিল। তৎপরে হেমাঙ্গিনীর নিকটে গমন করিয়া তাহাকে সমস্ত পত্র খানি পাঠ করিয়া শুনাইল। এই সময়ে স্বর্ণলতা তাহাদের নিকট উপনীতা হইল। দুর্গাদাসী তাহাকে বলিল "স্বর্ণ! তোর দিদির গুণের কথা শুনলে কানটা ব্যাথা করে। সেখানে গিয়েও সে আমার নিন্দা করে। লজ্জাও নাই। আর একটা কথা শুনলাম—বোধ হয় সেই জন্যই সে তাড়াতাড়ি ক'রে শ্বশুড় বাড়ী গেল। সে কথাটা কি জানিস—বড় নিন্দার কথা—বড় ঘৃণার কথা!! ছি ছি!! ছি!!! কথাটা শুনবি? না—আর কাজ নাই। না—তবে শোন্—সেটা পাড়া-গাঁ কিনা, একটা পাড়া-গেঁয়ে ছোঁড়ার সঙ্গে নাকি তার ভাব হয়েছে। পাড়া-গাঁ কিনা, তাই সে যেখানে সেখানে যেতে পায়, আর তার যা মন সে তাই করে। আজ সব কথা তোর বাবাকে বলে দেব।"

হেমাঙ্গিনী ইহাও বলিলেন – আমি ত সেইজন্যেই বলেছিলাম – মনোমোহিনীকে সেখানে পাঠান হ'বে না। আমি সব জান্‌তে পাবি গো ?”

স্বর্ণলতা কোনও উত্তর দিতে পারিল না। উত্তর দিবার ইচ্ছা থাকিলেও সে হেমাঙ্গিনীর ভয়ে কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। সে ক্ষুণ্ণমনে ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিল।
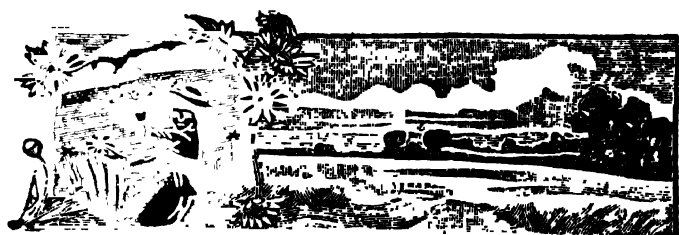
দশম পরিচ্ছেদ।

বন্দিনী।

উমাশশী এক্ষণে কলিকাতা সহরে বাগ্বাজারে অবস্থিতি করিতেছে। সে উমেশ বাবুর বন্দিনী। পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার দুঃখ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে সে মন খুলিয়া স্বর্ণলতার নিকট মনের কথা প্রকাশ করিতে পাইত, এক্ষণে স্বর্ণলতা আর তাহার নিকট যাইতে পায় না। পূর্ব্বে সে যথা সময়ে খাইতে পাইত এক্ষণে আর তাহা পায় না। কোনও কোনও দিন তাহাকে অর্দ্ধাশনে দিনপাত করিতে হয়। সে এক্ষণে পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনীর ন্যায় মনোদুঃখ মনে রাখিয়া সহিষ্ণুতার সহিত সকল কষ্টই সহ্য করিয়া থাকে। ভবিষ্যৎ সুখের আশা যেন তাহার মনে স্থান পাইতেছে না। তাহার মনে হয় যেন সংসারে সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিবার জন্যই তাহার জন্ম হইয়াছে এবং সেই জন্যই তাহাকে জীবিতা থাকিতে হইবে। এক্ষণে সে কঠিন শয্যায় শয়ন করিয়া রজনীর কতক

অংশ জাগরণে, কিয়দংশ দুশ্চিন্তায়, কিয়দংশ ইন্দুভূষণের ভাবনায়, কিয়দংশ স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া থাকে। সে যে সামান্য শয্যা পাইয়াছিল, তাহাই সে বহু যত্নে রক্ষা করিত, কারণ তাহার আশঙ্কা হইত "হয় ত ইহাও ভবিষ্যতে দুর্লভ হইবে। হয় ত উমেশ বাবু আমাকে ইহা অপেক্ষা আরও অধিক কষ্ট দিবেন। হয় ত আমাকে ভবিষ্যতে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবন যাপন করিতে হইবে।"

যে বাড়ীর মধ্যে উমাশশী এক্ষণে বাস করিতেছে তাহা দেখিলে বোধ হয় মান্ধাতার পূর্ব্বপুরুষগণ সেই বাটীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই নির্ম্মাণের সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত সে বাটীর আর কোনও সংস্কার সংসাধিত হয় নাই। গৃহের চতুর্দ্দিকে ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর। প্রাচীরের অধিকাংশ স্থলই জীর্ণ এবং ভগ্ন হইয়াছে। ইষ্টকগুলি পশ্চিম বয়সে উপনীত হইয়াছে এবং অনেক স্থলে তাহাদিগের গাত্রাবরণ উন্মুক্ত হওয়ায় তাহাদিগের দেহের কৃশতা লক্ষিত হইতেছে। তাহারা একটী বিষয়ের জন্য গর্ব্বিত—একটী বিষয় তাহারা সাধারণকে শিক্ষা দিতেছে। তাহারা যেন বলিতেছে "দেখ আমরা বহু পূর্ব্বে এই স্থলে আসিয়াছি, একত্র হইয়াছি এবং এক্ষণেও আছি ; আমাদের একতা আছে বলিয়াই আমরা অদ্য পর্য্যন্ত এখানে স্বস্থানে আছি।" প্রাচীরের মূলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া কোনও কোনও স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণরাজি ঊর্দ্ধদিকে অনেক দূর গমন করিয়াছে। কোথাও বা শৈলজ পদার্থ বৃষ্টিজল মিশ্রিত বিচ্ছিন্ন "চূন সুরকি"র সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রাচীরের প্রতি মমতাবশতঃ প্রাচীরেই সংলগ্ন হইয়া লোককে প্রত্যুপকার শিক্ষা দিতেছে। বহিঃ প্রাচীরের অনতিদূরেই উমাশশীর আবাসগৃহ। গৃহটী চতুর্দ্দিকেই

"দেখ ঝি, এ কথা যেন উমেশবাবু কি গিন্নি শুন্‌তে না পান।"

"আমি যত দিন বেঁচে থাক্‌ব ততদিন ত এ কথা আমার মুখ থেকে ত আর কেউ শুন্‌তে পাবে না। তুমি লেখ মা—আমি চিঠি ডাকঘরে দিয়ে আস্‌ব।"

উমাশশী লিখিল ঃ—

"ইন্দুভূষণ, প্রাণেশ্বর ঃ——"

ইতঃপূর্ব্বে তোমাকে একখান পত্র দিয়েছি। তাহা পাইয়াছ কি না জানি না। আমার মনে লজ্জা নাই। মনে করিয়াছিলাম আর তোমাকে পত্র লিখিব না। কিন্তু না লিখিয়া থাকিতে পারি না। ভাবিয়াছিলাম যখন তুমি আমার পত্র পাইয়াও পত্রের উত্তর দাও নাই তখন বোধ হয় তুমি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ। ভাবিয়াছিলাম হয় ত তুমি "পুরাতন ফেলাইয়া নূতন পাইয়াছ।" এক্ষণে পরে যদি কোনও স্থানে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় তাহা হইলে তুমি "কি ফিরিয়া চাহিবে"। এক্ষণে আমি যে চিন্তা করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। যেহেতু তুমি আমার পূর্ব্ব পত্রের উত্তর দাও নাই। আমি কেবল তোমাকে দেখিবার জন্য এবং তোমার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিবার জন্য অদ্য পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়া আছি, নতুবা এত দিন আমি আত্মহত্যা করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতাম। আমি বড়ই স্বার্থপর। তুমি আমাকে ভালবাস কি না জানি না। এই মাত্র আমি জানি তোমার মন উন্নত। তুমি বোধ হয় সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া আমার উদ্ধার সাধন করিবে। আমি উমেশ বাবুর বন্দিনী। আমি তোমাকে আমার স্বামী এবং একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা

বলিয়াই জানি। তুমিই আমার একমাত্র উপায়। অধিক কথা লিখিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তুমি বিরক্ত হইবে এই ভয়ে আর লিখিলাম না। ইতি—

তোমারই—

উমাশশী।

আমার ঠিকানা—৪৫নং বিষ্ণুপালিতের গলি, বাগ্বাজার, কলিকাতা

ইন্দুভূষণ মনোমোহিনীর সহিত কথা কহিতেছিলেন। ঝি আসিয়া উমাশশীর লিখিত পত্র খানি তাঁহাকে দিল। ইন্দুভূষণ পত্রখানি খুলিলেন। মনোমোহিনী দেখিল পত্রখানি স্ত্রীলোকের লেখা। তাহার মনে সন্দেহ হইল। সে দেখিল পত্রের নিম্নে উমাশশীর নাম লিখিত আছে। তাহার নিম্নে তাহার ঠিকানাও লিখিত আছে। ইন্দুভূষণ অসাবধান। পত্রখানি কোথা হইতে আসিয়াছে, কে লিখিয়াছে অগ্রে তাহা না দেখিয়া তিনি পত্রের বিবরণ পাঠ করিতে লাগিলেন। মনোমোহিনী এই সময়ে "ঠিকানাটী" ছিন্ন করিয়া লইল। ইন্দুভূষণ পত্রখানি পাঠ করিয়া ঠিকানার জন্য ব্যস্ত হইলেন কিন্তু 'ঠিকানা' তখন মনোমোহিনীর মুখের ভিতর। তিনি অনেকবার পত্রখানি পড়িলেন। তাহার মনে নানারূপ চিন্তা হইল। তিনি একে একে উমাশশীর কথাগুলি মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। আপনাকে মনে মনে তিরস্কৃত করিলেন এবং মনে মনে উমাশশীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। উমেশ বাবুর শঠতা—মনোমোহিনীর সহিত তাহার বিবাহ সমস্তই একে একে তাঁহার স্মৃতিমার্গে উপনীত হইল।

মনোমোহিনী তাহাকে চিন্তানিমগ্ন দেখিয়া বলিল "কি ভাবছ ?"

ইন্দুভূষণ কোনও উত্তর দিলেন না। যেন তিনি কিছুই শুনিতে পান নাই। মনোমোহিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয় ভাবছেন কি ?

ইন্দুভূষণ নিরুত্তর।

মনোমোহিনী বিরক্তিসহকারে জিজ্ঞাসা করিল "কি গো মহাশয় কি ভাবছেন ?" কিছু শুনতে পাচ্ছেন কি ? না কানে তুলা দিয়েছেন ? পড়ে পড়ে কালা হয়েছেন নাকি ? এত ডাকছি উত্তর নাই কেন ?"

এই বলিয়া মনোমোহিনী তাঁহার গলদেশে স্বীয় হস্ত [illegible] অর্পণ করিয়া প্রেমভাবসুলভ বাচালতা সহকারে বলিল "বলি— ও— [illegible] কথা বলনা হচ্ছে [illegible]" ইন্দুভূষণের উত্তর—কিন্তু দীর্ঘ নিশ্বাস। তাঁহাকে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে দেখিয়া মনোমোহিনী বলিল "মন মন হয়েছে নাকি ? এমন কি কোন্ প্রণয়িনী ছিলেন ? তোমাদের [illegible] ত ভাল নাই [illegible] তোমরা পেয়েছ, ঠাকুর ঝি পর্যন্ত তোমার দেশে নিজের স্বামীকে ফেলে [illegible] — আবার নিজে [illegible] । অন্য লোকের ত কথাই নাই। বলি — এত ভাবনা কিসের ? আমি না হয় সে প্রণয়িনীকে এনে দেব।"

এইবার ইন্দুভূষণ কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন "মনোমোহিনি, অনেকের সঙ্গে প্রণয় করেছি সত্য, অনেকেই আমায় ভালবাসে সত্য, কিন্তু এক জনের নিকট আমি যে ভালবাসা পেয়েছিলাম তেমন ভালবাসা বোধ হয় আর কোথাও পাব না। আমি তাঁর কোনও উপকার করি নাই, তবু সে আমার জন্য ব্যাকুল। তুমি

বোধ হয় বুঝেছ আমি উমাশশীর কথা বল্‌ছি। যদি তুমি সত্য সত্যই আমায় ভালবাস, তাহ'লে বল দেখি উমাশশী কোথায় আছে ?"

কেহ আপনার বিপদ আপনি ডাকিয়া আনে না। ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ কণ্টক পরিবেষ্টিত স্থানে পদার্পণ করে না।

মনোমোহিনী তাহা করিবে কেন ? সে যে চতুরা। "উমাশশী কলিকাতায় বাগ্বাজারে আছে" ইহা যদি ইন্দুভূষণ জানিতে পারেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি তাহাকে আপন আলয়ে লইয়া আসিবেন। যদি ইন্দুভূণ উমাশশীর সংবাদ অবগত হইয়া কলিকাতা গমন করেন তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনি উমেশ বাবুর আলয়ে গমন করিয়া দুর্গাদাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিবেন। মনোমোহিনী ইহা বুঝিতে পারিল। সে কেন নিজের অনিষ্ট নিজে করিবে। সে স্থির করিল "তাঁহাকে কোনও কথা বলা হইবে না।" এই ভাবিয়া মনোমোহিনী তথা হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু তাহার মনে হইল "যদি ইন্দুভূষণ রাগ করেন, যদি তিনি আমার সঙ্গে আর কথা না কহেন তা'হলে কি হ'বে ?

মনোমোহিনীকে চিন্তান্বিতা দেখিয়া ইন্দুভূষণ বলিলেন "কি মনোমোহিনি, কি ভাবছ ? উমাশশী কোথায় আছে বলনা।

সে বিরক্তির সহিত উত্তর দিল "আমি কি জানি ? সে বেঁচে আছে, না মরেছে তুমিই জান।"

"তুমি ঠিকানা ছিঁড়ে দিলে কেন ?"

"আমার মন, আমার খুসি, আমার ইচ্ছা আমি ছিঁড়েছি ; কি করবে কর ?"

"খুসি ? মন ? ইচ্ছা ? তুমি আমার পত্রের ঠিকানা ছিঁড়ে দিবার কে ?"

"আমি তোমার সব কর্‌তে পারি, জান না আমি তোমায় বেঁধে রাথ্‌তে পারি।"

"যাও—যাও—যাও এখন ঠাট্টা তামাসার সময় নয়, যা—জিজ্ঞাসা কচ্ছি তার উত্তর দাও।"

"উত্তর আর কি দেব? আমি কিছুই জানি না। যাই অনেকক্ষণ এসেছি ঠাকুর ঝি কি মনে করবে? তুমি বসে বসে ভাব।" মনোমোহিনী চলিয়া গেল। ইন্দুভূষণ মনে মনে বলিলেন "মনোমোহিনী যথার্থ কথাই বলিয়াছে। আমি বসিয়া ভাবি। উমাশশীর বিষয় চিন্তা করি। উমাশশী কোথায়? উমাশশী কলিকাতায়—সে বাগ্বাজারে আছে। সে বাগ্বাজারে কোথায় আছে কে আমাকে এ কথা বলিয়া দিবে? যাহা হউক চেষ্টা করি। ভগবান আমার সহায়তা করিবেন।"

এই চিন্তা করিয়া ইন্দুভূষণ পর দিন কাহাকেও কোনও কথা না বলিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। এবার তিনি উমেশ বাবুর বাটীতে প্রবেশ করিলেন না। তিনি দুর্গাদাসীর কথা যেন বিস্মৃত হইলেন। একটী স্বতন্ত্র বাটী ভাড়া লইয়া তিনি বাগ্বাজারেই অবস্থিতি করিয়া উমাশশীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিবস তথায় অবস্থিতি করিয়া বাসার ঝির সহিত তিনি বিশেষ পরিচয় করিলেন, তাহার বিশ্বাসের পাত্র হইলেন ও তিনি ঝিকে কলিকাতায় আগমনাদির কথা এবং স্বীয় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার নিকট বিবৃত করিলেন। ঝি তাহার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিল এবং সাধ্যমত তাহার উপকার করিতে যত্নবতী হইল। ইন্দুভূষণের উপদেশ অনুসারে ঝি মধ্যে মধ্যে নানা কার্য্যব্যপদেশে উমেশ বাবুর বাসায় যাতায়াত করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ঝি

হেমাঙ্গিনীর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। উমেশবাবু ও গৃহিণী ঝির নিকট কোনও কথা গোপন করিতেন না, এবং তাহাকে কোনও বিষয়ে সন্দেহও করিতেন না। তাঁহারা অবাধে উমাশশীর বিষয়িণী কথা লইয়া বাদানুবাদ করিতেন, ঝি সেইসকল কথা শ্রবণ করিত, কিন্তু কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না।

এক দিন ঝি উমেশ বাবুর বাটী গিয়া গৃহিণী হেমাঙ্গিনীর সহিত গল্প করিতেছে। উমেশবাবু কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন; তথা হইতে ক্লান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বিশ্রাম লাভের আশায় দ্রুতগতিতে "অন্দর মহলে" প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন হেমাঙ্গিনী গল্প করিতেছে ও ঝির সহিত পরিহাসাদি করিতেছে। উমেশ বাবুকে দেখিয়া হেমাঙ্গিনী অবিলম্বে তথা হইতে উঠিয়া একখান আসন আনিয়া তাঁহাকে উপবিষ্ট করাইলেন এবং স্বয়ং তালবৃন্ত লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। উমেশ বাবু আজ স্বর্গে। অদ্য তিনি যেন ত্রিদিবপুরে গমন করিয়া পারিজাতকুসুমসুশোভিত রম্য পুষ্পোদ্যানে বসিয়া শচীসহ উপবিষ্ট শচীপতির সুখ অনুভব করিতেছেন। উমেশ বাবুর ভাগ্যে এরূপ সুখভোগ ইতঃপূর্ব্বে অতি অল্পদিন মাত্র ঘটিয়াছিল। সুতরাং গৃহিণীর কার্য্য দেখিয়া তিনি যেন ঈষৎ বিস্মিত হইলেন। তাঁহার মনে সন্দেহ হইল। তিনি চিন্তিত হইলেন, কিন্তু কোনও কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিলেন না।

গৃহিণী উমেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় ছিলেন? এত দেরী হ'ল কেন? কি কাজ ছিল।"

"কাজ মাথা আর মুণ্ড। আমার সর্ব্বনাশ হ'ল। গ্রামের লোক গুলো, দুষ্ট হরে, শ্যামা, চণ্ডে, রামা এরা সব উমাশশীর কথা

জেনেছে। আমি মনে করেছিলাম উমাশশীকে আজই ৪৫ নং বিষ্ণু পালিতের গলি থেকে সরিয়ে দিয়ে এই শোভাবাজারের ৪৯নং বাটীতে আন্‌ব, কিন্তু তা বুঝি আর হয় না।"

"কেন কি হ'ল—কে এসেছে? গ্রামের কোনও লোক এসেছে নাকি?

"শুনেছি এসেছে। যা হ'ক আজ তোমরা খুব সাবধানে থাক্‌বে। আমি আজই আগে উমাকে এখানে আন্‌ব, তার পর অন্য কাজ করব। এখানে তাকে এনে আজই ৪৯ নং বাড়ীতে রেখে দেব।"

ঝি এই সময়ে তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে তথা হইতে চলিয়া গেল।

ঝি উমেশ বাবুর বাটী হইতে গমন করিয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই ইন্দুভূষণের নিকট উপনীত হইয়া তাহাকে সমস্ত কথা বলিল। ইন্দুভূষণ চিন্তা করিতে লাগিলন এবং অবশেষে স্থির করিলেন যে অদ্যই কোনও সংবাদ না দিয়া সায়ংকালে তিনি উমেশ বাবুর গৃহে উপনীত হইবেন। তিনি ভাবিলেন "ঝি উমেশ বাবুর বাটী হইতে অনেকক্ষণ আসিয়াছে। এতক্ষণ হয় ত উমেশ বাবু উমাশশীকে তাহার বাটীতে লইয়া গিয়াছেন। রাত্রিতে তিনি উমাশশীকে স্থানান্তরিত করিবেন, অতএব আমি অবিলম্বে উমেশ বাবুর বাটী গমন করি।"

এই চিন্তা করিয়া ইন্দুভূষণ উমেশ বাবুর বাটী যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন।

ইন্দুভূষণ উমাশশীর অকপট প্রেমের মহিমা অদ্য পর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। এখনও দুর্গাদাসীর "কপট-প্রেম" তাঁহার মনোক্ষেত্রে ছদ্মবেশে বিচরণ করিতেছে।

এ দিকে উমেশ বাবু গাড়ী লইয়া বাগ্বাজারে উপনীত হইলেন। তিনি যখন বিষ্ণুপালিতের গলির "৪৯ নং" বাটীর নিকট উপস্থিত হইলেন তখন দেখিলেন রাজনগর গ্রামনিবাসী হরিচরণ, রামচরণ, ও কালীচরণ এই তিন জন সম্ভ্রান্ত লোক উমাশশীকে লইয়া যাই-তেছে। তাহাদিগকে দেখিয়াই তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষুণ্ণমনে স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহার সমস্ত কৌশলপাশ ছিন্ন হইল!!! তিনি ভাবিলেন "এখন আমি হতাশ। এখন সকল কথাই লোকে জানিতে পারিবে। দীননাথ বাবু আমায় ঘৃণা করিবেন। ইন্দুভূষণ আমাকে অপদার্থ মনে করিবে। গ্রামের লোকে আমায় নিন্দা করিবে। তবে এক্ষণে আমার উপায় কি? বন্দিনী উমাশশীকে রাখিতে পারিলাম না। আমার মত হতভাগ্য আর কেহই নাই। আমার উপায় কি? যাহা হউক, গৃহিণী হেমাঙ্গিনীর নিকটে যাই! তাহার উপদেশ মতই কার্য্য করিব।
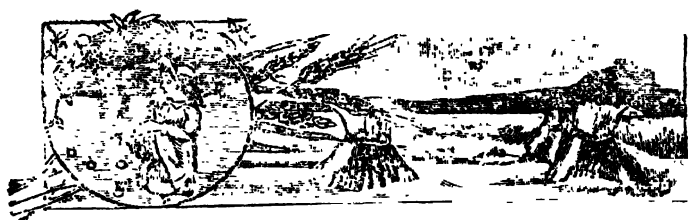
একাদশ পরিচ্ছেদ।

মনোমোহিনী গৃহিণী।

ইন্দুভূষণ দীননাথ বাবুকে না বলিয়া কলিকাতায় গিয়াছেন। মনোমোহিনী তাঁহার কলিকাতা যাইবার প্রকৃত কারণ জানিত, কিন্তু সে তাহা প্রকাশ করিল না। দীননাথ বাবুর সন্দেহ হইল। তিনি অনেক অনুসন্ধানের পর অবগত হইলেন ইন্দুভূষণ উমাশশীর সংবাদ পাইয়া কলিকাতা গিয়াছেন। দীননাথ বাবুও কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তথায় দেখিলেন ইন্দুভূষণ উমেশ বাবুর গৃহেই অবস্থিতি করিতেছেন। ইহাতে তিনি দুঃখিত হইলেন। যাহা হউক, তিনি ইন্দুভূষণকে লইয়া রামপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। উমাশশীর প্রকৃত সংবাদ তাঁহারা কলিকাতায় অবগত হইতে পারিলেন না। দীননাথ বাবু রামপুরে আসিয়া হরিচরণের একখানি পত্র পাইলেন, তাহাতে উমাশশীর কষ্টের বিষয় লিখিত আছে। তিনি সেই পত্র পাইয়া উমেশ বাবুকে লিখিলেন ;—

আপনার গর্হিতাচরণে আমি অতীব দুঃখিত হইয়াছি। আমি শুনিয়াছিলাম আপনি গ্রামের মধ্যে একজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক। ভাবিয়াছিলাম আপনার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিয়া আমি উত্তম কার্য্য করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি ইহাতে আমার কুলগৌরবের হানি হইয়াছে। আপনি লিখিয়াছিলেন "উমাশশীর মৃত্যু হইয়াছে।" কিন্তু আমি এক্ষণে দেখিতেছি আপনি তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি জানিতাম আপনি উমাশশীর সহিত যেরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিলে পাষাণ পর্য্যন্ত বিগলিত হয়। আপনি ইতঃপূর্ব্বে আমাকে জানা-ইয়াছিলেন যে দিনকর বাবুর মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু আমি শুনিলাম তিনি সুস্থ শরীরে কালযাপন করিতেছেন। আমি ইহাও শুনি-লাম আপনি তাঁহাকে হত্যা করিবার চক্রান্ত করিয়াছিলেন এবং করিতেছেন। এ সকল কথা বোধ হয় মিথ্যা নহে। আমার বিশ্বাস আপনিই উমাশশীর কষ্টের মূল। আপনিই রামনারায়ণ বাবুর মৃত্যুর কারণ, আপনিই আমার পুত্রের কষ্টের কারণ। যাহা হউক আমি উমাশশী মাতাকে সত্বর রাজনগর হইতে এখানে লইয়া আসিব। আপনি অতঃপর সতর্ক হইয়া কার্য্য করিবেন।"

উমেশ বাবু যথা সময়ে দীননাথ বাবুর পত্র পাইলেন। দীন-নাথ বাবুর পত্র পাইয়া তাহার স্বাভাবিক কুপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তিনি দীননাথ বাবুর উপর মনে মনে অনেক দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিলেন। দীননাথ বাবু মনোমোহিনীকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিতে লাগিলেন; মনোমোহিনী স্বাভাবিক অহঙ্কার পরিত্যাগ করিল না। সে আপন শ্বাশুড়ীর সহিত কলহ করিতে লাগিল। দীননাথ বাবু মনোমোহিনীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার

বাসের জন্য পৃথক গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। মনোমোহিনী ইহাতে দুঃখিত হইল।

ইন্দুভূষণ সর্ব্বদাই উমাশশীর বিষয় ভাবিয়া থাকেন। এতদিন পরে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন উমাশশীই তাহার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব।

মনোমোহিনীর শরীর এক্ষণে চিন্তায় দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল। মনোমোহিনী এক্ষণে গৃহিণী। ইন্দুভূষণের জননী পরলোক গতা, ইন্দুভূষণের বিমাতা আছেন। তাঁহার সহিত মনোমোহিনীর প্রায়ই ঝগড়া হইয়া থাকে।

এ দিকে দুর্গাদাসী কলিকাতা হইতে রামপুর গ্রামে আসিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অপরের গৃহে অবস্থিত করিতেছে। সে এক্ষণে মনোমোহিনীর অনিষ্ট করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতেছে।

দীননাথ বাবুর বাটীর নিকটে হরিদাসী গোয়ালিনী বাস করিয়া থাকে। দুর্গাদাসীর কথামত হরিদাসী প্রায়ই মনো-মোহিনীর নিকট যাতায়াত করিয়া থাকে। হরিদাসীর বয়ঃক্রম প্রায় ৩৯ বৎসর। বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিলে হরিদাসী ৮।৯ বৎসর কম করিয়া বলিয়া থাকে। প্রকৃত বয়স বলিতে যেন তাহার লজ্জা হইয়া থাকে। হরিদাসীর মাথার চুলগুলি অধিকাংশই শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তাহার মুখশ্রী আকর্ষণ যোগ্য নহে কিন্তু তাহাকে দেখিলেই লোকের মনে স্বভাবতঃই যেন দয়ার উদ্রেক হয়। তাহার সাংসারিক অবস্থা শোচনীয় তাহার কুটীরের একটী মাত্র দ্বার। কপাট গুলি জীর্ণ, কুটীরের দেওয়াল মৃত্তিকা নির্ম্মিত। উপরের আচ্ছাদন খড় ও বাঁশাদি নির্ম্মিত। ঝড় বৃষ্টি হইলে হরিদাসীকে স্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র

বাস করিতে হয়। হরিদাসী পরিশ্রম করিতে ক্রটী করে না কিন্তু কি কারণে জানি না তাহার অর্জ্জিত অর্থে তাহার সংসার খরচের সংকুলানও হয় না। সংসারে সকলের দিন এক প্রকারে কাটিয়া যায় হরিদাসীরও দিন কোনও রূপে অতিবাহিত হইয়া থাকে।

হরিদাসীর মনে যেমন সুচিন্তা হইয়া থাকে তেমনি তাহার মনে কুচিন্তাও হইয়া থাকে। সে অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে সঙ্কুচিতা হয় না বা লজ্জা বোধ করে না।

দুর্গাদাসী হরিদাসীর সহিত পরিচয় করিল। সে সময়ে সময়ে গোপনভাবে হরিদাসীর গৃহে আসিয়া থাকে এবং মনোমোহিনীর সম্বন্ধে তাহাকে অনেক কথা বলিয়া থাকে।

একদিন হরিদাসী মনোমোহিনীর নিকট বসিয়া তাহার সহিত অনেক কথা বার্ত্তার পর বলিল বাঁড়ুযোদের রাসবিহারী বেশ লেখা পড়া শিখেছে। তাদের বাড়ীর আয়ও বেশ। ছোকরাটাও খুব চালাক আমাদের ইন্দুর মত বোকা নয়। সে দুটো রসিকতা জানে। দশ জনের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে পারে।

মনোমোহিনী বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিল সে কথায় আমার দরকার কি? এখন তুই নিজে আছিস্ কেমন? "আমি আছি বেশ। সেদিন ঐ বাঁড়ুযোদের বাড়ী গিয়েছিলাম। দেখ্‌লাম রাসবিহারী বৌএর জন্য ক খানা আয়না এনেছে, গন্ধওয়ালা তেল এনেছে। কত ভাল ভাল কাপড় এনেছে তা হ'লে কি হ'বে বৌটা তেমন নয়। তার রংটাও তেমন ফর্সা নয়। তোর মত যদি তার দুধে আলতার গোলা গায়ের রং হ'ত, তোর

মত যদি তার পাছা ঢাকা চুল হ'ত তোরমত যদি তার টানা টানা চোক হ'ত, যদিতার এমন বাঁশীর মত নাক হ'ত।"

"যা'ক্ যা'ক্ ও কথায় কায্ নাই।" হরিদাসী বিরতা হইল না সে পুনরায় বলিল "তোর যে চেহারা দিদি, যে দেখে সেই ভুলে যায়। সেদিন বুঝি ঐ রাসবিহারী কোথা থেকে তোর চেহারা দেখ্‌তে পেয়েছিল। তাই সে সে দিন সমস্ত দিন ব'সে ব'সে তোর চেহারাই ভাবছিল।"

এই সময় মনোমোহিনী হরিদাসীকে বাধা দিয়া বলিল ছি! ছি !! ছি !!! ওসব কথা মুখে আনিস্ না। লোকে শুন্‌তে পেলে মনে করবে কি ?

হরিদাসীর কথার যেন বিরাম নাই সে পুনরায় বলিল বুঝলি দিদি তোদের মত বয়সে অমরা——

হরিদাসী আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল কিন্তু মনোমোহিনী তাহাকে বাধা দিয়া বলিল "চুপ! চুপ! চুপ কর আমি এখান থেকে যাচ্ছি। এখনি তিনি আস্‌বেন।"

"আ, বো'স না দিদি। তোর গায়ে কাপড় যে আজকে আপনি সরে যাচ্ছে—আজ ইন্দু আসবেন কি না!" মনোমোহিনী মৃদু হাসিয়া বলিল "যা যা যা ও সব কথায় নাই। এত ঠাট্টা করিস্ কেন ?"

"ঠাট্টা কি দিদি ? কেন ইন্দু কি তোমায় ভালবাসেন না ?"

"ভালবাস্‌বেন না কেন, তিনি আমায় খুব ভালবাসেন তবে কি জানিস্ হরিদাসী আমার এক সতিনী আছে। তিনি কেবল তার বিষয় ভাবেন। তার সঙ্গে তাঁর ভাল করে দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই তবু তিনি কেবল তারই কথা ভাবেন। তার জন্যেই যেন তিনি পাগল।"

"দিদি রাসবিহারী তোর জন্যে ঐ রকম পাগল হয়েছে।"

"ছি—ছি! ছি! ও কথা বল্‌তে নাই।"

"দিদি রাসবিহারীর আর একটী গুণ আছে। তিনি বশীকরণ জানেন। তার অসুধ যদি পাওয়া যায় তা হ'লে এক দিনে তোর স্বামী তোর গোলাম হ'য়ে যাবে। তবে একবার তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে হ'বে।"

তা দূর থেকে তাকে দেখ্‌লে চল্‌বে না?"

"তা হ'বে তবে কিছু কাছে দেখা হ'লেই ভাল হয়। মানুষের চেহারা বেশ নিকটে না দেখ্‌লে সে অসুধ খাটে না।"

"আচ্ছা তবে সে অসুধটা কবে এনে দিবি?"

"কাল কি বার? রবিবার নয়? বেস হয়েছে আমি আজই রাসবিহারীকে বলে আস্‌ব সে কাল অসুধ নিয়ে নিজেই আস্‌বে। দেখ্‌বি দিদি সে অসুধ খেলে ইন্দুভূষণ তোর সতীনকে একবারে ভুলে যাবে। দিদি এই বয়সে অনেক দেখ্‌লাম।"

এই বলিয়া হরিদাসী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

মনোমোহিনী জিজ্ঞাসা করিল "হরিদাসী, নিশ্বাস ছাড়্‌লি কেন?"

"দিদি নিশ্বাস ত আর থাকবার জিনিষ নয় সময় সুযোগ পেলেই তারা চলে যায়।"

"কি কথায় কি উত্তর দিলি?"

"উত্তর এক রকম হল" এই বলিয়া হরিদাসী পুনরায় একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। মনোমোহিনী কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে আপনার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল। এক দিন কাশীপুর হইতে তাহার বাড়ী কোনও ধনশালী ব্যক্তি শুভা-

গমন করিয়াছিলেন একদিন হুগলী হইতে কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহার কুটীর পবিত্র করিয়াছিলেন ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা হরিদাসী করিতে লাগিলেন। মনোমোহিনী সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া রাগান্বিতা হইল।

হরিদাসী ইহা বুঝিতে পারিয়া বলিল "দিদি রাগ করেছিস নাকি ? কথা কি জানিস্ লোকে ঠেকে শেখে, দুটো জিনিষ যদি না দেখ্‌লি দুটো লোকের সঙ্গে যদি কথা না কইলি তবে শিখ্‌বি কি করে ? রাসবিহারীকে কবে আস্‌তে বল্‌ব বল ?"

"যে দিন তিনি বাড়ী থাক্‌বেন সেই দিন তাকে আন্‌বি।"

"তাও কি হয় ? তোদের মত মেয়েদের ভাল করে দেখ্‌তে সকলেরই সাধ হয়।" এই বলিয়া হরিদাসী মনোমোহিনীর মনে নানাপ্রকার কুপ্রবৃত্তি দিয়া তাহার মন অন্য দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

মনোমোহিনী বিরক্তা হইয়া গৃহান্তরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল এমন সময় ইন্দুভূষণ আসিয়া পড়িলেন।

মনোমোহিনীর নিকট হরিদাসীকে দেখিয়া ইন্দুভূষণ বিরক্ত হইলেন। হরিদাসী কিন্তু তাহাকে কোনও কথা কহিতে না দিয়া অগ্রেই বলিল "ইন্দু আজ তোমার আস্‌তে এত দেরী হ'ল কেন ?"

প্রকৃত পক্ষে অদ্য ইন্দুভূষণ বিলম্বে আইসেন নাই। পাছে তিনি হরিদাসীকে তিরস্কৃতা করেন এই ভয়ে ইন্দুভূষণের ক্রোধ উপশমের নিমিত্ত হরিদাসী তাহার সহিত অগ্রেই কথা কহিল এবং তাহার "মুখবন্ধন" করিবার উদ্যোগ করিল।

এদিকে মনোমোহিনী ইন্দুভূষণকে লক্ষ্য করিয়া যেন হরিদাসী-

কেই সম্বোধন করিয়া বলিল "হরিদাসী রাস্তায় ওঁকে অনেকের সঙ্গে আলাপ করে আসতে হয় কিনা তাই বাড়ী আস্‌তে দেরী হয়।" মনোমোহিনী আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল কিন্তু ইন্দুভূষণ বাধা দিয়া বলিলেন "হরিদাসী মেয়েমানুষের মন পাওয়া ভার। ওদের মনে সব সময়েই সন্দেহ হয়। চুপ করে বসে থেকে থেকে ওরা নানারকম দুশ্চিন্তা করে। দেখ আমি মাছ খাই না। রোজ গঙ্গাস্নান করি। সেখানে কত একাদশী করি।"

মনোমোহিনী বলিল "শুন্‌লি হরিদাসী উনি কত একাদশী করেন। তার মানে উনি সব একাদশী করেন না। আর যদি কোনও একাদশী করেন এবং সেদিন যদি কোনও প্রণয়িণী খেতে অনুরোধ করেন তা হ'লে মদন ঠাকুরের দোহাই দিয়ে সে দিন মাছ ভাত সবই খাওয়া হয়।"

ইন্দুভূষণ কপট ক্রোধ সহকারে বলিলেন "তোমার জন্যে কোথাও খাবার যো নাই বুঝি।"

ইন্দুভূষণ আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন এমন সময় হরিদাসী যেন ইন্দুভূষণের উপর স্নেহ বশতঃ বলিল যাও ইন্দু হাত পা ধুয়ে বিশ্রাম কর গে। আমি এখন আসি।"

মনোমোহিনী বলিল "হরিদাসী আবার আসিস্‌ আমার একলা বসে থাকতে কষ্ট বোধ হয়।"

পরদিন প্রাতে হরিদাসী রাসবিহারী প্রদত্ত ঔষধ লইয়া মনোমোহিনীকে প্রদান করিল এবং বলিল "এই অসুধ ইন্দুকে আহারের সময় দুধের সঙ্গে খেতে দিও। রাসবিহারী একটু পরে এসে তোমায় একবার দেখে যাবেন।"

ইন্দুভূষণ আহার করিলেন। আহারের সময় তিনি মনোমোহিনী

প্রদত্ত ঔষধ দুধের সহিত পান করিলেন। তাঁহার শরীর অসুস্থ হইল তিনি নিদ্রিত হইলেন।

বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় হরিদাসী রাসবিহারী বন্দ্যো-পাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া ইন্দুভূষণের গৃহে উপনীত হইল। মনো-মোহিনী রাসবিহারীকে দেখিয়া লজ্জিতা হইল। রাসবিহারী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কথা বলিলেন। কিন্তু মনোমোহিনী সে সকল কথায় কর্ণপাত করিল না। অবশেষে রাসবিহারী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটী হাস্যোদ্দীপক বাক্যের প্রয়োগ করিলেন কিন্তু মনোমোহিনী তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া ইন্দুভূষণকে জাগাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তিনি জাগিলেন না। মনো-মোহিনীর মনে সন্দেহ হইল। সে দ্রুত গতিতে তাহার ঠাকুরঝির গৃহে গমন করিল। রাসবিহারী'ও বেগতিক দেখিয়া হরিদাসীকে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে পলায়ন করিয়া ভদ্রতার মান রক্ষা করি-লেন। পথে রাসবিহারী হরিদাসী হস্তে কয়েকটী রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিয়া বলিলেন "হরিদাসী বড় আশা ছিল মনোমোহিনীর সঙ্গে দুটো কথা কহিব কিন্তু তা হ'ল না আচ্ছা তুই বেঁচে থাক। তোর যদি আমায় মনে থাকে আর সেই মেয়েটার যদি চেষ্টা থাকে তা হ'লে মনোমোহিনীকে পেতে বেশী দেরী হ'বে না।"

হরিদাসী স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিল। কুটীরের অবস্থা দেখিয়া হরিদাসীর মন চঞ্চল হইল। রাসবিহারীর সহিত মনো-মোহিনীর গৃহ গমন করিবার সময়ে হরিদাসী ব্যস্ততা প্রযুক্ত কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করিতে বিস্মৃতা হইয়াছিল। দুই :চারিটী দুষ্ট বিড়াল আসিয়া তাহার রন্ধন করা অন্নব্যঞ্জনাদি ইচ্ছামত ভোজন করিয়া তাহার জন্য ভোজনাবশিষ্ট কিঞ্চিৎ অন্ন রাখিয়া

কুটীরের বাহিরে পরস্পর পরস্পরের সহিত কলহ করিতেছে। কুক্কুরগণও সুযোগ পাইয়া তাহার কুটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ইচ্ছামত আহার করিয়া তথায় মলমূত্রাদি ত্যাগ করিয়াছে। প্রবল ঝড় আসিয়াছিল তাহার কুটীরের আচ্ছাদনটী উড়িয়া গিয়াছে। দ্বারের কপাট ভগ্ন হইয়াছে। হরিদাসী ক্ষুদ্ধা হইল। দুষ্ট কুক্কুর ও বিড়ালগণ কলহচ্ছলে যেন তাহাকে বলিয়া দিল "ইহারই নাম চোরের উপর বাটপাড়ি। পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়। অসৎ কর্ম্মের বিপরীত ফল "পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়। সস্তার তিন অবস্থা। যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল॥"

হরিদাসীর দুঃখের সীমা নাই!॥ তাহার হস্তস্থিত মুদ্রাগুলির মধ্যে কয়েকটী তাহার অসাবধানতা বশতঃ কোথায় পতিত হইল সে দেখিতে পাইলনা। পবন দেব যেন তাহাকে ইঙ্গিতে বলিয়া দিলেন হরিদাসী তোমার যেমন অবস্থা সেইরূপ কায করিলেই তোমার মঙ্গল হয়। তাহা যদি না কর তাহা হইলে চিরকালই তোমার কষ্ট হইবে।

সেদিন ইন্দুভূষণের নিদ্রাভঙ্গ হইল না পরদিন বেলা দুই প্রহরের সময় ইন্দুভূষণ জাগ্রত হইলেন। এই সময় তিনি কয়েক বার মলত্যাগ করিলেন। ভুক্তদ্রব্য বমনও করিলেন। মনোমোহিনী দীননাথবাবুকে সংবাদ দিল। দীননাথবাবু কয়েকটী সুবিজ্ঞ চিকিৎসক আনাইয়া তাহার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। ডাকতারগণের মধ্যে মতভেদ হইল। কেহ বলিলেন "রোগী আশাপ্রদ" "কেহ তাহার বিপরীত ভাব" দীননাথ-বাবুকে জ্ঞাত করিলেন। দীননাথ বাবু বাধ্য হইয়া অন্যস্থান হইতে

জনৈক বিজ্ঞ বহুদর্শী কবিরাজ আনাইলেন। তিনি আসিয়া ইন্দুভূষণের চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন "রোগী কোনও বিষাক্ত দ্রব্য উদরস্থ করিয়াছেন"

যাহা হউক ইন্দুভূষণের চিকিৎসা চলিতে লাগিল। তিনি কিন্তু মধ্যে মধ্যে উমাশশীর নাম করিতে লাগিলেন। এক এক বার তিনি বলিতে লাগিলেন "আমার উমাশশীকে এনে দেখাও।"

দীননাথ বাবু ব্যাকুল হইয়া উমাশশীকে আনিবার জন্য রাজ-নগর অভিমুখে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন। সেই দিন অপরাহ্ণে তিনি রাজ নগরে উপনীত হইলেন; এবং উমাশশীকে রামপুরে লইয়া যাইবার কথা ও ইন্দুভূষণের ব্যাধির কথা হরিচরণ প্রভৃতিকে অবগত করিলেন। রাজনগর গ্রাম নিবাসী অধিকাংশ ব্যক্তিই দীননাথ বাবুকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, কিন্তু ইন্দুভূষণের ব্যাধির কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইলেন।

সেই দিন রাত্রিকালে দীননাথ বাবু উমাশশীকে লইয়া রামপুরে উপনীত হইলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন যেন ইন্দুভূষণের পীড়া পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে, মনোমোহিনী তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছে।

উমাশশী যেমন ইন্দুভূষণের নিকট গমন করিয়া তাহার পদতলের নিকটবর্ত্তী স্থানে উপবেশন করিয়া তাহাকে ব্যাজন করিতে আরম্ভ করিলেন অমনি ইন্দুভূষণের মন প্রফুল্ল হইল। তাহার পীড়ার যেন উপশম হইতেছে বোধ হইল।

উমাশশী ইতঃপূর্ব্বে স্বামীর শুশ্রূষা করিতে পারে নাই। তাহার মনে হইল অদ্য যেন তাহার জীবন সফল হইল। অদ্য যেন তাহার দুঃখের অবসান হইল। অদ্য যদি উমাশশীর জীবন যায়

তাহা হইলে হাসিতে হাসিতে সে নিজের জীবন বিসর্জ্জন করিয়া ইন্দুভূষণের জীবন রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছে। উমাশশী নিজের সুখ—স্বচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, নিজে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, নিজের জীবনের উপর কোনও মমতা না করিয়া অক্লান্ত ভাবে আগ্রহের সহিত স্বামিসেবায় প্রবৃত্তা হইল।

মনোমোহিনীর ইহা অসহ্য হইয়া উঠিল। সে নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল। এ ক্রন্দনের ভাব সেই জানে, আর জানেন ইন্দুভূষণ।

আহার্য্য দ্রব্যের সহিত মনোমোহিনী কোনও বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়াছিল ইন্দুভূষণের মনে এই সন্দেহ হইল। তিনি সন্দেহের বিষয় উমাশশীকে জানাইলেন। এক্ষণে তিনি মনোমোহিনীর প্রদত্ত কোনও দ্রব্য ভোজন বা পান করিতে ইচ্ছা করেন না। মনোমোহিনী যে নিজ উদ্দেশ্য সাধনার্থ আহার্য্য দ্রব্যের সহিত একটা ঔষধ মিশ্রিত করিয়াছিল ইন্দুভূষণ ক্রমে ক্রমে তাহা অবগত হইলেন। মনোমোহিনীই তাহা প্রকাশ করিল। যাহা হউক তিনি তাহার উপর অসন্তুষ্ট না হইয়া তাহাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া বলিলেন "ভবিষ্যতে তুমি আর এরূপ কার্য্য করিও না।"

মনোমোহিনী দুঃখিনী। যে আশানক্ষত্র তাহার সৌভাগ্য আকাশে এক এক বার উদিত হইয়া তাহার মনের অন্ধকার কিয়ৎ পরিমাণে নষ্ট করিতেছিল তাহাও এক্ষণে বিলুপ্তপ্রায় হইল। তাহার মনে এক মুহূর্ত্তের জন্য শান্তি নাই। উমাশশীকে ইন্দুভূষণের নিকট দেখিয়া তাহার ঈর্ষানল উচ্চশিখা হইয়া জ্বলিতে লাগিল।

এ দিকে ইন্দুভূষণের বিমাতা ইন্দুভূষণকে ও উমাশশীকে অশ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। মনোমোহিনীর সহিত তিনি সততই নানা বিষয়ে পরামর্শ করিয়া থাকেন। তিনি চতুরতা অবলম্বন করিয়া মনোমোহিনীকে বশে আনিলেন। মনোমোহিনী তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল না। কিন্তু সে আপনার অনিষ্ট আপনিই করিতেছে ইহা সে বুঝিয়াও বুঝিতে পারিল না। মনোমোহিনী উমাশশীর সহিত বিনা কারণে অনেক সময় ঝগড়া করিতে লাগিল। উমাশশী কিন্তু সহিষ্ণুতার সহিত সকল কষ্টই সহ্য করিয়া থাকে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সপত্নীতে...সপত্নীতে।

উমাশশীর শুশ্রূষায় ইন্দুভূষণ অবিলম্বেই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলেন। মনোমোহিনীর ঈর্ষা বৃদ্ধি পাইল। মনোমোহিনী উমাশশীকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিয়া থাকে। কিন্তু উমাশশী তাহাকে ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকে। ইন্দুভূষণ উমাশশীর গুণে বশীভূত হইলেন। তিনি মনোমোহিনীর তোষামোদ বচনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। মনোমোহিনী গর্ব্বিতা, অভিমানিনী। অল্প উত্তেজনাতেই মনোমোহিনীর ক্রোধানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। সে ইন্দুভূষণের সমস্ত 'ভালবাসা" বা "স্নেহ" একাকিনী প্রার্থনা করিয়া থাকে। কিন্তু সে ভালবাসা এক্ষণে দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বিভক্ত ভাগদ্বয়—ও অসমান। উমাশশীর অংশ অধিক তাহার অংশ কম। ইন্দুভূষণ যদি কোন-ও কারণে একদিন মনোমোনীর সহিত কথা না কহেন, তাহা হইলে সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া থাকে।

উমাশশীর মন অন্য প্রকার। সে সর্ব্বদাই ইন্দুভূষণকে ভক্তি করিয়া থাকে। সে জানে "ইন্দুভূষণ আমার স্বামী। তিনি পুরুষ নানা কার্য্যে তাঁহাকে ব্যস্ত থাকিতে হয়। তিনি ইচ্ছামত আমার সহিত প্রেমালাপাদি করিবেন।"

মনোমোহিনী লোকের নিকট দেখাইতে চায় "আমি ইন্দুভূষণকে সত্য সত্যই ভালবাসি, আমি তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারি না।" উমাশশীর "ভালবাসা" গভীর। সে গোপনে মনে মনে ইন্দুভূষণকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে।

সুস্থ শরীরে ইন্দুভূষণ কলিকাতায় গমন করিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া হুগলী গমন করিলেন। তিনি হুগলী ধর্ম্মাধিকরণে ব্যবহারাজীব হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন।

অদ্য শনিবার। কৃষ্ণ পক্ষের ত্রয়োদশী। রজনীর শেষ ভাগে অদ্য চন্দ্র দেব আকাশে উদিত হইলেন। এক্ষণে তিনি শীর্ণ কলেবর হইয়া রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, লম্পট যুবকের ন্যায় পূর্ব্ব গগনে উদিত হইয়া কুমুদিনীর অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুমুদিনী এতক্ষণ এক প্রকার সুস্থা হইয়া অবস্থিতি করিতে ছিলেন। এতক্ষণ তিনি ঝিল্লিদলের সঙ্গীতচ্ছলে গায়িতে ছিলেন "বিরহ বরং ভাল, এক রকমে কেটে যায়, প্রেম তরঙ্গে রঙ্গ নানা কখন্ হাসায় কখন্ কান্দায়।" এক্ষণে কুমুদিনী দুঃখের সহিত তারকা রাজির প্রতি লক্ষ্য করিয়া যেন বলিলেন "তোমরা হয় সকলেই এক এক সূর্য্য হইয়া আমার বিনাশ সাধন কর, না হয় আমার প্রিয়তম কান্তের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া দাও।"

অদ্য উমাশশীও ইন্দুভূষণ এক কক্ষে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। মনোমোহিনী একাকিনী অপর এক কক্ষে নিজ পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতেছে। সে ভাবিতেছে "পরিদৃশ্যমান বাহ্য জগতের সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ কি? মানব সংসারে কি জন্য আসিয়াছে? কে তাহাকে সংসারে পাঠাইয়াছে? ইত্যাদি।"

ভাবনা কি? মানবের জীবিতাবস্থায় সকল সময়েই সকল অবস্থায় যে এক অবর্ণনীয় অদৃষ্ট পদার্থ তাহার অবলম্বন স্বরূপ হইয়া থাকে এবং তাহার চির সহচরের ন্যায় তাহার হৃদয়ে অবস্থিতি করে তাহাই ভাবনা। সেই অদৃষ্ট অব্যক্ত ক্ষমতাশালী বস্তুই এক্ষণে মনোমোহিনীর এক মাত্র অবলম্বন হইল। ইহাই তাহার মনের ভারকেন্দ্র। এই ভারকেন্দ্র যে দিন বিচলিত বা নষ্ট হইবে সেই দিনই তাহার জীবন বিনষ্ট হইবে।

মনোমোহিনী বাতায়নের মধ্যে দিয়া নিকটবর্ত্তী সরোবরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কুমুদিনীর অবস্থার সহিত নিজ অবস্থার সাম্য ও পার্থক্য চিন্তা করিল। সে ভাবিল "ইন্দুভূষণ উমাশশীর সহিত রাত্রি যাপন করিতেছেন" উমাশশী স্থিরা কুমুদিনীর মত বিরহ ব্যথা সহ্য করিতেছিল। চন্দ্রদেব চঞ্চল তরঙ্গমালার সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। কুমুদিনী ইহা দেখিতে পাইতেছে কিন্তু সে নীরবে আপন মনোবেদনা আপনিই সহ্য করিতেছে। আমি চঞ্চলা তরঙ্গমালা। উমাশশী নিশ্চলা ধীরা কুমুদিনী। চন্দ্রদেব উভয়কেই আশ্রয় দেন তিনি উভয়েরই মান রক্ষা করেন। ইন্দুভূষণ তাহা পারেন না।"

এইরূপে মনোমোহিনী নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল।

ভাবিতে ভাবিতে সে ভাবনা তরঙ্গের মার্গ অনুসরণ করিয়া সুদূর গমন করিল। সে ক্রমে ক্রমে দুস্তর চিন্তা সাগরে পতিতা হইয়া উপায়বিহীনা হইয়া - কুকার্য্য সম্পাদনের কল্পনা করিতে লাগিল। মানব প্রকৃতি প্রায়ই কুপথে সহজে অগ্রসর হইতে পারে। পাপপন্থা পরিস্কৃত, নিষ্কণ্টক, এবং সুগম। পুণ্যের পথে সকলে সহজে অগ্রসর হইতে পারে না। সে পথ বিঘ্নসংকুল ও কণ্টকাবৃত। পাপপথে অনেক পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। পুণ্যপথে অল্প পদচিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং সকলে সে সকল চিহ্ন দেখিতে পায় না। মনোমোহিনী উমাশশী ও ইন্দুভূষণের দোষ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। প্রথমে সে উমাশশীর দোষ অনুসন্ধান করিতে লাগিল কিন্তু সে তাহার কোনও দোষ দেখিতে পাইল না। সে যেন নিরাশা হইল।

তদনন্তর মনোমোহিনী উমাশশী ও ইন্দুভূষণের পূর্ব্ব কথা গুলি একে একে স্মৃতিমার্গ হইতে আনয়ন করিয়া আয়ত্তাধীন করিয়া সে গুলির আলোচনা করিতে লাগিল।

স্মৃতি কি? পূর্ব্বপরীক্ষিত পূর্ব্বানুভূত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যাদির প্রতিবিম্বের ভাণ্ডার মাত্র। মনোমোহিনী সেই ভাণ্ডারের অর্থনিচয় একে একে সমীপে আনয়ন করিয়া তদ্দ্বারা ইচ্ছামত ভোগ্য বস্তু ক্রয় করিতে লাগিল। সে ইন্দুভূষণের দোষ বাহির করিল। ইন্দুভূষণ উমাশশীকে "ভাল বাসেন" এবং স্নেহ করেন, এজন্য উমাশশীও মনোমোহিনীর নিকট অপরাধিনী থাকা স্থিরীকৃত হইল।

মনোমোহিনী এইবার চিন্তা করিতে লাগিল "ইন্দুভূষণ আমার কথা শোনেন না। তিনি উমাশশীকেই ভাল বাসেন। তা'র কথা শুনলেই যেন ইন্দুভূষণের কান ঠাণ্ডা হয়। তিনি আমার হাতে

খেতে চান না। উমাশশী যা দেয় তিনি তাই খান। তারা দুইজনেই আমাকে দেখ্‌তে পারে না। আমি যেন তাদের চক্ষুর শূল। উমাটাকে সংসার থেকে সরিয়ে না দিলে আমার সুখ হ'বে না। আমি হিংসুকে মেয়ে। আমি যে ত'ার ভাল নিজের চোকে দেখ্‌তে পার্‌ব না। আমার হরিদাসী আছে। হরিদাসীকে বশে এনে আমি উমাশশীকে রোগা করে দিতে পারি। আমি তাকে পাগলিনী করে দিতে পরি। অনেক উপায় আছে। অনেক কথা মনে হচ্ছে। আমার বাবা ত বেঁচে আছেন। তিনি কি করেন দেখি। না না, তাঁকে জানান হ'বে না, তাহ'লে হয়ত তিনি আমায় সেখানে নিয়ে যাবেন। তা হ'বে না। আমি সেখানে চলে গেলে যে উমাশশীর সুখ হ'বে। না, না, না, আমি এই বাড়ীতেই থাক্‌ব। এখান থেকেই তার অনিষ্ট কর্‌তে হ'বে।

আমার রূপ দেখে, আমার গুণে, আমার নামে ইন্দুভূষণ ভুল্‌লেন না? উমাশশীর রূপ কি এতই ভাল? উমাশশীই আমার ইন্দুভূষণকে রাহুর মত গ্রাস করেছে। উদ্ধার করা চাই। আচ্ছা লোকে বলে যে ভাব্‌লে ফল হয়, সে কথা কি সত্য? বোধ হয় নয়। এই যে আমি এতক্ষণ ব'সে ব'সে ভাব্‌ছি আমি কি কোনও ফল পেলাম—কিছুই না, কিছুই না। না, এ ভাবনাটা ভাল হয় নাই, আর একবার ভেবে দেখা যা'ক। আমি ইন্দু-ভূষণকে ভালবাসি, তা'র জন্যেই আমি বেঁচে আছি। তাকে পাবার জন্যেই কত উপায় করছি। উমাশশী এ সব কথা জানে না, এখন সে খুব সুখে আছে। তার মনে দুঃখ দিতে হ'বে। সে কষ্ট পেলেই ত আমার লাভ। উমাশশী দিন দিন এমনি করে ইন্দুভূষণের কাছে থাক্‌বে, আর আমি দিন দিন বসে বসে

এ সব দেখ্‌ব—তা হ'বে না। বরং গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মর্‌ব তবু একষ্ট সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। আমার মনে কি সাহস নাই ? আমি কি কোনও কায কর্‌তে পারি না ? আমি সব কর্‌তে পারি। আমার সাহস আছে। কিন্তু আজ রাতটা যে পোহায় না ? আঃ কি বিপদ ! পোড়া সূর্য্যের কি আজ হাত পা ভেঙ্গে গেছে ? গাছের পাখিগুলো আজ বোবা হ'য়েছে না কি ? উমাশশীর কোনও শক্তি আছে, হয়ত সে পাখিগুলোর মুখ বন্ধ করেছে। আমার মনে হচ্ছে, যে দিন থেকে উমাশশী এখানে এসেছে সেই দিন থেকে কোকিল গুলোর স্বর মধু মাখা হয়েছে, কিন্তু তাদের রব শুন্‌লে আমার কান যেন সেইদিন থেকে প্রত্যহ জলে উঠ্‌ছে।

কুকুর গুলোও যে আজ শব্দ করে না ? উমাশশী হয়ত তাদের নিষেধ করেছে। উমা বোধ হয় তাদের খেতে দেয়। উঃ ! উমাশশীই আমার সব কষ্টের মূল। সংসারে যত রকম খারাপ কায আছে আমি সব কর্‌তে পারি। আমি উমাকে মেরে ফেল্‌তে পারি। একি আমার মন এমন হ'ল কেন, কেউ শুন্‌তে পেলে না কি ? কে যেন বলে গেল 'উমাকে মারিস না— মার্‌তে পার্‌বি না।' মনোমোহিনীর মনে সন্দেহ হইল, সে বাহিরে গেল তথায় বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিল কোনও লোক আছে কি না। দেখিল বাহিরে কোনও লোকই জাগ্রত অবস্থায় নাই। ঝি দূরে একখান মাদুরের উপর শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে, মনোমোহিনী নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে তাহার নিকট গমন করিয়া দেখিল ঝি "জাগিয়া আছে কি না।" দেখিল ঝি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা। মনোমোহিনী দ্রুত গতিতে কক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া পুনরায়

ভাবিতে লাগিল "আচ্ছা তবে ঐ কথাই স্থির হ'ল। একি? আবার কেউ শুন্‌লে না কি? এ ছবিগুলো বোধ হয় আমার কথা শুন্‌তে পেয়েছে। যাই এগুলোকে বাহিরে রেখে দি। না। বাহিরে রাখা হ'বে না। ভিতরে সিন্ধুকে রাখি" এই ভাবিয়া মনোমোহিনী দেওয়ালের গায় লম্বমান চিত্রগুলিকে তথা হইতে সরাইয়া লইয়া নিকটস্থ সিন্ধুকের মধ্যে রাখিয়া দিল। মনোমোহিনী পুনরায় পর্য্যঙ্কে বসিয়া ভাবিতে লাগিল "উমাশশী—উমা—উ—মা—শ—শী—আমার সুখের পথে কাঁটা" একি? একি? একি? আমি উমাশশীর নাম করছি—কেউ শুন্‌তে পেলে না কি।"

মনোমোহিনী কথার শেষ না করিয়াই কি সন্দেহ করিয়া তাড়াতাড়ি পালঙ্ক হইতে উঠিয়া বাতায়নের নিকট গমন করিল। তাহার পরিধেয় বস্ত্রের অধিকাংশই পর্য্যঙ্কে থাকিল। তাহার শরীরের মধ্য দিয়া কে যেন তড়িৎশক্তি সঞ্চালিত করিয়া দিল। তাহার দেহ রোমাঞ্চিত হইল। সে বাতায়নের নিকট স্বীয় মুখ রক্ষা করিল। তাহার মস্তকের কেশদাম আলুলায়িত ভাবেই থাকিল। সে যেন উন্মাদিনী, তাহার মুখ কিঞ্চিৎ অবনত হওয়ায় তাহার শরীরও বক্র ভাব ধারণ করিল। বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। গৃহমধ্যে বাতাস প্রবেশ করায় শব্দ হইতে লাগিল। মনোমোহিনীর মনে ভয় হইল। বৃক্ষপত্রে শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। মনোমোহিনীর মনে হইল কে যেন তাহার কথা শুনিতেছে। দুই একটা মূষিক সমস্ত রজনী অকারণে লোকের অনিষ্ট করিয়া নিজ নিজ গর্ত্তে প্রতিগমন করিতেছে ও শব্দ করিতেছে মনোমোহিনী সন্দেহকলুষিতনেত্রে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছে এবং উৎকর্ণা হইয়া তাহাদিগের শব্দ শ্রবণ করিতেছে।

ক্রমে মনোমোহিনী চিন্তা করিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞা হইল। তাহার চক্ষু যেন ক্রোধে বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তাহার হস্ত যেন কোনও এক অমানুষিক কার্য্য সম্পাদনের জন্য ব্যগ্র হইল। কিন্তু ক্ষণেক পরে মনোমোহিনী আবার ভাবিল "উমাশশী আমার ভগিনী। সে আমায় ভালবাসিত, সে আমায় স্নেহ করে, ভালবাসে। ছি! ছি!! ছি!!! আমি উমাশশীর ভালবাসা নিয়ে থাকৃব, তবে ইন্দুকে নিয়ে থাকবে কে ? উমাশশী। বাঃ এই কি বিচার ?

সে কোনও কাযের কথা নয়। উমাশশী আমার সপত্নী, সে আমার শত্রু! চির শত্রু!!! যেমন ঋণ আর ব্যাধির শেষ না কর্‌লে অমঙ্গল হয়, তেমনি উমাশশীরূপ শত্রুর শেষ না কর্‌লে আমার মঙ্গল নাই।" এই ভাবিয়া মনোমোহিনী শয়ন করিয়া মনে মনে বলিল "একটু নিদ্রা যাই"।

যেমন মনোমোহিনী শয়ন করিল অমনি কোকিলগণ "কুহু কুহু" রবে রজনী-নিঃশেষ হইবার বার্ত্তা প্রচার করিতে লাগিল। মনোমোহিনী ক্রোধ সহকারে বলিয়া উঠিল "হতভাগা পোড়া কোকিল এতক্ষণ বুঝি উমাশশীর ঘুম ভাঙ্গে নাই তাই চুপ করে ছিলি ? আর মনোমোহিনী যেমন শুয়েছে অমনি চীৎকার কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লি ?" এই রূপে মনোমোহিনী কোকিলগণের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিয়া কক্ষের বাহিরে আসিয়া বসিল। এদিকে উমাশশী প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া অল্পক্ষণ পরে মনোমোহিনীর নিকট গমন করিয়া তাহাকে বলিল "মনোমোহিনি, তোর চেহারা অমন হ'ল কেন ? রাত্রে অসুখ হয়েছিল নাকি ?"

মনোমোহিনী বিরক্তি মিশ্রিত স্বরে উত্তর দিল "হ্যাঁ—।

কেন? তোর সে খোঁজে দরকার কি? বলি তুই এত সকাল সকাল উঠ্‌লি কি করে? ঘুম ভাঙ্গল ত'? ভাতার উঠেছেন?"

উমাশশী ধীর ভাবে উত্তর দিল "কৈ আজত আমার উঠ্‌তে বেলা হয়নি। আর তিনি ত অনেক ক্ষণ উঠে বাইরে গেছেন।"

মনোমোহিনী স্বর বিকৃত করিয়া বলিল "হ্যাঁ তোর কি বেলা হয়! তুই যখনই উঠ্‌বি তখনই সকাল বেলা—নয়?"

মনোমোহিনী পুনরায় বলিল "আর তোর ভাতার যত বেলা-তেই উঠুন, তুই বল্‌বি তিনি সকালে উঠেছেন। মনের মত মাগ !!! মাগ হ'য়ে কি ভাতারের নিন্দা কেউ করে থাকে?"

উমাশশী বলিল "মনোমোহিনি! ছোট বোন্ হ'য়ে দিদিকে কি এত করে ঠাট্টা কর্‌তে হয়? আমাকে কি অমন করে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলতে আছে? আয় দেখি তোর চোক গুলো ফুলেছে বুঝি? তুই কি রাত্রে কেন্দে ছিলি? কেন—কি কষ্ট হয়েছিল? তুইত স্বচ্ছন্দে আমার কাছে শু'য়ে থাকৃতে পার্‌তিস্। কেন যাস নি? আয় তোর চোক্ মুছিয়ে দি। তুই ভাব্‌চিস্ না কি? তুই যে দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছিস্। যা হোক আজ তাঁকে বলে তোর জন্যে একটা অসুধ আনিয়ে দেব।"

অভিমানিনী মনোমোহিনীর ক্রোধ বৃদ্ধি পাইল। সে তেজঃব্যঞ্জক স্বরে উত্তর দিল "যা যা যা তুই আমার বড় ভাল কর্‌তে এসেচিস্? আর তোর ভাতারকে "তিনি" "তাঁকে" এসব বলিস কেন? খোনা হয়েছিস্ না কি? আমাদের সোজা কথায় যা বলে তাই বল! এত চন্দ্রবিন্দু অনুস্বরের দরকার কি? তোর ভাতার কি পঞ্চবটী বনে তোর নাক কেটে দিয়েছে?"

"মনোমোহিনি! তিনি আমাদের পূজ্য, তোরও যেমন, আমারও

তেমনি। আমরা ত দুই বোন। তুই আমায় বড় হিংসা করিস, নয়? আচ্ছা তুই কেন তাঁর সঙ্গে ভাল করে কথা ক'স্ না? তুই কেন তাঁর কাছে বসিস্ না? তাঁর মনে কত দুঃখ হয়। তিনি তো'কে বড় ভালবাসেন। দ্যাখ্ আমাদের স্বামী বিদ্বান বুদ্ধিমান, একজন গণ্য মান্য লোক।"

"তোর ভাবনা কি লো? তুইত বড় লোকের মেয়ে, বড় ভাতারের মাগ, বড় শ্বশুরের বৌ। তোর বাপের কত বিষয় আসয় আছে। তোর ভাতার তোর কত আদর করে, তোর মত সুখী সংসারে আছে কে?"

"মনোমোহিনি, তুই আমায় "তোর স্বামী' "তোর ভাতার" এসব কথা বলে বার বার লজ্জা দিচ্ছিস্ কেন?"

মনোমোহিনী স্বর বিকৃত করিয়া বিদ্রুপব্যঞ্জক স্বরে বলিল "ওগো বাড়ীর লোক কে আছ গো? তোমরা দেখে যাও দিদির আমার ভারি লজ্জা হয়েছে। দিদি আমার ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা গেছেন।"

"আর ঠাট্টা করিস্ না। এখন যা বলি তাই শোন—তোরই স্বামী আমার নয়।" "মিথ্যাবাদী মেয়ে, এত কলাও জানিস্? এত চাতুরী কোন্ ভাতার শিখিয়েছে?"

"ঠাট্টা করিস্ না যা বলি তাই শোন। দ্যাখ্ তুই দায়ে পড়ে আমার সতিনী হয়েছিস্। কিন্তু মনে করে দ্যাখ্ তুই আমার বোন্। আমি তোর দিদি। দিদি যা বলে ছোট বোন্‌কে তা শুন্‌তে হয়।"

"দিদি যদি ছোট বোন্‌কে ভাতারটী ছাড়তে বলে, তা হ'লে?" "দিদি হ'য়ে কি তা কখনও ব'লে থাকে' আর এমন গুণবান্ স্বামী কি বিনাদোষে তোর মত স্ত্রীকে ছাড়্‌তে পারে?"

"ওলো ভাল পেলে কি কেউ মন্দ জিনিষ চায়? তুই যে তার চোকে আমার চেয়ে ভাল লো—সে দেখে তোর পটোলচেরা চোক, মদনের ধনুর ছিলার মত তোর ভুরু, তিলফুলের মত তোর নাক, পদ্মের মৃণালের মত তোর নরম নরম গোল গোল হাত পা, দাড়িম্বের মত তোর,—কলার গাছের মত তোর উরৎ— এইরূপে মনোমোহিনী উমাশশীকে বিদ্রুপ করিবার নিমিত্ত তাহার রূপ বর্ণনা আরম্ভ করিল। উমাশশী তাহাকে বাধা দিয়া বলিল "মনোমোহিনি, আমায় অমন করে ঠাট্টা করিস্ না। এতে অনেক দোষ হয়।" মনোমোহিনী পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বলিল "ওগো বাড়ীর লোক, তোমরা কোথা আছ গো" আমার শিক্ষা গুরুর উপদেশ শুনে যাও।" উমাশশী বলিল "মনমোহিনি, একটু আস্তে কথা বল্। আমার চেয়ে তোর চেহারা অনেক ভাল।" "বলি তা হ'লে কি হ'বে লো, তোর ভাতারের চোক দুটো নিয়ে আমাকে দেখ্‌তে পারিস্। সে যে তোকে ঠাকুর বলে জানে। সে মনে করে তুই সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।"

"মনমোহিনি, আর ঠাট্টা কর্‌তে হ'বে না এখন চল তাঁকে পা ধোবার জল টল দি গে। আমাদের খুব ভাগ্য যে আমরা অমন স্বামীর সেবা করতে পাচ্ছি।"

"যা যা যা তুই আর বেশী কথা বলিস্ না। সব করে দেখেছি। কিছুতেই কিছু হয় নাই। তুই কি জানিস্!!! তোর কি গুণ আছে। তোকে দেখে সে ভুলে গেছে। সব ভুলেছে। যা হ'বার তা হয়েছে। তুই ভাতার নিয়ে সুখে থাক। আমি না হয় মনে কর্ব্বো আমি বিধবা হয়েছি।"

"ছি! ছি! ছি!! সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!! অমন কথা বল্‌তে

নাই। এতে যে তাঁর অমঙ্গল হয় ? মনমোহিনি, তুই কি হয়ে গিয়েছিস ?”

“আমি যাই হ’য়ে থাকি তোর তা’তে কি ?”

আয় এখন দু’জনে তাঁর কাছে যাই।”

“যা। যা। যা। কথায় বলে শ্যাম কি থাকেন ছাড়া রাধা”। যাও রাধে শ্যামের বামে দাঁড়াওগে। এতক্ষণ ধরে বাঁ দিক শূন্য রাখ্‌তে আছে ? এতে যে শ্যামের অমঙ্গল হয়! যাও ঐ বংশীধ্বনি হচ্ছে। শীগ্‌গির যাও, তা না হ’লে তিনি অভিমানে রাগ করে মান ভরে চলে যাবেন। আবার তুমি কেন “মথুরা বাসিনী মধুর হাসিনী হয়ে বিবাগিনী হবে ?”

“মনমোহিনি, আমি তোর স্বামীকে পা ধোবার জল দিতে যাচ্ছি এতেও ঠাট্টা ? তোর বুদ্ধি সুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে না কি ?”

“যাও গো যাও আর কথায় কাজ নাই ঐ বাঁশী বেজেছে।”

উমাশশী চলিয়া গেল। মনোমোহিনীও হরিদাসীর বাটী যাইবার জন্য বহির্গতা হইল। পূর্ব্বে হরিদাসীই তাহার বাটী আসিত তাহাকে নিজে ইতঃপূর্ব্বে হরিদাসীর বাটী যাইতে হইত না। প্রয়োজন হইলে সকলকেই নীচ কার্য্য করিতে হয়। বাটী হইতে বাহির হইয়াই মনোমোহিনী দীননাথ বাবুকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিশ্বাস-না-অবিশ্বাস?

এই যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য জীবজন্তু, অগণ্য গ্রহনক্ষত্রাদি অনন্তকর্ম্মা অনন্তদেবের নিয়ম প্রতিপালিত করিতেছে, এই যে সুবৃহৎ সৌর জগতে সূর্য্যমণ্ডলকে কেন্দ্র করিয়া কত গ্রহাদি অবিরত তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, এই যে অকূল জলধিপরিবেষ্টিতা হ্রদনদীপর্ব্বতসমন্বিতা বসুন্ধরা মাতা অসংখ্য সজীব নির্জীবও পদার্থ হৃদয়ে ধারণ করিয়া অবিরত তীক্ষ্নবুদ্ধি মানবের মনে প্রীতির উৎপাদন করিতেছেন; এই যে মানবজাতি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা স্ব স্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান্ হইয়া অবিরত অসংখ্য সদসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে, এই যে অগণ্য নরনারী পরস্পরের সহিত আসক্তচিত্ত হইয়া পরস্পরকে অন্তঃকরণের

নিগূঢ় স্থল প্রদর্শন করিয়া পরস্পরের প্রীতি-ভাজন হইতেছে—এ সকলের মূলে কি আছে ?

আছে,—পথভ্রান্ত পথিকের একমাত্র অবলম্বন ধ্রুবনক্ষত্র-রূপ বিশ্বাস। বিশ্বাস যদি না থাকিত তাহা হইলে সংসারের সৃষ্টি কার্য্য পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইত। বিশ্বাস আছে বলিয়াই প্রাণিগণ সংসারে অবস্থিতি করিতেছে। বিশ্বাস আছে বলিয়াই বিহঙ্গগণ দিবাভাগে স্বচ্ছন্দে আহার বিহারাদি করিয়া রাত্রিতে নির্ব্বিঘ্নে বৃক্ষশাখায় নিদ্রা যাইতে পারে।

বিশ্বাস আছে বলিয়াই জলচরগণ অতল জলে থাকিয়া নিরাপদে স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করে। বিশ্বাস আছে বলিয়াই অমানিশার সান্দ্রতিমিরাচ্ছন্ন রজনীতে নর-নারী একত্র শয়ন করিয়া নিদ্রা-সুখ উপভোগ করিয়া থাকে।

সরলা উমাশশী মনোমোহিনীকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। মনোমোহিনী কিন্তু তাহাকে ঘৃণা করিয়া থাকে। উমাশশীর বিশ্বাস মনোমোহিনী ভগিনীস্নেহ বিস্মৃতা হইতে পারিবে না। কিন্তু মনোমোহিনী উমাশশীকে সপত্নী বলিয়াই জানে। সেই জন্যই সে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে না। সেই জন্যই সে ইন্দুভূষণকে উমাশশীর নিকট রাখিয়া নিশ্চিন্তা হইতে পারে না।

এ দিকে দুর্গাদাসী কলিকাতা হইতে রামপুর গ্রামে আসিয়াছে ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দুর্গাদাসী এক্ষণে পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া ভিক্ষুকের ন্যায় রামপুর গ্রামে দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিতেছে। সে হরিদাসীর গৃহে আগমন করিয়া থাকে। কথনও কথনও হরিদাসীর বাটীতে থাকিয়া সঙ্গীত দ্বারা তথায় অনেক ব্যক্তির মন আকৃষ্ট করিয়া থাকে। অনেকেই হরিদাসীর কুটীরের

নিকট দণ্ডায়মান হইয়া মনোযোগের সহিত তাহার সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া থাকে। সে যত গুলি গান করে সমস্তই বিরহ বিষয়ক। সমস্তই যেন তাহার হৃদয়ের নিগূঢ় স্থল হইতে বহির্গত হইয়া সমবেতব্যক্তিদিগকে তাহার সহিত সহানুভূতি করিতে উত্তেজিত করিতেছে। হরিদাসীর সহিত তাহার বিশেষ আলাপ হইয়াছে। সে গোপনে হরিদাসীর সহিত অনেক সময় অনেক বিষয় পরামর্শ করিয়া থাকে। হরিদাসীও অনেক কার্য্য তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সম্পন্ন করে না। হরিদাসীর বাটীতে সে প্রত্যহই ভিক্ষা করিতে আইসে। প্রতিদিন তথায় ভিক্ষা পায় কিনা জানি না।

মনোমোহিনী হরিদাসীর কুটীরের দ্বারে গিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিল; কিন্তু কোনও উত্তর পাইল না। দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ দেখিয়া মনোমোহিনী ভাবিল "হরিদাসী অন্যত্র গমন করিয়াছে, অল্পক্ষণ পরেই বোধ হয় ফিরিয়া আসিবে।" এই ভাবিয়া সে প্রাতঃকাল হইতে তথায় দণ্ডায়মানা থাকিল। বেলা প্রায় এক প্রহর অতীত হইল। হরিদাসী ফিরিল না। মনোমোহিনীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার উপক্রম হইল। রৌদ্রে তাহার কষ্ট হইতে লাগিল। সে অবশেষে স্থির করিল "এইবার বাটী ফিরিয়া যাই।" প্রত্যেক মূহূর্ত্তেই তাহার মনে হইতে লাগিল "হরিদাসী আসিতেছে।"

অবশেষে হরিদাসী ফিরিল। মনোমোহিনী দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া আনন্দিতা হইল। সে যেন সকল কষ্ট ভুলিয়া গেল। হরিদাসীর মস্তকে "এক বোঝা জ্বালানী কাষ্ঠ।" সূর্য্যদেব কিরণ বিস্তার করিতেছেন। মস্তকোপরি গুরুভার বিশিষ্ট কাষ্ঠখণ্ড সমূহ লইয়া হরিদাসী ধীরে ধীরে আগমন করিতেছে।

মনোমোহিনীর মনে হইতেছে দূর হইতে যদি হরিদাসীকে কেহ অবিলম্বে তাহার নিকট আনিয়া দেয়, অথবা সে যদি অবিলম্বে কোনও প্রকারে তাহার নিকট উপস্থিত হইতে পায় তাহা হইলে তাহার মনের আশা পূর্ণ হয়। হরিদাসী ক্রমে মনোমোহিনীর নিকট আসিল। তাহার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে। পবনদেব ধূলিকণা লইয়া তাহার গাত্রস্থ ঘর্ম্মবিন্দুনিচয়ের সহিত সংযুক্ত করিতেছে। সময়ে সময়ে পবনদেবের গতি অধিক হওয়ায় ধূলিরাশি উত্থিত হইয়া হরিদাসীর চক্ষুর উপর পতিত হইতেছে। হরিদাসী এক একবার পথ দেখিতে পাইতেছে না। হরিদাসী কখনও কণ্টকাকীর্ণ স্থানে পদার্পণ করিতেছে, কখনও বা কোনও গুল্মের উপর পতিতা হইতেছে। কখনও বা তাহার মস্তকস্থ দুই একটী কাষ্ঠ খণ্ড ভূপতিত হইতেছে। কাষ্ঠের বন্ধনগ্রন্থি শিথিল হইয়া যাইতেছে। তাহার পায়ে কাঁটা ফুটিতেছে। এইরূপ কষ্ট সহ্য করিয়া হরিদাসী, অবশেষে দ্বারদেশে আসিয়া উপনীতা হইল। মনোমোহিনী তাহার কষ্ট দেখিয়া তাহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল "হরিদাসি তোর বড় কষ্ট হয়েছে। একবার ঠাণ্ডা হ'য়ে বোস তার পর একটা কথা বলি।"

হরিদাসি বলিল "আর দিদি—আমাদের কি আর ঠাণ্ডা হ'বার সময় আছে? এখনি আবার বেরুতে হ'বে। দু ঘর চা'র ঘর না দেখ্‌লে কি পেট ভরে? তুমি দিদি এমন সময় কি জন্যে এলে বল।"

"হরিদাসী, তুই আমার বড় উপকারী লোক। তোর কাছে আমার একটী বিশেষ দরকার আছে। আমি বড় দায়ে পড়েছি। এ দায় থেকে তুই আমায় উদ্ধার কর্‌তে পারিস্ তা'হলে আমি চিরকাল তোর কেনা হ'য়ে থাকি।

"দিদি কি হ'য়েছে বল। আমার থেকে তোমার যে উপকার হ'বে আমি তাই কর্ত্তে রাজী আছি।"

"সংসারে উপকার না হয় কার দ্বারা ? কথায় বলে একটা সামান্য ঘাসের দ্বারাও অনেক সময় জীবন রক্ষা হয়। তা'তে তুই কি যে সে মেয়ে। তোর যে অনেক গুণ আছে।"

হরিদাসী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিল "দিদি— আমার যদি গুণই থাকবে, তাহ'লে কি আমায় এর দোর তার দোর করে ঘুরে বেড়াতে হয়, না—এমন রোদের সময় মাথায় করে কাঠের বোঝা আন্তে হয় ? আমার আজ খেলে কাল জোটে না, আমার বেচে কি সুখ বল। তোমরা যে আমায় একটু আধটু দয়া কর এই আমার পরম লাভ। এখন তোমার কি কাজ বল।"

"হরিদাসি, তুই বোধ হয় জানিস আমার এক সতিনী আছে।"

হ্যাঁ হ্যাঁ জানি বৈকি সে মাগী থাক্‌তে তোমার এক দিনের জন্যেও মনে সুখ হয় না। আহা ! দেখি দেখি দিদি তোর চোক দেখি; তুই কান্দছিস না কি ? আহা ! এমন সুন্দর চেহারা কি যেন হয়ে গিয়েছে !! তোর গায়ের আর সেই রং নেই, তোর চোক আর যেন তেমন ঢল ঢলে নেই এখন তোর চেহারা দেখ্‌লে মনে হয় যেন তুই দিন রাত কান্দ্‌ছিস্। তুই বোধ হয় দিদি অনেক ক্ষণ এখানে এসেছিস্, নয় ? রাত্রে ঘুম হয় নাই বুঝি ? কি হ'য়েছিল দিদি বল। আমরা পাঁচজন থাক্‌তে তোর এত দুঃখ !!!"

"হরিদাসী, বল্‌ব কি কাল সমস্ত রাত্রির মধ্যে এক বারও আমার ঘুম হয় নাই। কেবল ব'সে ব'সে ভেবেছি। মনে হচ্ছিল রাত পোয়ালেই হরিদাসীর কাছে গিয়ে মনের কথা

গুলো ব'লে প্রাণটা ঠাণ্ডা করব। কিন্তু রাত আর যেন পোয়ায় না। তার পর যদি সকাল হ'ল তবে ঐ মাগী যার নাম করতে ঘৃণা হয়, ঐ সেই আমার সতিনী উমাশশী না সর্ব্বনাশী আমার কাছে এসে কত কি বল্‌লে। আমি তাড়াতাড়ি তোর কাছে এলাম, মনে করে ছিলাম এসেই তোর দেখা পাব কিন্তু তা হ'ল না। তার পর এই খানে দাঁড়িয়ে তোর অপেক্ষায় ছিলাম। এখন আমার একটা উপায় করে দে।"

"একথা কি আর বেশী করে বল্‌তে হয়? আমি নিজেই সে দিন তোমায় বলব বলব মনে করেছিলাম, কিন্তু কি করি দিদি? আর বার বার তোমায় তুমি বল্‌তে পারি না, তুইত আর আমার পর নয়। তোর বাবু যে আমায় তোদের বাড়ী যেতে দেখ্‌লে চোটে ওঠেন। যা হোক তুই এসেছিস ভাল হয়েছে।"

"হরিদাসি, আমি যে কাযের জন্যে তোর কাছে এসেছি তার কি কর্‌বি বল্। হয় তুই আমার ঐ সতিনীটাকে ঘুচিয়ে দে, নয় আমার স্বামী যাতে ওকে নিয়ে ঘর কন্না কর্‌তে না পারে তার কিছু উপায় করে দে।"

"আর বল্‌তে হ'বেনা দিদি, আর বল্‌তে হ'বেনা। আমি সব বুঝেছি, আমি অনেক দেখেছি। যা হোক একটা ওষুধ আমার সন্ধানে আছে। দ্যাখ্ সে অসুধটা যদি রবিবার দিন কোনও রকমে তোর সতিন্ খায় তা হ'লে হয় সে মরে যাবে, নয় তার শরীর চির কালের জন্যে একেবারে ভেঙ্গে যাবে। আর তুই সেই সময়ে ইন্দুকে হাত করে নিতে পারবি না? দিদি কথা কি জানিস্, একটা লোককে একবারে মারা ভাল নয়। আমি সে ব্যবসা করি না। তাতে অনেক দায় ধাক্কা সহ্য কর্‌তে হয়।"

"আমার ইচ্ছা ওকে একেবারে শেষ করে দেওয়াই ভাল। তাও যদি না হয়, তাহ'লে তুই আমায় এমন একটা ওষুধ দে যাতে সে যেন সেই ওষুধ খেয়ে আর নড়্তে চড়্তে না পারে, পঙ্গু হ'য়ে চিরকাল বিছানায় শুয়ে থাকে, আর আমি তার মুখের কাছে রোজ রোজ ছুটী করে ভাত দিয়ে আস্তে পারি। ওর ঐ ভাল চেহারা যেন না থাকে। এমন একটী ওষুধ আমাকে এখনি দে। হরিদাসি, তোর পায়ে পড়ি আমায় রক্ষা কর।"

"দ্যাখ তুই কায বুঝিস্ না। সে রকম কর্‌লে যে দায়ে পড়্তে হয়। আর আমি যে ওষুধের কথা বলছি সেটা খেলে কেউ সন্দেহ কর্‌তে পার্‌বে না। সকলেই মনে কর্‌বে তার কোনও অসুখ হয়েছে। এ ওষুধ খেলে তার সার্‌তে এখন ২।১ বছর লাল্‌বে। সেই অবসরে তুই তোর স্বামীকে বশ করে নিবি, কেমন ? তা পারবি ত ?"

"পারি না কি ? আমি সব পারি, কথা কি জানিস্ এখন সে আমায় আর বিশ্বাস করতে চায় না। তাই আমার মনে পাঁচ রকম সন্দেহ হচ্ছে।"

"বিশ্বাস কি আপনি হয়, বিশ্বাস করিয়ে নিতে হয়। যা আজ থেকে আর তার সঙ্গে ঝগড়া করিস্ না। সে যা বল্‌বে তাই শুন্‌বি তাহ'লেই সে তোরে বিশ্বাস কর্‌বে। আজ থেকে দুজনে এক সঙ্গে বসে খাবি, এক সঙ্গে কায কর্‌বি, এক সঙ্গে স্বামীর সেবা কর্‌বি। তাহ'লেই বিশ্বাস জন্মাবে।"

"হরিদাসি আমার ওসব কর্‌তে ইচ্ছা নাই। তুই যখন বল্‌ছিস্ তখন না হয় একবার ঐ রকম করে দেখি।"

"রবিবার কবে ?"

পরশু রবিবার আর বুঝি অমাবস্যাও বটে। বেশ হ'য়েছে কেমন হরিদাসি ?”

“ঠিক—ঠিক তবে এই ওষুধ নিয়ে যা—এইটা খাইয়ে দিবি। তরকারী কি দুধের সঙ্গে সামান্য ছড়িয়ে দিলেই চল্‌বে। আর এক কথা বলি শোন।”

এই বলিয়া হরিদাসী আরও কিছু মনোমোহিনীকে বলিতে যাইতেছিল এমন সময় এক জন ভিক্ষুক আসিয়া হরিদাসীর গৃহে উপনীত হইয়া বলিল “হরি বল—হরি বল—হরি বল কে আছ গো—চারটী ভিক্ষা দাও না।”

হরিদাসী বলিল “মরতে জায়গা পাওনি, ভিখিরীর ঘরে ভিক্ষে ? লজ্জাও হয় না ? আমি ভিক্ষে করে খাই আর উনি এসেছেন আমার ঘরে ভিক্ষা কর্‌তে।” ভিক্ষুক বলিল “মা ভিখিরি কি ফিরিয়ে দিতে আছে। যেমন আছে তেমনি চারটী দিতে হয়। যদি না থাকে বল চলে যাই।”

“আছে বৈকি। তোমরা কোন জাত ?”

“আমরা হিন্দু। আমার জাত নাই বাবু। জাত হারালে যা হয় আমি তাই।” হরিদাসী এরূপ ভাবে কথা কহিতেছে যে তাহার কথা শুনিলে বোধ হইবে যেন সে বিরক্তা হইয়াছে এবং ভিক্ষুক তাহার অপরিচিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। ভিক্ষুক তাহার পরিচিত। হরিদাসী বলিল বাবাজীর গান টান এসে ?”

“এসে বৈকি মা, তবে ভাল গান ত জানি না।”

“আচ্ছা যেমন জান একটা গাও শুনি।”

“আমার গান শুনে নিন্দা টিন্দা কর্‌তে পাবে না।”

"আচ্ছা বেশ।"

এই সময়ে মনোমোহিনী ভিক্ষুককে দেখিয়া লজ্জিতা হইয়া তথা হইতে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। হরিদাসী তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিল "দিদি এই বাবাজী বেশ গান করে এক খান গান শুনে যা।" হরিদাসীর অনুরোধ মনোমোহিনীকে রক্ষা করিতেই হইবে। মনোমোহিনী অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাবাজীর গান শ্রবণ কবিবার জন্য হরিদাসীর কুটীরের ভিতর উপবেশন করিল। হরিদাসী বলিল "দিদি গানটা শোন্ তার পর তোর সঙ্গে আরও দুই একটা কথা আছে পরে বল্‌ছি।"

মনোমোহিনী অগত্যা তথায় থাকিল। হরিদাসী পুনরায় বাবাজীকে বলিল "বাবাজী, এক খানা গান গাও, তোমার বেশ গলা আছে।"

"না—মা আমার গলা টলা নেই তবে ভিক্ষা করবার মত গলা আছে। ভিক্ষা করবার মত গান জানি।"

"আচ্ছা তুমি যেমন জান একটা ভাল গান কর।"

বাবাজী গান করিতে লাগিল :—

"কি মজার ফুল ফুটেছে কাননে। ফুলের বাগানে।
নাচে ফুল আমোদভরে পবনের সনে।
নাচে ফুল গায় রে ভ্রমর, নাচে ফুল গায়রে ভ্রমর মধুময় তানে।
বলে ফুল গরবের ভরে, বলে ফুল গরবের ভরে, আদরে নাওরে
তুলে বঁধুদের তরে।
ভুলবে বঁধু, ফিরবে বঁধু, ভ্রমরের সনে, আমার ভ্রমরের সনে।

যাতি যুতি কেতকী, তিনটী ফুল, বাগানে, যাতি যুতির মধু
খেয়ে ভোমরা যায় কেতকীর কাছে
সেথা পায়না মধু, মাখে পরাগ, দোষ দেয় শুধু পবনে।"

"বাবাজীর গান শ্রবণ করিয়া হরিদাসী বলিল "বাবাজী তুমি এ গান কোথায় শিখ্‌লে ?"

"কেন আমাদের কি আর সখ নাই ? আমরা কি আমোদ করতে জানি না ?"

"আচ্ছা তুমি কত দিন এ বেশ নিয়েছ ?"

"অনেক দিন। ৩।৪ বছর হ'বে ?" "তোমার বাড়ী কোথায় ছিল ? তুমি এত অল্প বয়সে বাবাজী হ'লে কেন ?" সে অনেক কথা।"

"একটাও কি শুনতে পাই না ?" "না সে কথা বলবার যো নাই। এখন আমায় ভিক্ষা দিয়ে বিদায় করে দাও।"

"বাবাজী আর এক খান গান কর।"

"তোমাদের পছন্দ হবে ত ?"

"পছন্দ না হ'লে শুনতে চাইব কেন ? তুমি গাও।"

বাবাজী পুনরায় গান করিতে লাগিলেন। বাবাজীর গলা মধুর। মনোমোহিনীও মনোযোগের সহিত বাবাজীর গান শ্রবণ করিতেছে দেখিয়া হরিদাসী বলিল "বাবাজী এবার একটী ভাল গান গাও।"

বাবাজী গায়িলেন

"নগরে নগরে ফিরি, (আমি) পাই না মনের মানুষ রে।
দুখের জ্বালা সইতে নারি, ফিরি বেড়াই দ্বারে দ্বারে।
হয়েছিল একদিন মিলেছিল একধন, (তারে) হ'রে নিল কাল রে।
কয় না কথা, হয় না দেখা (আমি) ভাসি অকুল পাথারে।
(আমার) ভেঙ্গে দে'ছে, বুক্ দিয়ে গেছে দুখ (সে) আর কি
ফিরে আসবে রে।
সে পেয়েছে তাহারে, ভুলেছে আমারে, আর কি দেখা হ'বে রে।
শ্যামাচরণ কয়,করো না রে ভয়,ল'য়ে গেছে কাল,এনে দেবে কাল
(তোর) মনের মত নাগরে।"

এই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কি জানি কেন, মনোমোহিনীর মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। বোধ হইল "বাবাজী যেন তাহারই মনের কথা গুলি একে একে সঙ্গীতচ্ছলে ব্যক্ত করিতেছে।" মনোমোহিনী লজ্জাশীলতা ত্যাগ করিয়া বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবাজী এ গান তুমি কোথায় শিখ্‌লে। কে তোমায় এ গান গাইতে বলেছে।"

"কেন মা—— ?"

তোমরা বাবাজী লোক তোমাদের এ সব গান করা সাজে না। ভাল ভাল দেহতত্ত্বের গান গাইতে হয়। বাবাজী তোমার বয়স খুব কম দেখ্‌ছি। তুমি এ বয়সে এত কষ্ট করে ভিক্ষা করে বেড়াও কেন ?"

"কি কর্‌ব সংসার চলে না। আমার মনের গতি ভাল নয়, এই জন্যেই এই সব করে বেড়াই। যা হোক এখন ভিক্ষা দেন, চ'লে যাই।"

হরিদাসী ভিক্ষা দিল, বাবাজী চলিয়া গেল। বাবাজীর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মনোমোহিনী যেন কাতরা হইল। সে আর হরিদাসীকে অধিক কথা বলিতে পারিল না। সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিয়া নিজ গৃহে উপনীতা হইল।

এ দিকে বাবাজী কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় হরিদাসীর গৃহে ফিরিয়া আসিল। সে হরিদাসীর সহিত কি পরামর্শ করিয়া তাহাকে কয়েকটী বৃক্ষমূল প্রদান করিয়া চলিয়া গেল। মনোমোহিনীকে দেখিয়া ইন্দুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন "মনোমোহিনি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?"

মনোমোহিনী মুখভঙ্গি করিয়া বলিল কোথায় থাক্‌ব ? কোথাও যাই নাই। একবার পদ্মপিসিদের বাড়ী বসেছিলাম। কোনও কাজ্‌ ছিল কি ?

মনোমোহিনী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিরক্তিসহকারে বলিল আমার কাছে আর কি শুন্‌বে ? তোমার সাধের উমার কাছে শোন। আর কল্‌কাতায় শুনে এস।"

ইন্দুভূষণ ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু ধীরতার সহিত বলিলেন মনোমোহিনি, তুমি অত রাগ করে কথা বল কেন ? তুমি ভাল করে আমার সঙ্গে কথা কওনা কেন ?"

মনোমোহিনী বিরক্তির সহিত বলিল কে কথা কয়না ? তুমি না আমি। আমি তোমার অবিশ্বাসী, তোমার সাধের উমার অবিশ্বাসী, আমি তোমার কাছে অপরাধী, তোমরা আমায় দেখ্‌তে পার না! তুমি উমাকে নিয়ে" সুখে থাক। আমার সঙ্গে কথা কহিবার দরকার নাই।"

মনোমোহিনী ইন্দুভূষণের সহিত কথা কহিতেছে এমন সময় উমাশশী আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল :—মনোমোহিনী "কোথায় যাস্‌ ?

মনোমোহিনী স্বর বিকৃত করিয়া বলিল "কেনগো তোমার ক্ষতি কি ? তোমার ভাতারটী নিয়েত আর আমি দেশ ছেড়ে চ'লে যাই নাই।"

এই সময়ে ইন্দুভূষণ মনোমোহিনীকে তিরস্কৃতা করিলেন। মনোমোহিনী পুনরায় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "সংসারে আমার থাক্‌বার জায়গা আর নাই। লোকের বাড়ী গিয়ে যে দু চার দণ্ড ব'সে মনের কথা ব'লে মন খোলাসা করব তাও তোমার উমাশশীর প্রাণে সহ্য হয় না।"

ইন্দুভূষণ বলিলেন "তুমি আজ থেকে আর কারো বাড়ী যেতে পাবে না ?"

"আমিত অন্য কোনও দিন কারো বাড়ী বেড়াতে গিয়ে বেশীক্ষণ থাকি না। আজকে বামুনদের পদ্মপিসির কাছে একটু ব'সে ছিলাম, তাই দেরী হ'ল—তা'তে এত কথা !!! রাজার মন্ত্রী থেকেই রাজা মাটী হচ্ছে। যে মাগ মন্ত্রী পেয়েছ—সাত জন্ম তপস্যা করেও কেউ এমন মন্ত্রী পায় না। এমন বৃহস্পতি আর কোথাও মিল্‌বে না।"

"যাও আর ও কথায় কায নেই এখন দুজ'নে মিলে মিশে সংসারের কায কর্ম্ম দেখ গে।"

মনোমোহিনী আর কোনও কথা না বলিয়া ক্ষুণ্ণ মনে কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া প্রথমে ইন্দুভূষণের শয্যার নিকট গমন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার নেত্র হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। উমাশশী বা ইন্দুভূষণ কেহই তাহা দেখিতে পাই-লেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে মনোমোহিনী কি চিন্তা করিয়া প্রফুল্ল-চিত্তা হইল। সে নিজেই উমাশশীর সহিত অগ্রে বাক্যালাপ

করিল। মনোমোহিনী বলিল "আমি যদি একবার দুবার কারো বাড়ী যাই তাহ'লে সে কথা কি বলে দিতে হয় ?"

উমাশশী বলিল "আমি কিছুই বলে দিই নাই। উনি নিজেই তোমার খোঁজ নিচ্ছিলেন।"

"আচ্ছা এবার থেকে তোমার অনুমতি না নিয়ে আর কোথাও যাওয়া হ'বে না।"

ইন্দুভূষণের আদেশানুসারে উমাশশী ও মনোমোহিনী কয়েক দিন নির্ব্বিবাদে অতিবাহিত করিল। হরিদাসী এক দিন মনো-মোহিনীর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া বলিল "দেখ দিদি, এইটা তোমার সেই বাবাজীর কাছ থেকে পেয়েছি। আর এইটা তাকে দিও।"

মনোমোহিনী কোনও কথা না কহিয়া নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে প্রদত্ত দ্রব্য দুইটী গ্রহণ করিল।

বেলা প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে। উমাশশী ও মনোমোহিনী আহার করিতে বসিয়াছে। মনোমোহিনী কত প্রকার নূতন পুরাতন গল্প বলিতেছে উমাশশী শ্রবণ করিতেছে। উভয়েই হাস্য করিতেছে। অদ্য উভয়েই যেন আনন্দিতা।

উমাশশীর আহার্য্য দ্রব্যের প্রতি মনোমোহিনী গল্প করিতে করিতে এক একবার দৃষ্টিপাত করিতেছে। উমাশশী বিষ মিশ্রিত ব্যঞ্জনের কোনও অংশ আহার করিয়াছে কিনা মনোমোহিনী কেবল তাহাই অবলোকন করিতেছে। মনোমোহিনীর আনন্দ কপট। উমাশশী স্বভাবতই প্রফুল্লচিত্তা। যাহা হউক উমাশশী ও মনো-মোহিনী আহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আহারান্তে উভয়েই একত্রে এক পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিল।

অল্পক্ষণ পরেই উমাশশীর শরীর অসুস্থ হইল। উমাশশী শয়ন করিল। মনোমোহিনী জিজ্ঞাসা করিল "কি দিদি, শু'য়ে পড়্‌লি কেন ? কোনও অসুখ হ'য়েছে না কি ?"

"হ্যাঁ আজ খেয়ে বড় অসুখ বোধ হ'য়েছে, তাই শরীর গরম হ'য়েছে। আর একটা পান খাবি ?"

"না আমি এখন কিছুই খাব না। তুই একবার তাঁকে ডাক। বোধ হয় আমার বমী হ'বে।"

এই বলিয়া উমাশশী বমন করিতে লাগিল। ক্ষণেকের মধ্যেই তাহার শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইল। তাহার হস্ত পদাদি যেন নীলবর্ণ ধারণ করিল। সে পুনরায় মনোমোহিনীকে বলিল "মনোমোহিনি একবার তাঁকে ডাক।"

এই সময়ে মনোমোহিনীও বমন করিতে লাগিল। ক্রমে ঝি আসিয়া উভয়েরই অবস্থা দেখিয়া ইন্দুভূষণকে সংবাদ দিল।

ইন্দুভূষণ অবিলম্বে তথায় উপনীত হইয়া উমাশশীর অবস্থা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি উমাশশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ অসুখ কতক্ষণ হ'য়েছে ?"

উমাশশী তাঁহাকে নিকটে যাইতে ইঙ্গিত করিল। ইন্দুভূষণ তাহার নিকট গমন করিলে সে ইন্দুভূষণকে "কানে কানে" কি বলিল।

মনোমোহিনীও এই সময়ে তাহার নিকটে গিয়া বলিল "কি দেখ্‌লে দিদির অসুখ কি খুব বেশী ? আমারও ৩।৪ বার বমী হ'ল।"

মনোমোহিনীর স্বরে যেন কাতরতা ও সহানুভূতি মিশ্রিত আছে, ইন্দুভূষণ তাহার কথায় কোনও উত্তর না দিয়া ঝিকে বলিলেন "ঝি বাবাকে ডাক।"

ঝি তৎক্ষণাৎ দীননাথ বাবুকে সঙ্গে লইয়া তথায় প্রত্যাগমন করিল। দীননাথ বাবু অবিলম্বে ২।৩ জন বিজ্ঞ চিকিৎসক আনাইয়া উমাশশীর ও মনোমোহিনীর চিকিৎসা আরম্ভ করাইলেন।

চিকিৎসকেরা বলিলেন "উমাশশী নিশ্চিতই কোনও কঠিন বিষ উদরস্থ করিয়াছে। মনোমোহিনীও বোধ হয় সামান্য পরিমাণে কোনও বিষ উদরস্থ করিয়াছে। উমাশশীর অবস্থা মন্দ, মনোমোহিনীর অবস্থা কিছু ভাল।"

দীননাথ বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহার সন্দেহ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন "এ সকল কার্য্য করে কে ? এই সেদিন কে ইন্দুকে বিষ খাওয়ালে। গিন্নীও সেদিন খাবার জিনিষের সঙ্গে কি বিষ খেয়েছিল। আজ দেখ্‌ছি এ মেয়ে দুটোকেও কে বিষ খাইয়েছে। এর মূল কে ? আমি এখন কি করি ? এমন অবিশ্বাসী লোক আমার বাড়ী কে আছে ?"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

উমেশ বাবুর বিদেশগমন

উমাশশীর ব্যাধি ক্রমশঃই প্রবল হইতে লাগিল। ইন্দুভূষণ যত্নের সহিত তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রায় সর্ব্বদাই উমাশশীর নিকটে থাকিতেন। মনোমোহিনীকে উমাশশীর নিকট আগমন করিতে দিতেন না। মনোমোহিনী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিল। মনোমোহিনী যাহাতে উমাশশীকে কোনও দ্রব্য খাইতে দিতে না পারে তজ্জন্য ইন্দুভূষণ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। তিনি মনোমোহিনীকে সন্দেহের দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে লাগিলেন।

মনোমোহিনী এক্ষণে প্রায়ই একাকিনী অবস্থিতি করিয়া থাকে। সে একাকিনী নানাবিধ চিন্তা করিয়া থাকে। ইন্দুভূষণের সমস্ত "ভালবাসা" বা "পত্নীস্নেহ" পাইবার জন্য সে সংসারের সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে ইহাই তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। ইন্দুভূষণকে সে যেরূপ ভাবে ভক্তি করিতে বা

"ভালবাসিতে" চেষ্টা করে তাহা ইন্দুভূষণের অভিপ্রেত নহে ইহা মনোমোহিনী অবগতা নহে। ইন্দুভূষণ যে তাহার কর্কশ বচন সহ্য করিতে অক্ষম ইহা সে একদিনের জন্য ও চিন্তা করে না।

মনোমোহিনী দেখিল সকলেই তাহাকে ঘৃণা করিতেছে। সকলেই পীড়িতা রুগ্না উমাশশীর প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছে এবং তাহাকে স্নেহ করিতেছে। সে যাহা ভাবিয়াছিল তাহার বিপরীত হইল। এক্ষণে আর কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতে ইচ্ছা করে না। সে উমেশবাবুকে সংবাদ দেওয়া স্থির করিয়া তাহাকে লিখিল :——

"পিতা ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণেষু—

আমি এখানে আসিয়া কিছু দিন বেশ সুখে ছিলাম। তার পর হতভাগীর মেয়ে সর্ব্বনাশী উমাশশী আসিয়া আমার অন্তর দগ্ধ করিতেছে। সে আমার শ্বশুর শ্বাশুড়ীর নিকট অবিরত আপনার নিন্দা করিয়া থাকে। তজ্জন্য তাঁহারা সকলেই আমাকে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। উমাশশী হতভাগী না কি কখন আহারের সঙ্গে ছাই ভস্ম বিষ খাইয়াছিল তাহাতেই তাহার শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছে। তাহার বাঁচিবার আশা নাই। বাড়ীর লোক আমাকে সন্দেহ করিতেছে। লজ্জায় ঘরের ভিতর বসিয়া থাকি। ভাবিয়া ভাবিয়া সমস্ত দিন অতিবাহিত করি। আপনি পত্রপাঠ এখানে আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন নতুবা আমার কোনও উপায় করিয়া দিবেন। যদি আপনি অবিলম্বে আমার কোনও উপায় না করিয়া দেন তাহা হইলে আর আমাকে দেখিতে

পাইবেন না। আমি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিব। আপনি পিতা, অধিক কথা আর কি লিখিব—সপত্নীর জ্বালা বড় জ্বালা। আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। উমাশশী নিশ্চয়ই বাঁচিবে না। তবে আপনি আসিয়া অবিলম্বে আমার কোনও উপায় করিয়া দিয়া যাইবেন নতুবা আমার প্রাণ যাইবে। আপনার মত পিতা থাকিতে আমার এত কষ্ট! এই জন্যই আমার দুঃখ বেশী হইয়া থাকে।

দাসী শ্রীমতী মনোমোহিনী।

পত্রখানি লিখিয়া মনোমোহিনী মনে যেন শান্তি পাইল। উমেশ বাবু যথা সময়ে পত্রখানি প্রাপ্ত হইলেন। পত্র খানিতে লিখিত বিষয় গুলির আলোচনা করিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন। কিন্তু ক্ষণের মধ্যে তাহার স্বাভাবিক দৌর্জ্জন্য মনোমধ্যে উদিত হওয়ায়, তাহার জড়তাপন্ন মনোবৃত্তি সমূহ সতেজ হইয়া উঠিল। তিনি উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। তিনি উমাশশীর অনিষ্ট করণ রূপ ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন। অগ্রে তাহার অনিষ্ট করিয়া পরে ইন্দুভূষণের পিতা মাতার অপরাধের দণ্ড করা যাইবে ইহাই তিনি স্থির করিলেন।

উমেশ বাবু কাহাকেও কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। তিনি অন্য গৃহিণীর সহিতও পরামর্শ করিলেন না। অদ্য তিনি স্বয়ং এক উপায়ের উদ্ভাবন করিয়া হাবড়া রেলওয়ে ষ্টেসনে আগমন করিলেন। তথায় বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করিয়া পশ্চিমাভি-মুখে গমন করিতে লাগিলেন। দুই তিন দিনের মধ্যেই তিনি হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী একস্থানে উপনীত হইলেন। এই স্থান হিমা-

লয়ের পাদমূলে অবস্থিত। অনেক যোগী সন্ন্যাসী এইস্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। এই স্থানের দক্ষিণপশ্চিমে অনতিদূরে হরিদ্বার সহর অবস্থিত।

এই স্থানটী অতীব রমণীয়। পবিত্রসলিলা সুরধুনীর কৃপায় এই স্থানটীও হিন্দুদিগের পুণ্যময় তীর্থ। হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী থাকায় ইহাও তাহাদিগের তীর্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

অদূরে গিরিবর হিমাচল অভ্রভেদী শুভ্রনীহারমণ্ডিত শৃঙ্গ সমুন্নত করিয়া ভারতের কার্য্যকলাপ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। বিবিধ বৃক্ষলতাদি ফলপুষ্পোপহার লইয়া প্রতি-নিয়ত গঙ্গামাতার ও মাতৃসেবকগণের মনস্তুষ্টিসাধন করিতেছে। কোথাও বা সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। তাহারা স্বাভাবিক শত্রুতা পরিহার করিয়া স্বচ্ছন্দে হিমাদ্রির পাদমূলে অবস্থিতি করিতেছে। কোথাও বা হরিদ্বর্ণ তৃণাচ্ছন্ন উপত্যকার উপর দর্পকল ককুদ্মান্ নিঃশঙ্ক হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। কোথাও মৃগকুল দলবদ্ধ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে পশুরাজের নিকট দিয়া গমনাগমন করিতেছে। কুত্রচিৎ দুই একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী সহোদরা ভগিনীর ন্যায় গঙ্গামাতার উৎসঙ্গে আরোহণ করিতেছে। আনন্দে মাতার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে সন্ততিগণ মাতার শরীরে মিলিত হইয়া এক পবিত্র ধামে গমন করিতেছে। কোথাও বা অধিত্যকাস্থিত তরু-গুল্মাদিপরিবৃত স্থান দূর হইতে জাহ্নবীতরঙ্গের কল কল নাদ শ্রবণে পুলকিত হইয়া নির্ঝরপ্রবাহচ্ছলে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে। নানাজাতীয় বিহঙ্গগণ সুমধুর স্বরে সঙ্গীত করিয়া গঙ্গামাতার প্রীতিসাধন করিতেছে। এই স্থান যেন সিদ্ধাশ্রম।

ভূচর, খেচর, জলচর সকলেই যেন শান্ত। দেবাদিদেব মহাদেব এইস্থান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও রমণীয় জ্ঞান করিয়া এইস্থান হইতে স্বশিরঃস্থিতা গঙ্গাদেবীকে মর্ত্তালোকের উদ্ধার সাধনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। হরিদ্বার সহরের অভ্যন্তরে সমস্তই যেন বিপরীত নীতির বশবর্ত্তী। সর্ব্বত্রই হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি দুর্ব্বৃত্তিনিচয় কুলটা রমণীগণের ন্যায় হৃদয়াকর্ষক পরিচ্ছদে স্ব স্ব দেহের কুৎসিৎভাব সমাবৃত করিয়া স্বল্পবুদ্ধি ক্ষুদ্রচেতা মানবগণকে বশীভূত করিতেছে। ভয়নামক দুর্দ্দান্ত দৈত্য প্লেগনামক ভীষণমূর্ত্তি কৃতান্তানুচরের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়া এই নগরে অবস্থিতি করিতেছে। তাহারা নিরাশারূপ এক সুদীর্ঘ সুবিশাল জালের প্রান্তদ্বয় ধারণ করিয়া হরিদ্বারবাসী মানবরূপ মীনগণকে অক্লেশে স্ববশে আনিয়া সফলকাম হইতেছে। নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণের অত্যাচাররূপ ভীষণদস্যু হারদ্বারবাসিগণের ধনরত্নাদি অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে নিঃস্ব করিতেছে। নিযুক্ত শান্তিরক্ষকগণ হরিদ্বারবাসী জনগণের সুকৌশলরক্ষিত রমণীরূপ দুর্লভ পবিত্র রত্ন কখনও অপহরণ করিয়া, কখনও বা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, কখনও তাহার কোমলাঙ্গে দুর্ব্বিষহা যন্ত্রণা দিয়া আপন আপন পাশববৃত্তিরূপ অনলে অসম্পূর্ণরূপে সলিল সেচন করিয়া তাহার কথঞ্চিৎ উপশমে কৃতকার্য্য হইয়া অশান্তিকারক নামের সার্থকতা করিতেছেন। সুখশান্তিরূপ মলয়ানিল হরিদ্বারবাসিগণকে পরিত্যাগ করিয়া প্লেগমৃত দেহ হইতে উত্থিত দূষিত বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহাদিগের মনে অবর্ণনীয় কষ্টের উৎপাদন করিতেছে।

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইয়াছে। হরিদ্বার নগরের

অধিকাংশ ব্যাক্তিই জাগ্রত। কেহ ভয়ে, কেহ লজ্জায়, কেহ লাভের আশায়, কেহ "পেটের দায়ে" এইরূপে প্রায় সকলেই অবস্থিতি করিতেছেন।

একটী কুটীরে প্লেগ প্রবেশ করিয়াছে। গৃহস্বামী অদ্য প্রাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছেন। তাঁহার বিধবা পত্নী ২।৩টী শিশু সন্তান লইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার নাম শ্রীমতী মান কুমারী। মান কুমারী কিরূপে তিনটী পুত্র লইয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিবেন ইহাই তিনি চিন্তা করিতেছেন। পুত্রত্রয়কে একখানি মাদুরে শয়ন করাইয়া স্বয়ং তাহাদের পার্শ্বে বসিয়া আছেন। তিনি এক এক বার তাহাদের চন্দ্রবদন দর্শন করিতেছেন এবং এক এক বিন্দু অশ্রুপাত করিতেছেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহার চিন্তা হইতেছে অদ্য কিম্বা কল্য এক জনকে হয়ত হারাইতে হইবে।

কিয়ৎক্ষণ পরে দুইটী বালক ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহারা ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে। গৃহে আহার্য্য বস্তু নাই বলিলেও চলে। "পুলিশের" লোকে প্রায় সকল দ্রব্যই দগ্ধ করিয়া দিয়াছে অর্থাৎ প্লেগের ভুক্তাবশেষ সর্ব্বভুকের মুখে দিয়াছে। মানকুমারী অনেক অনুসন্ধানের পর একটী হাঁড়ির মধ্য হইতে প্রায় ৵৹ এক পোয়া গম বাহির করিয়া একটী পাত্রে রাখিলেন। পাত্রে কিঞ্চিৎ জল দিয়া চুল্লীর উপর পাত্রটী স্থাপিত করিলেন। এবং পাত্রের নিম্নে জ্বাল দিতে লাগিলেন। মানকুমারী এক একবার পুত্রগণের মুখাবলোকন করিয়া তাহাদিগকে প্রবোধবচনদ্বারা শান্ত করিতেছেন ও এক এক খণ্ড কাষ্ঠ চুল্লীতে অর্পণ করিতেছেন।

গম সিদ্ধ হইল তথাপি তিনি পাত্রটী চুল্লী হইতে নামাইলেন না বরং তাহাতে আরও জল ঢালিয়া দিলেন। পুত্রত্রয় ক্রন্দন করিতেছে তথাপি নিষ্কর্ম্মার ন্যায় বসিয়া আছেন।

তাহারা যখন ক্রন্দন করিতেছে তখন তিনি বলিতেছেন "বাবা একটু অপেক্ষা কর এখনি খাবার প্রস্তুত হ'বে।" তাহারা ক্ষণ কাল বিরত হইয়া পুনরায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন মানকুমারী বলিতে লাগিলেন "বাবা আর দেরী নাই এই হ'ল।" তাঁহার এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে তাহারা ক্রন্দন করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া আপনিই নিদ্রিত হইয়া পড়িবে। নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহারা হয়ত অধিক খাইতে পারিবে না। যে আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে হয়ত তাহাতেই দুই জনের উদর পূর্ণ হইতে পারে।

এই সময়ে মানকুমারীর কনিষ্ঠ পুত্রটী জাগ্রত হইল। জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয় ক্রন্দন করিয়া ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত হইল। তাহার কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স ১ এক বৎসর মাত্র। সে ক্রন্দন করিতে লাগিল। মানকুমারী বুঝিতে পারিলেন সে ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে। তিনি মনে করিলেন স্তন্য দিয়া তাহাকে শান্ত করিবেন কিন্তু তাঁহার স্তনে দুগ্ধ নাই বলিলেও চলে। চিন্তায় তাঁহার শরীর কৃশ হইয়া গিয়াছে। তিনি অনাহারে থাকায় তাঁহার স্তনদ্বয় শিথিল ও বিশুষ্ক প্রায় হইয়াছে। শিশু মতৃস্তন্য পান করিতে গিয়া জননীর নিকট প্রতারিত হইল। জননী রোরুদ্যমান শিশুকে কিরূপে শান্ত করিবেন বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কেবল আপন দুরদৃষ্টের উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। মানকুমারী বিলাপ করিতে লাগিলেন "বাবা! তোমরা আমার মত হতভাগিনীর গর্ভে জন্মিয়ে এই কষ্ট পাচ্ছ। আমি যদি মরে যাই তা'হলে তোমাদের কষ্ট

আরও বেশী হ'বে, কিন্তু এখন কি করি ? দেশে ফিরে যাই কি ক'রে ? পুলিশের লোকে অত্যাচার করে শুনেছি। গোরা পল্টন-বা প্লেগ ধরতে পারবে বলে বড়লাট সাহেব বাহাদুর কলিকাতা থেকে তাদের না না স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হয়ত তারা অত্যাচার করবে, তখন কি হ'বে ? হয়ত খানাজংসনের টাটির ঘরে পুরে রাখ্‌বে। আমার কাছে প্লেগ থাকবে না, তবু খানা জংসনে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত পরীক্ষা হ'বে। যদি টাটীর ঘরে পুরে রাখে, তাহ'লে বাছাদের আমি কি করে রাখব। হয়ত তারা না খেতে পেয়ে মরে যাবে। হাতে টাকা নেই, যাই বা কি করে,কার কাছেই বা টাকা ধার করি ? আমাদের দেশে সংবাদ দেয় এমন লোকও ত নাই। আমার আর কিছুই নাই। ২।১টী সামান্য দামের যে জিনিস পত্র ছিল তাও পুলিস নিয়ে গেছে। লোকের কাছে এসব কথা বলবার যো নাই। যারা নালিস শুন্‌বে তারা যদি আমার জিনিস নে যায়, তাহ'লে আমার উপায় কি আছে ? আহা ! বাছারা আমার না খেয়ে ঘুমিয়ে গেল। এক দিন তাদের মুখে কত মিষ্টান্ন দিয়েছি আজ বাছাদের মুখে একটু দুধ পর্য্যন্ত দিতে পার্‌লাম না !"

উমেশ বাবু এই সময়ে মানকুমারীর কুটীরের নিকট দিয়া যাইতে ছিলেন। মানকুমারীর বিলাপধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি অনুচর বর্গের সহিত কুটীর দ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন দুইটী বালক নিদ্রা যাইতেছে ; মানকুমারী অপর একটী শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বিলাপ করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে এক একটী কাষ্ঠ খণ্ড চুল্লীতে প্রদান করিতেছে।

মানকুমারী উমেশ বাবুকে দেখিয়া সশঙ্কা হইলেন এবং ভিতর

হইতে কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তিনি উমেশ বাবুকে ছদ্মবেশী পুলিসের লোক মনে করিয়া ভীতা হইলেন। উমেশবাবু তারস্বরে বলিতে লাগিলেন "ভয় নাই! ভয় নাই, ভয় নাই!! আমি লাল পাগড়ী নই। আমি বাঙ্গালী। সত্য সত্যই বাঙ্গালী! কা পুরুষ বাঙ্গালী!! আমার হাতে রুল নাই!!! আমি নিরস্ত্র, বোকা বাঙ্গালী। আমি পেলেগ ধরতে আসি নাই। তুমি দ্বার খোল।" মানকুমারী উমেশ বাবুর কথা শ্রবণ করিয়া যেন কথঞ্চিৎ আশস্তা হইলেন। তিনি কুটীরের দ্বার খুলিলেন। লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া তিনি উমেশ বাবুকে কাতর স্বরে বলিলেন "মহাশয় আমার আর কেউ নাই। আমি বড়ই দুঃখিনী। আজ প্রাতে আমি বিধবা হইয়াছি। আজই আমার বড়ছেলে মারা গেছে। আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এমন দিন বোধ হয় আর কারো হয় নাই। আমার ঘরে যা কিছু ছিল, সব পুলিসের লোকে নিয়ে গেছে। ছেলেদের খাবার আর কিছুই নাই। সামান্য গমছিল তাই এই চুলোর উপর চড়িয়ে দিয়ে ছেলেদের ঘুম পাড়িয়েছি, মহাশয় আমার দুঃখের কথা শুনে কায নাই। আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন যান। আমার মত হতভাগিনীর সঙ্গে কথা কহিলেও পাপ হয়?"

উমেশবাবু মানকুমারীর কথা শ্রবণ করিয়া কয়েকটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তৎপরে তিনি মানকুমারীকে বলিলেন "মা, তুমি ছেলেদের নিয়ে আমার সঙ্গে এস। আমার বাসায় যে খাবার আছে, তাই তাদের দেবে।" মানকুমারী উমেশ বাবুর প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন। উমেশ বাবুর আদেশ অনুসারে তাঁহার জনেক অনুচর মানকুমারীর অপর দুইটী পুত্রকে ক্রোড়ে লইল।

মানকুমারী আপন কনিষ্ঠ পুত্রটীকে নিজ অঙ্কে লইয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে করিতে উমেশ বাবুর সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহারা উমেশ বাবুর "বাসা বাটীতে উপনীত হইলেন। তথায় উমেশ বাবু তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া বলিলেন "মা তুমি আমার বাসায় থাক, তোমার কোনও কষ্ট হ'বে না। কাল সকালে তোমায় দেশে পাঠিয়ে দেব। তোমার খাবার জন্যে যা খরচ পত্র হ'বে সমস্তই আমি দেব। তোমার কোনও চিন্তা নাই। আজ রাত্রেই যাতে তোমার যাবার বন্দোবস্ত হয় তার চেষ্টা দেখি।"

মানকুমারী উমেশ বাবুর সদাশয়তা সন্দর্শন করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল এ জীবনে উমেশ বাবুর উপকার তিনি বিস্মৃতা হইতে পারিবেন না। উমেশ বাবু তাঁহার প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিলেন।

পাঠক মহাশয় বিস্মিত হইবেন না। প্লেগের সময় পুলিসের অত্যাচার এরূপ ভয়াবহ হইয়াছিল যে তদ্দর্শনে পাষাণ পর্য্যন্ত বিগলিত হইয়াছিল। উমেশ চন্দ্রের কঠিন হৃদয় মানকুমারীর-দুঃখ দেখিয়া ব্যথিত হইল। উমেশ বাবু নিষ্ঠুর। দয়া তাঁহার মনে প্রায়ই স্থান পায় না। একথা সত্য হইলেও এখানে তাহার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল। সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। সুকঠিন কাষ্ঠ খণ্ডেও অলক্ষিতভাবে জলকণা বিরাজ করিতে পারে, বিশুষ্ক বালুকাগর্ভ-নদী মধ্যেও অদৃশ্যভাবে জলবিন্দু বা জলস্রোত থাকিতে পারে; কঠিন-কাণ্ডবৃক্ষ হইতেও সুমধুর নির্য্যাস নির্গত হইয়া পথ-শ্রান্ত পথিকের পিপাসা দূর করিতে পারে। এ সকল কার্য্য সংসারে বিরল, কিন্তু এরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। এই সকল কার্য্য

যে শক্তিবলে সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং হইতে পারে কঠিনহৃদয় উমেশ বাবুর মনেও এক্ষণে সেই নিয়ম অনুসারে দয়ার উদ্রেক হইল।

কিন্তু উমেশ বাবু স্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা কি কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন? দর্পণে যেরূপ সকল প্রকার অস্বচ্ছ দ্রব্যেরই প্রতিবিম্ব পতিত হয় তদ্রূপ উমেশ বাবুর মন দর্পণে সকল প্রকার নিষ্ঠুর কার্য্যই আশ্রয় পাইয়া থাকে। দর্পণের শক্তি ও কার্য্য এবং উমেশ বাবুর শক্তি ও কার্য্যে প্রভেদ এই যে দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বসকল দর্পণে স্থায়ী হয় না, তাহারা যে সকল অস্বচ্ছ দ্রব্যের অধীন সেই সকল অপসারিত হইলেই তাহারা অন্তর্হিত হয়, কিন্তু উমেশ বাবুর হৃদয়দর্পণের প্রতিবিম্ব সকল স্থায়ী ও সেই হৃদয় দর্পণের অধীন।

মানকুমারীকে নিজ আলয়ে রাখিয়া উমেশ বাবু কয়েক জন অনুচর সহ বহির্গত হইলেন।

নিশীথ সময়। রজনী সান্দ্রতমসাচ্ছন্ন, নিকটের মানুষ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে না। ভূচর, জলচর, খেচর প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণী বিশ্রাম লাভ করিতেছে, কিন্তু হরিদ্বারবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশেরই নিদ্রা নাই। দুই একটী অট্টালিকার মধ্য হইতে রোদনধ্বনি উত্থিত হইয়া শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ব্যাকুল করিতেছে।

এই সময়ে উমেশবাবু ৩।৪ জন অনুচর সহ হরিদ্বার নগরে এক রাজ পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। পথে একজন "পাহারাওয়ালা" বা শান্তিরক্ষকের সহিত তাঁহাদের বিবাদ হইল। কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা অপর একজন শান্তিরক্ষকের সহিত সাক্ষাৎ

করিলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দিনু বাবুর বাড়ী কোথায় ?" "পাহারাওয়ালা" নিকটবর্ত্তী একটী অট্টালিকা প্রদর্শন করিল। তাঁহারা সকলেই অট্টালিকার দ্বারদেশে উপনীত হইয়া দ্বাররক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের বাবু কোথায় ?" দ্বারবান উত্তর দিল "বাবু ভিতরে আছেন। তাঁহার মনে বড় দুঃখ হয়েছে। আজ প্লেগে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মারা গিয়াছে। গিন্নির প্লেগ হয়েছে। বাবুর ও শরীর অসুস্থ" উমেশ বাবু বলিলেন "আমি তাহার খুড়া আমি তাঁহার সংবাদ লইতে আসিয়াছি। আমার এই ভৃত্যগণ ভিতরে যাইতে পাবে কি ?" দ্বারবান বলিল "আমি বাবুকে সংবাদ দি।" দ্বারবান সংবাদ দিয়া প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাদিগকে ভিতরে লইয়া গেল। উমেশবাবু "দিনু বাবুর" নিকট না গিয়া ভৃত্যবর্গকে কি ইঙ্গিত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই দিনু বাবুর স্ত্রী পরলোকগতা হইলেন।

উমেশ বাবুর অনুচরবর্গ ঘাতক। তাঁহারা উমেশ বাবুর ইঙ্গিত অনুসারে অন্তঃপুরেই থাকিলেন। উমেশ বাবু যেমন চলিয়া গেলেন অমনি তাহারা স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রস্থান করিল। সকলেই জানিলেন "দিনু বাবু" "প্লেগ" আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিলেন।

পরদিন প্রাতে উমেশ বাবু হরিদ্বার হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি জানিলেন উমাশশীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দিনকর বাবু ঘাতক হস্তে নিহত হইলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। "দিনকর" বাবু ও "দীননাথ বাবু" এই দুই জনের বাটী একস্থানে অবস্থিত। দিনকর বাবু উমেশ বাবুর হরিদ্বার আগমনের পূর্ব্বে কার্য্যোপলক্ষে

কাশী যাত্রা করিয়াছিলেন। উমেশ বাবু কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া গৃহিণীকে সকল বিষয় অবগত করিলেন। তিনি যে উদ্দেশ্য-সাধনার্থ হরিদ্বার গমন করিয়া ছিলেন প্রকৃত পক্ষে তাহা সিদ্ধ হয় নাই।
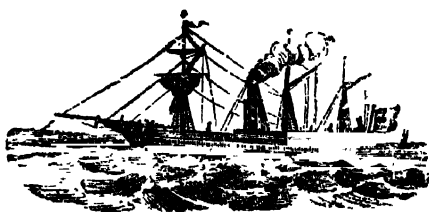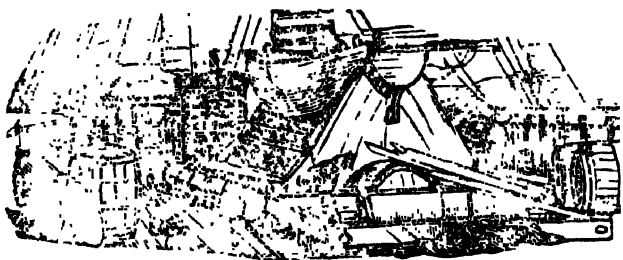
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সুখের সংসার।

উমেশচন্দ্র গৃহিনী হেমাঙ্গিনীকে লইয়া সুখে দিনপাত করিতেছেন। তিনি মনে করিতেছেন "এতদিনে আমি এক প্রকার নিষ্কণ্টক হইয়াছি। উমাশশী বোধ হয় এতদিন প্রাণত্যাগ ছে।" স্বর্ণলতার সহিত হেমাঙ্গিনী আর বিবাদ করে না। এক্ষণে সে তাহাকে স্নেহ করিয়া থাকে।

ইন্দুভূষণ হুগলীতে কার্য্য করিয়া থাকেন। সময় সময় তিনি বামপুরে গমন করিয়া থাকেন। ২।১ দিন বাটীতে থাকিয়া পত্নীদ্বয়ের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া থাকেন। তিনি বাটীতে থাকিলে মনোমোহিনী উমাশশীর সহিত ঝগড়া করে না। উমাশশী এক্ষণে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। মনোমোহিনীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। সে এক্ষণে অনন্যোপায়া হইয়া তাহার সহিত সদ্ভাব করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সংকল্প করিল।

দীননাথ বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর নাম রাজকুমারী। রাজকুমারীর সূর্য্যকুমার নামে এক পুত্র হইয়াছে। দীননাথ বাবুও এক্ষণে এক প্রকার সুখে কাল যাপন করিতেছেন। ইন্দুভূষণ আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা সূর্য্যকুমারকে স্নেহ করিয়া থাকেন। তিনি এক্ষণে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। সংসার যাত্রা সুখে নির্ব্বাহিত হইতেছে।

মনোমোহিনীর মনে কিন্তু শান্তি নাই। উমেশ বাবুও নিশ্চিন্ত নাই। তিনি দীননাথ বাবুকে একখান পত্র লিখিলেন।

"আপনার পত্রখানি আমি যথা সময়ে পাইয়াছিলাম, কিন্তু কার্য্যে ব্যস্ত থাকা বশতঃ উত্তর দিতে পারি নাই। আপনি সমস্ত বিষয় না জানিয়া আমার উপর দোষারোপ করিয়া পত্র দিয়াছিলেন ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম। উমাশশী আমাদের পবিত্র কুলে কলঙ্ক দিয়াছিল। তাহার স্বভাব নিতান্ত মন্দ হইয়াছিল। অনেক দিন তাহার কোনও অনুসন্ধানই পাওয়া যায় নাই, এজন্য আমি আপনাকে তাহার মৃত্যু সংবাদ জানাইয়াছিলাম। যাহা হউক আপনার বাড়ী গিয়া যদি তাহার চরিত্র সংশোধিত হইয়া থাকে তাহা হইলে আমি সুখী হইব। শুনিলাম তাহার কঠিন ব্যাধি হইয়াছে, তাহার বাঁচিবার আশা নাই। এ কথা কি সত্য? সত্য হইলে ভাল, কারণ তাহার মত দুষ্টার জীবন ধারণ না করাই ভাল।

বড় দুঃখের বিষয় বিগত পরশ্ব তারিখে উমাশশীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দিনকর প্লেগ রোগে হরিদ্বারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আমি তাহার ব্যাধির সংবাদ পাইয়া তথায় গিয়াছিলাম। আমি যখন গেলাম তখন তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার জিনিষ পত্র সেই

স্থানেই আছে। আমি কিছু মাত্র আনি নাই। আমার উপর আপনি অকারণ রাগ করিয়াছেন। আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। উমাশশী যদি জীবিতা থাকে তাহা হইলে তাহাকে এই সংবাদ অবগত করিবেন। ইতি

নিঃ শ্রীউমেশ চন্দ্র ঘোষ”

উমেশ বাবুর পত্র পাইয়া দীননাথ বাবু নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। সেই দুঃখ সংবাদ তিনি উমাশশীকে জানাইবেন না এইরূপ স্থির করিয়া রাখিলেন। কিন্তু চতুরা মনোমোহিনী কৌশল ক্রমে তাহা জানিতে পারিয়া উমাশশীর কর্ণ গোচর করিল। উমাশশী যেন জীবন্মৃতা হইল। ইন্দুভূষণ সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইলেন। মনোমোহিনী ভাবিল তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির পন্থা ক্রমশঃই পরিষ্কৃত হইতেছে, কিন্তু সে এক দিনের জন্যও ভাবিলনা যে, সে যে আশালতিকা ধরিয়া সুখতরুর সমীপবর্ত্তিনী হইতে যত্নবতী হইতেছে তাহা প্রতিদিন আতপাভাবে (“আওতায় থাকিয়া”) ক্ষীণা হইয়া যাইতেছে।

উমাশশীর আরোগ্যলাভে ইন্দুভূষণ সুখী হইলেন। মনোমোহিনীর দুঃখের অবধি থাকিল না। উমাশশী তাহাকে পূর্ব্ববৎ স্নেহ করিতে লাগিল, কিন্তু সকল বিষয়ে তাহাকে আর পূর্ব্ববৎ বিশ্বাস করিতে পারিল না। মনোমোহিনী উমাশশীকে ঘৃণাও করে অবিশ্বাসও করে। কিন্তু আর পূর্ব্ববৎ প্রকাশ্যভাবে তাহাকে ঘৃণা করিতে পারে না। মনোমোহিনী এ সংসারে যেন কোনও বিশ্বাসী লোক দেখিতে পায় না। সে নিজ পিতাকেও অবিশ্বাস করিয়া থাকে। সে ভাবে “উমেশ বাবু নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যেই ইন্দুভূষণের সহিত আমার বিবাহ দিয়াছেন। তিনি

আমাকে স্নেহ করেন না, কারণ তিনি সময় মত আমার পত্রের উত্তর দেন না। আমার প্রার্থনা মত তিনি কার্য্য করেন না।

ইন্দুভূষণ কার্য্যে সুখ্যাতি লাভ করিলেন। তিনি পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইলেন। দুর্গাদাসীর সহিত তাঁহার প্রকৃত প্রণয় হয় নাই। দুর্গাদাসী তাঁহাকে পাইবার জন্য, তাঁহার সহিত অনেক প্রকার হাস্য রহস্য ও রসালাপাদি করিয়াছিল, কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি হয় নাই। ইন্দুভূষণ এক্ষণে তাহাকে বিস্মৃত হইয়াছেন।

ইন্দুভূষণ হুগলী হইতে উমাশশীকে একখান পত্র দিলেন। তাহাতে লিখিলেন ঃ——

"উমাশশি,

এখানে আমার কোনও কষ্ট নাই সত্য, কিন্তু তোমাকে না দেখিতে পাইয়া আমার সর্ব্বদাই মনঃ কষ্ট হয়। তুমি সাবধানে থাকিবে। কাহারও সহিত ঝগড়া বিবাদ করিবে না। আমি জানি তুমি আমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পার। আমি জানি তুমি মনোমোহিনীকে ঘৃণা কর না, তাহাকে স্নেহ কর; তথাপি আমি তোমাকে বলি তুমি কাহারও কোনও কথায় থাকিবে না। আমার অনেক দোষ ছিল, কেবল তোমার প্রভাবেই আমার সমস্ত দোষ বিনষ্ট হইয়াছে। আমি তোমার নিকট অনেক বিষয়ের জন্য দোষী। আমি দেখিলাম সেদিন আমার বিছানায় তোমার বালিশের নীচে একখান ছুরিকা ছিল। আমি তোমার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া সেদিন তোমাকে তিরস্কৃতা করিয়াছিলাম কিন্তু পরে জানিলাম তোমার কোন দোষই ছিল না। তোমার কোনও শত্রুদ্বারা ঐ কার্য্য হইয়াছিল।

সে শত্রু কে তাহাও আমি জানিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু আমি কোনও কথা প্রকাশ করি নাই। তুমি আমার কথায় রাগ না করিয়া কেবল ক্রন্দন করিয়া ছিলে। তুমি কেবল আমার মঙ্গল কামনাই করিয়া থাক। ভুলিয়াও তুমি কখনও আমার অহিত চিন্তা কর না। তুমি আমার প্রেমে আত্মহারা ইহাও আমি জানি।

মনোমোহিনীকে বিবাহ করিয়াছি। তাহাকে আমি ভাল-বাসি ইহাও তুমি জান, তুমি তজ্জন্য দুঃখিতও নও। যাহা হউক তুমি সাবধানে থাকিবে ও সাবধানে আহারাদি করিবে। কোনও কষ্ট হইলে পিতাঠাকুর মহাশয়কে অবগত করিবে।

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীইন্দুভূষণ”

ইন্দুভূষণ এই সময় মনোমোহিনীকেও একখান পত্র দিলেন। তিনি লিখিলেন :—

“মনোমোহিনি,—

তুমি আমাকে যথা সময়ে পত্র লিখ না কেন? আমি তোমার কোনও অনিষ্ট করিয়াছি? যদি বল আমি তোমার স-পত্নীকে গৃহে রাখিয়া অন্যায়কার্য্য করিয়াছি, তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে তাহাতে আমার কোনও দোষ নাই, তোমার অদৃষ্ট দোষে তোমার সপত্নী হইয়াছে। তোমার বিবাহের সময়ও ত তুমি জানিতে উমাশশী জীবিতা। তুমি পিতৃআজ্ঞা পালন করিয়াছ ভাল করিয়াছ। এক্ষণে তোমাকে বাধ্য হইয়া যখন স-পত্নীর সহিত এক গৃহে বাস করিতে হইতেছে তখন একষ্ট তোমার চির

কালই থাকিবে, সুতরাং তুমি ধৈর্য্যের সহিত ঐ কষ্ট সহ্য কর। তুমি কিছুদিন একাকিনী স্বামী সুখভোগ করিয়া ছিলে সত্য, কিন্তু তখন কি তোমার মনে সপত্নীর চিন্তা হয় নাই? তুমি কি ভাবিয়াছিলে যে তোমার আশালতা চিরকালই সমভাবে বসন্ত-পুষ্প উপহার দিয়া তোমার মনস্তুষ্টি সাধন করিবে? তাহা যদি ভাবিয়া থাক তাহা হইলে তুমি অন্যায় কার্য্য করিয়া ছিলে। আমার কথায় তুমি রাগ করিও না। আমি তোমাকে যে সকল কথা বলি বা লিখি তাহা মনে রাখিবে, তুমি গর্ব্বিতা, তুমি কাহার ও নিকট নতা হইতে ইচ্ছা কর না। যদি তুমি নতা হও তোমার স্বভাব যদি নম্র হয়, তাহা হইলে তুমি সংসারে প্রকৃত সুখ পাইবে। তুমি হয়ত মনে মনে আমায় দোষ দিবে, কিন্তু মনে দেখ আমি তোমার স্বামী। তুমি যদি আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কও, যদি তুমি আমাকে সময় সময় পত্র দাও, তাহা হইলে আমার সুখের সীমা থাকে না। তুমি মনে কর আমি তোমাকে দেখিতে পারি না। যদি তুমি সে ধারণা করিয়া থাক, তাহা হইলে তাহা তোমার ভুল হইয়াছে। আমি অন্তরের সহিত তোমাকে স্নেহ করি। আমি জানি তুমি পতিব্রতা রমণী। তুমি আমার উপর অকারণ দোষারোপ করিও না। আগামী ৫ই বৈশাখ আমি রামপুর যাইব। ইতি

তোমার সেই—

ইন্দুভূষণ”

ইন্দুভূষণ দুইখানি পত্র লিখিলেন। ইহার কারণ এই যে একজনকে পত্র দিলে হয়ত অপরা পত্নী রাগ করিবেন। তিনি

জানিতেন সংসারে দুই জনের মন রাখিতে হইলে বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতে হয়। তিনি জানিতেন মনোমোহিনীকে তোষামোদ বচন দ্বারা বশীভূতা করিতে হইবে। তিনি ইহাও জানিতেন উমাশশীর প্রতি যেরূপ করা হইবে সে তাহাতেই সন্তুষ্টা থাকিবে। উমাশশী তাঁহার যত্নের ধন, কিন্তু তাহার যত্ন না করিলেও চলে, মনোমোহিনী অযত্নের ধন, কিন্তু তাহার যত্ন করিতে হইবে। উমাশশী অযত্নসম্ভূতা স্বভাবরমণীয়া তন্বীবনলতিকা। কিন্তু তাহাকে সহজে পাওয়া যায় না। মনোমোহিনী যত্নপালিতা উদ্যানলতা। তাহাকে সচরাচর গৃহস্থের উদ্যানে দেখিতে পাওয়া যায়। উমাশশী চঞ্চলা অথচ স্থিরা। তাহার আকৃতি মধুরতাময়ী, অথচ গাম্ভীর্য্যপূর্ণা। মনোমোহিনী অধীরা পতিব্রতা রমণী। তাহার মনে শান্তি নাই সন্তোষ নাই।

অদ্য ৫ই বৈশাখ। বেলা প্রায় তিন প্রহর অতীত হইয়াছে। মনোমোহিনী ও উমাশশী বসিয়া গল্প করিতেছে। উমাশশী বলিল :—"মনোমেহিনি, তিনি বোধহয় একটু পরেই আস্‌বেন। এলে দুজনেই তাঁকে প্রণাম কর্‌ব ? দুজনেই তাঁর কাছে বস্‌ব, কেমন ?"

"দিদি ! একটা কথাবলা বড় সহজ, আর বল্‌তেও কিছু খরচ হয় না। কিন্তু কাজে করা বড় শক্ত। আর কথা কি জানিস্ তোর তিনি তোকে যেমন ভালবাসেন আমাকে কি তেমন ভাল বাসেন ? আমি সব জানি।"

"তুই কিছুই জানিস্ না। তিনি তোর বিষয় আমাকে কতকথা বলেন। আমি অনেক সময় তাঁর মুখে তোর প্রশংসা শুনেছি।"

"শুনবে বৈ কি। তোমারত সাধের ভাতার। তুমি আর তিনি কি ভিন্ন?"

"মনোমোহিনি, তুই কিছুই জানিস্ না। তিনি আমাদের পূজ্য। তাঁকে আমরা কি ভক্তি করি? তিনি স্বামী আমাদের জীবন দিয়েও তাঁর মঙ্গল করা কর্ত্তব্য।"

"কর্‌বি? এক খানা ছুরি এনে দেব? দ্যাখ্ তুই যদি আজ এখনি মরে যাস্ তাহ'লে "তোর তাঁর" জীবনটা আর কিছুদিন বাড়্‌বে। আর তুইত স্বর্গে যাবি, কেমন—একায করতে পারবিত?" "মনোমোহিনি, তুই সকল কথায় আমায় ঠাট্টা করিস্ আমি কি তোব ঠাট্টার লোক?" "না তুমি আমার গুরুঠাকরুণ!!! তোমার সঙ্গে কি আমার ঠাট্টাতামাসা করা উচিত? তুমি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষাদাত্রী!!! তুমি বেথুনকলেজের চন্দ্রমুখী!!!"

"মনোমোহিনি, তিনি এলে তুই তাঁকে পা ধোবার জল দিস্।"

"তাহ'বে বৈ কি। তাহ'লেই ঠিক কায করা হ'বে। তোর তিনি জান্‌বেন আমি তোর খাসের চাকরাণী। আর আমাব ও চাকরাণীর কাযটা করা হ'বে।"

"মনোমোহিনি, আমি কি তোকে কোনও অন্যায় কথা বল্‌লাম? দ্যাখ্ আমি তোর দিদি। তুই আমায় কি মনে করিস্?"

"কে আছ গো? ঝি—ঝি—ঝি"—

"কি হ'ল মনোমোহিনি,।"

"কি আবার হ'বে তুই আমায় মার্‌বি বুঝি?"

উমাশশী অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিল "মনোমোহিনি তুই কেমন করে আমায় ওসব কথা বলিস্? এক স্বামী নিয়েত তুই আমার সঙ্গে ঝগড়া করিস্, আচ্ছা আজ তিনি এলে আমি আর তাঁর সঙ্গে

কথা কব না। আজ আমি বল্‌ব তিনি যেন শীগ্‌গীর আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেন। তুই তাঁকে নিয়ে সুখে থাকিস্। তা হ'লেই আমার সুখ হ'বে।"

মনোমোহিনী মুখভঙ্গি করিয়া বলিল "আঃ কি কথাই বল্‌লেন ? উনি স্বার্থত্যাগ শিখেছেন !!! ও লো কাল বুঝি তুই সন্ন্যাসিনী হ'য়ে যাবি। তুই ঘরে যে খেলা শিক্ষা করেছিস্ সংসার তোরবশে আস্‌বে। স্বামীকেত বশ কর্‌তেই হ'বে না। তুই বলছিস্ বাপের বাড়ী যাবি, তোর তিনি কোথায় থাক্‌বেন ? তো'কে ছেড়ে যে সে একদণ্ডও থাক্‌তে পারে না। আর কি সে মানুষ আছে ? সে এখন তোর গোলাম হ'য়েছে। সে যে তোরই এক অঙ্গ। লাভের মধ্যে এই হ'বে যে এখন আমি তোর ভাতারকে দুই এক বার দেখ্‌তে পাচ্ছি, এরপর তাও আর পাব না। দুবার একবার ভাতার ব'লে দুটো একটা কথা কহিতে পাই এরপর তাও আর পাব না।"

এই সময়ে ইন্দুভূষণ অগমন করিল। মনোমোহিনীও উমাশশী বিরতা হইল। মনোমোহিনী অবগুণ্ঠনের বস্ত্র কিছুবেশী আকর্ষণ করিয়া একটু সরিয়া বসিল। ইন্দুভূষণ তদ্দর্শনে কিয়ৎ পরিমাণে দুঃখিত হইলেন। কিন্তু তিনি সেভাব গোপন করিয়া বলিলেন "উমাশশী, এ বৌটী কাদের গা ? এখানে আমায় দেখে এত লজ্জা করে কেন ?"

উমাশশীকে কথা কহিতে হইল না। মনোমোহিনীই বলিল "এসে আগে পুর্ণিমার চাঁদ দেখা হ'য়েছে কি না ? তাই চাঁদের পাশে তারাটা দেখে কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হওয়া হ'য়েছে ? তুমি কোন্ দেশ থেকে এলে গা ? তোমার নাম কি গা ?"

"আমার বাড়ী মোহননগর অথবা মনোমোহিনী নগরী। আমার নাম মনোমোহন অথবা মনোমোহিনীমোহন।" "এত ঠাট্টা কেন? তোমার কাছে যে মোহিনী সুন্দর বদনখানি খুলে ব'সে আছেন যিনি এতক্ষণ তুমি এসনাই বলে কেঁদে কেঁদে ঘরটা ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন, যার জন্যে তুমি পাগল হ'য়েছ তুমি তাঁরই মোহন নাগর। তুমি উমামোহন, তোমার বাড়ী উমাপুর।"

উমাশশী লজ্জিতা হইয়া বলিল "মনোমোহিনী বার বার আমায় অমন করে লজ্জা দিস্ না।"

"ওগো বার বার বলা হ'চ্ছে এই জন্যে যে তুমি আসবার আগেও বুঝি আমি ওঁকে লজ্জা দিচ্ছিলাম শুনতে পেলে ওগো নুতন লোকটী? ওগো নাম করতে পাই না, তুমি শুনতে পাচ্ছ দেখদেখি উমার কোমল অঙ্গে ফোস্কা পড়েছে না কি?

ইন্দুভূষণ বলিলেন "কেন গো ঘোমটাওয়ালি, ভাল-করে-কথা না-কওয়া-তুমি, কেন গো এমন লুকিয়ে-লুকিয়ে-আড়নয়নে-চাওয়া তুমি, তুমি ওর গায় আগুনঢেলে দিয়েছ?"

মনোমোহিনী অহঙ্কার সূচক স্বরে উত্তর দিল

"আগুন কি কেউ কারো গায়ে ঢালে? আমার কথার ওর গায়ে ফোস্কা হয়েছে বুঝি?"

উমাশশী আর কোনও কথা না বলিয়া ইন্দুভূষণের উপবেশনার্থ একখান কাষ্ঠাসন আনয়ন করিল এবং তাহার পদ প্রক্ষালনার্থ জল প্রদান করিল।

ইন্দুভূষণ গাত্রাবরণাদির উন্মোচন করিয়া মনোমোহিনার প্রতি সঙ্কেত করিয়া উমাশশীকে বলিলেন "এগুলো মনোমোহিনীর গায় রাখ।"

উমাশশী তাহাই করিল। মনোমোহিনী মনেমনে আনন্দিতা হইল বটে কিন্তু বাহিরে যেন বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল "তা হ'বে বৈকি, কলি কাল কিনা ? আমি বুঝি তোমার চাকরাণী ?"

ইন্দুভূষণ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। তিনি হুগলী হইতে কয়েকটী দ্রব্য আনিয়া ছিলেন। সমস্ত জিনিষই একপ্রকারের দুইটী দুইটী করিয়া আনিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুইটী কাচের গেলাস ছিল। সে দুইটী এক প্রকারের নহে। মনোমোহিনী প্রকাশ করিল "এ দুইটী কাচের গেলাস এক রকমের নয়। দুইটীই মাঝে মাঝে ভাগ করতে হ'বে।"

ইন্দুভূষণ কি করিবেন কোনও উপায় না দেখিয়া অগত্যা দুইটী কাচের গেলাসই দ্বিখণ্ড করাইয়া আনিলেন। মনোমোহিনী দুই খণ্ড কাচ ও উমাশশী দুইখণ্ড কাচ প্রাপ্ত হইল।

ইন্দুভূষণের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল। কিন্তু তিনি বিবাদের ভয়ে কোনও কথা বলিলেন না। উমাশশী বলিল "মনোমোহিনি, তুই মানুষের সঙ্গে কায করতে জানিস না। মানুষের মন জানিস না।"

মনোমোহিনী বিরক্তির সহিত উত্তরদিল "তোর উনি অনেক যত্নের ধন। বহুকষ্টে পেয়েছিস্। তুই যত্ন কর্। তুই মানুষের মন জানিস্। মানুষকে বশ করতে পারিস্। তুই মানুষের আদর জানিস্ অভ্যর্থনা জানিস। তুই না জানিস সংসারে এমন কায নাই। উমাশশীর মুখে যেন আর কথা নাই। এদিকে ইন্দুভূষণ বহুকষ্টে বিবাদ ভঞ্জন করিলেন এবং উমাশশীকে অন্যমনস্কা করিলেন।

ইন্দুভূষণের বিমাতা রাজকুমারী ইন্দুভুষণকে স্নেহ করিতে

কুণ্ঠিতা হয়েন। ইন্দুভূষণের পার্থিব উন্নতি তাঁহার চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল। তাঁহার পুত্র শ্রীমান সূর্য্যকুমার উপযুক্ত হইয়াছেন। ইন্দুভূষণ সূর্য্যকুমারকে স্নেহ করেন। তিনি তাহাকে কলিকাতা হইতে হুগলিতে লইয়া গেলেন। সূর্য্যকুমার হুগলীর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তাহার বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়ভার ইন্দুভূষণ নিজ হইতে বহন করিতে লাগিলেন।

রাজকুমারী সূর্য্যকুমারকে ও দীননাথ বাবুকে সর্ব্বদাই কুপরামর্শ দিয়া থাকেন। তাঁহারা কিন্তু তাহার কথামত কার্য্য করিতে সম্মত হয়েন না। রাজকুমারীর ইচ্ছা দীননাথ বাবু নিজ সমস্ত সম্পত্তি শ্রীমান সূর্য্যকুমারকে দান পত্র দলিল দ্বারা হস্তান্তরিত করেন। ইন্দুভূষণ যেন দীননাথ বাবুর কোনও সম্পত্তি না পান সূর্য্যকুমার ইন্দুভূষণকে সহোদর জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকে। রাজকুমারী পুত্রকে স্ববশে আনিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বুঝিতে পারে কখন ?

আমরা যখন কার্য্য আরম্ভ করি তখন তাহার পরিণাম কি হইবে সহজে বুঝিতে পারি না। আমরা যাহা নিশ্চিত ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকি হয় ত তাহা সেরূপ নহে, হয় ত আমরা ভ্রান্ত হইয়া থাকি। আমরা জানি সংসারে অমুক কার্য্য করিলে অমুক ফল হইতে পারে, কিন্তু তাহার কি বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না? এক জন যে ভাবে এক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন এবং নিজ কার্য্যের উপযুক্ত ফল পাইয়াছেন হয় ত আমরা সেই কার্য্য করিয়া তাহার সেইরূপ ফল পাইতে পারি না। ইহার কারণ কি? সকলের শারীরিক ও মানসিক গঠন ও প্রকৃতি সমান নহে। এক ব্যক্তি যে উৎসাহে কোনও সময়ে এক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সেই কার্য্য করিয়াছেন, অন্য এক ব্যক্তি হয় ত সেরূপ উৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সেই কার্য্য সেই রূপে সম্পন্ন করিতে পারিল না।

যাহা আমরা যথার্থ বলিয়া মনে করি এবং যাহা যথার্থ বলিয়া আমাদিগের নিকট প্রতীয়মান হয় তাহা হয় ত যথার্থ নহে।

আমরা যাহা না করা উত্তম বিবেচনা করিয়া থাকি, হয় ত সে কার্য্য করিলে আমাদের মঙ্গল হইবে। হয় ত আমরা সর্ব্বদা বিচারশক্তি দ্বারা চালিত না হইয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। অবিমৃষ্য-কারিতার বশবর্ত্তী হইয়া কোনও কার্য্য করিয়া আমরা সময় সময় আশাতিরিক্ত ফল পাইয়া থাকি।

দীননাথ বাবুর সংসার এক্ষণে এক প্রকার স্বচ্ছন্দে চলিতেছে। দীননাথ বাবুর মন সর্ব্বদাই চিন্তান্বিত থাকে। রাজকুমারী ইন্দু-ভূষণের উন্নতিতে সুখিনী নহেন। দীননাথ বাবু তাহাকে প্রায়ই শান্ত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। একদিন তিনি রাজকুমারীকে বলিলেন :——"ইন্দুভূষণকে অযত্ন করো না। সে আজকাল বেশ রোজগার ক'রে সংসার চালাচ্ছে। আমার যা সম্পত্তি আছে তাতে আমাদের ভরণ পোষণ এক প্রকারে চলে যায় আমার পরিবারে লোকও ত বেশী নয়।"

রাজকুমারী বলিল "বেশী নয় বৈ কি? এই যে বৌ এর একটা ছেলে হ'ল।

"রাম! রাম! একথা কি মুখে আন্‌তে আছে? আমার পৌত্র হয়েছে। এত আমার পরম সৌভাগ্য। আমার সূর্য্যিরও ছেলে হ'বে।"

"তুমি আমার সূর্য্যির উন্নতির চেষ্টা কর না। কেবল ইন্দুরই প্রশংসা কর।"

আমার ইন্দুও যেমন সূর্য্যিও তেমনি। আমাদের মত সুখী আজ কাল আছে কে?"

"আমার সূর্য্যির কিছু হল না। ইন্দুকে নিয়ে ধু'য়ে খেতে, হবে বুঝি?"

"তুমি জান না ইন্দু তোমাকে তার নিজের মার মত ভক্তি করে। এই দেখ এই দলিলে সে তোমার নামে এক লাভের সম্পত্তি কিনেছে। আমার উমাশশী লক্ষ্মী মেয়ে, সে যেদিন থেকে আমার বাড়ী এসেছে সেই দিন থেকে আমার সংসারের উন্নতি হয়েছে।"

"হ্যাঁ লক্ষ্মী মেয়ে বৈ কি। তার নামে যা—তা চিঠি এসে কেন ?" এই দেখ এখানা কে লিখেছে ?

দীননাথ বাবু রাজকুমারী প্রদত্ত উমাশশীর নামিত এক খানি পত্র মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া বলিলেন এসব কোনও দুষ্ট লোকের কায। সম্ভবতঃ উমেশ বাবুর পক্ষের কোনও লোক এ কায করিয়াছে। উমাশশী মাতা আমার লক্ষ্মী মেয়ে। তার দোষ দিতে যাওয়া অন্যায়। তার নিন্দা করিলে পাপ হয়।

দীননাথ বাবুর কথা শ্রবণ করিয়া রাজকুমারী আর কোনও কথা তাঁহাকে বলিতে সাহস করিল না। কিন্তু তিনি মনে মনে বলিলেন আমার মত দুঃখিনী আর কেউ নাই। স্বামী আমার কথা শোনেন না। স্বামী নিজের কায নিজে বুঝ্‌তে পারেন না। তিনি বুঝ্‌বেন কখন ? সব ভেসে গেলে নাকি ?"

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। দীননাথ বাবু উৎকট জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন। অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার উত্থান শক্তি রহিত হইল। তিনি শয্যাগত। তাহার মুমূর্ষু অবস্থা দর্শনে সকলেই চিন্তান্বিত হইলেন। সকলেরই মুখে দুঃখের চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল। ইন্দুভূষণ, সূর্য্যকুমার, উমাশশী, রাজকুমারী প্রভৃতি সকলেরই মুখশ্রী বিবর্ণ হইল। দীননাথ বাবুর শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইল। সকলেই উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে

লাগিলেন। প্রতিবেশিগণ তাঁহাদের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দৃশ্য ক্রমশই ভয়াবহ হইতে লাগিল। সকলেরই বদন মণ্ডলে শোকের পাণ্ডু চিহ্ন লক্ষিত হইল। সকলেরই বদনে প্রফুল্লভাব পরিবর্ত্তে মলিনভাব আবির্ভাব হইল। হতাশার অন্তর্ভেদীসায়ক সকলেরই মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হইল। সকলেই দুঃখপূর্ণ হৃদয়ে সতৃষ্ণ নয়নে দীননাথ বাবুর বদন সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ হইল, প্রাণ বায়ু বহির্গত হইল।

গৃহিণী রাজকুমারীর মুখে যেন কথা নাই। তাহার ক্রন্দন নাই। কেবল তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্তল হইতে দুই একটী দীর্ঘ নিশ্বাস বেগে বহিগত হইয়া দীননাথবাবুর মৃতদেহ স্পর্শ করিতেছে।

সূর্য্যকুমারকে দেখিলে বোধ হয় কে যেন তাহার মুখখানি চিত্রে বিন্যস্ত করিয়া দিয়াছে। উমাশশী ও মনোমোহিনী যেন ছিন্নমূলা ধূলিধূসরিতা শুষ্কপর্ণাব্রততী। ইন্দুভূষণ যেন অশনিবিশুষ্ক অর্দ্ধমৃত নিশ্চল মহীরুহ। দীননাথ বাবু মানব-লীলা সম্বরণ করায় তাহাদিগের মনে হইতেছে যেন চতুর্দ্দিকই শূন্য— সমস্তই যেন নিরাশা মাখা। সংসারে সকল বস্তুই যেন বিরক্তিজনক।

সদ্যোজাত শিশুর সুকোমল মনোহর অরবিন্দনিন্দিত মুখকমলই বল, আর ষোড়শ-বর্ষীয়া তন্বঙ্গী যুবতীর স্মরকার্ম্মুকজ্যা নিন্দিত ভ্রূলতাসমন্বিত নেত্রের কটাক্ষই বল এ সমস্তই এক্ষণে বিপন্ন ইন্দুভূষণের নিকট অশান্তিদায়ক। সকলই যেন অসন্তোষ ও বিরক্তির কারণ ও উৎপাদক।

দীননাথ বাবুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সূর্য্যকুমারও ইন্দুভূষণ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের বোধ হইল গৃহ যেন শূন্য। এক দীননাথ বাবুর অভাবে সমস্তই যেন ঘোর তমসাচ্ছন্ন।

দুই এক মাস অতীত হইল। সংসারের সমস্ত ভার এক্ষণে ইন্দুভূষণের উপর পতিত হইল। গৃহিণী রাজকুমারী বিধবা। এতদিন তাঁহাকে সংসারের চিন্তা করিতে হয় নাই। এত দিন তিনি এক সুবৃহৎ সুমেরু পর্ব্বতের অন্তরালে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অদ্য যেন তিনি বৃক্ষলতাদিপরিশূন্য জনহীন প্রান্তরে একাকিনী পরিভ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে তিনি যেন বিপন্ন পথ-ভ্রান্ত পথিক। এক্ষণে তাঁহার বচনের কর্কশতা নাই। তাঁহার অভিমান নাই। এক্ষণে তিনি ইন্দুভূষণের অধীন। একদিন তিনি যে ইন্দুভূষণকে সামান্য তৃণ জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন আজ সেই ইন্দুভূষণ প্রকাণ্ড মহীরুহবৎ স্বয়ং নিজ শিরোদেশে শীতাতপ ক্লেশ সহ্য করিয়া বিপন্না ক্লান্তা রাজকুমারীকে আশ্রয় ও সুশীতল ছায়া দানে তাঁহার প্রতি মাতৃভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। এক্ষণে সূর্য্যকুমার ইন্দুভূষণের আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে।

মনোমোহিনীর অহঙ্কার কিয়ৎপরিমাণে কম হইয়াছে, কিন্তু তাহার অভিমান একবারে যায় নাই। অদ্য পর্য্যন্ত সে সকল বিষয় সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। এখনও মনোমোহিনী উমেশ বাবুর চক্রে পতিত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে।

ক্রমে সূর্য্যকুমারের বিবাহ কথা উপস্থিত হইল। ইন্দুভূষণ নানাস্থানে পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও মনোমত পাত্রী পাইলেন না। বিশেষতঃ তিনি নিজের কার্য্য-বাহুল্য বশতঃ রীতিমত অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। এ দিকে সূর্য্যকুমারের বয়ঃক্রম অধিক হইতে লাগিল। রাজকুমারী অবিলম্বে তাঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ইন্দুভূষণকে

অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইন্দুভূষণ ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু তিনি পাত্রী পাইলেন না। অবশেষে উমাশশী স্থির করিল স্বর্ণলতার সঙ্গে সূর্য্যকুমারের বিবাহ হইলে উভয় পক্ষের মঙ্গল হইতে পারে।

এই স্থির করিয়া উমাশশী ইন্দুভূষণকে বলিল "স্বর্ণলতার সঙ্গে সূর্য্যকুমারের বিবাহ দিলে ভাল হয় না ?"

ইন্দুভূষণ বলিলেন "আচ্ছা বিবেচনা করি।"

ইন্দুভূষণ তৎপরে রাজকুমারীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্বর্ণলতার সহিত সূর্য্যকুমারের বিবাহ দেওয়াই স্থির করিলেন।

তদনন্তর ইন্দুভূষণ বহুকালের পর রাজনগরে গমন করিলেন। তথায় গিয়া উমেশ বাবুর সহিত সকল বিষয়ের পরামর্শ করিবেন ইহাই স্থির করিলেন। কিন্তু তিনি শ্রবণ করিলেন উমেশ বাবু পুনরায় কলিকাতায় গমন করিয়াছেন।

ইন্দুভূষণ রাজনগর হইতে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। উমেশ বাবু ইতঃপূর্ব্বে শোভাবাজারে যে বাটীতে অবস্থিতি করিতেন এক্ষণে তিনি আর সে বাটীতে নাই, সুতরাং তিনি অগত্যা কলিকাতা হইতে রামপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। উমাশশী ও মনোমোহিনী সকল বিষয় অবগত হইল।

ইন্দুভূষণ যে দিবস রামপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন তৎপর দিবসেই তিনি উমেশ বাবুর একখান পত্র পাইলেন। তাহাতে কেবল মাত্র নিম্নলিখিত কথা কয়েকটী লিখিত আছে "আমি বিপদে পড়িয়াছি। সত্বর বাবাজীবন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।"

সেই পত্রে উমেশ বাবুর "ঠিকানা" লিখিত ছিল। ইন্দুভূষণ সেই পত্র লইয়া কলিকাতায় উমেশ বাবুর নিকট গমন করিলেন।

উমেশ বাবু তাঁহাকে নিজ বিপদের কথা ও স্বয়ং যে সকল কুকার্য্য করিয়া গোপনভাবে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন তাহাও বলিলেন। অধিকন্তু স্বর্ণলতার বিবাহ দিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছেন ইহাও তিনি তাঁহাকে বলিলেন। ইন্দুভূষণ ভাবিলেন "মেঘ চাইতেই জল"। তিনি সূর্য্যকুমারের সহিত স্বর্ণলতার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন।

উমেশ বাবু ইন্দুভূষণের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং বিবাহের দিন স্থির করিলেন।

যাহা হউক যথা সময়ে স্বর্ণলতার সহিত সূর্য্যকুমারের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। স্বর্ণলতা উপযুক্ত স্বামী পাইয়া সুখিনী হইল। উমাশশী পুনরায় স্বর্ণলতাকে স্বগৃহে পাইয়া আনন্দিতা হইল। গৃহিণী রাজকুমারী নববধূ পাইয়া আনন্দিতা হইলেন। ইন্দুভূষণ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া আনন্দিত হইলেন। উমেশ বাবু কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মনে যেন শান্তি পাইলেন। মনোমোহিনীর মনে শান্তিও নাই সুখও নাই। সে যেন ইন্দুভূষণের কেহ নহে। সে যেন সকল কার্য্যেই উদাসীনা। তাহার মনে আনন্দের পরিবর্ত্তে বিষাদের আবির্ভাব হইল। সে যেন দুঃখসাগরে ভাসিতেছে। স্বর্ণলতাকে দেখিয়া যেন তাহার অভিমান বৃদ্ধি পাইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বিষাদ।

মনোমোহিনী স্বর্ণলতাকে আর পূর্ব্ববৎ স্নেহ করে না। স্বর্ণলতা সরলা। সে তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী মনোমোহিনীকে ভক্তি করিয়া থাকে। মনোমোহিনীর মনে হয় স্বর্ণলতাই তাহার সপত্নী উমাশশীকে আনিয়াছে। তজ্জন্যই সে তাহাকে শত্রু জ্ঞান করিয়া থাকে। সে ভাবে স্বর্ণলতাই তাহার কষ্টের আদি,মধ্য এবং অন্ত।

মনোমোহিনীর দুঃখ বৃদ্ধি পাইল। সে এক্ষণে চিন্তা করে "সংসারে সপত্নী লইয়া স্বামীর নিকট থাকা পাপের কার্য্য। এ সংসারে আমার আর কোনও সুখ নাই। আশাও কি নাই? যত দিন বাঁচব্ আশা থাক্‌বে—কিন্তু উমাশশী থাক্‌তে আমার—কোনও আশা নাই।"

মনোমোহিনী ক্রমে ক্রমে নিরাশার শেষ সীমায় উপনীতা হইতে লাগিল। তাহার মনের্ স্থিরতা লোপ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। প্রত্যহ রাত্রিতে সে নিজ দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে তাহার হৃদয়ের বলের হ্রাস হইতে লাগিল। সংসারের

সুখ তাহার নিকট তুচ্ছ বোধ হইতে লাগিল। সে অবশেষে স্থির করিল "সংসার ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।"

এই স্থির করিয়া এক দিন মনোমোহিনী প্রথমে রাজকুমারীর সহিত পরে উমাশশীর সহিত বিনাদোষে কলহ করিল। তাহাদিগকে অকারণে অনেক কটু কথা বলিল। স্বর্ণলতার প্রতিও সে নানা প্রকার দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিল।

অদ্য ইন্দুভূষণ ও সূর্য্যকুমার হুগলিতে আছেন। সুতরাং মনোমোহিনী রাজকুমারী প্রভৃতির সহিত বিবাদ করিয়া মনের দুঃখ যেন কিয়ৎ পরিমাণে উপশম করিল। তাহার উদ্দেশ্য কি সেই জানে।

অদ্য মঙ্গলবার, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী। রজনী অন্ধকারময়ী। আকাশে তারকারাজি নিজ নিজ জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া কোনও ক্রমে বিভাবরীর তমোরাশি নাশ করিতে সমর্থ হইল না। মনোমোহিনী নিজ শয়ন কক্ষে একাকিনী উপবেশন করিয়া বাতায়নের মধ্য দিয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিল। তদনন্তর সে কাগজ কলম লইয়া লিখিল :——

"ইন্দুভূষণ,—ইন্দু—ইন্দু—এই কয়েকটী কথা লিখিয়া সে পুনরায় কি ভাবিল। ক্ষণেকের জন্য তাহার হস্তপদ যেন নিশ্চল হইল। তাহার হাতের কলম হাতেই থাকিল। তদন্তর সে আবার ভাবিল "না—লিখি। যা হয় হ'বে।"

মনোমোহিনী লিখিল :————

"ভাবিয়াছিলাম সংসারে আসিয়াছি সুখে থাকিব। আমার মনে হইয়াছিল পিতা যখন আমাকে তোমার মত সুপাত্রের পদে

সমর্পিতা করিয়াছেন তখন চির কালই আমি সুখে থাকিব। কিন্তু তখন আমি ভাবি নাই যে আমার সুখ-ফুলরাশি মধ্যে দুর্দ্দম্য কাল-সর্পরূপ উমাশশী জীবিতা থাকিয়া আমার সপত্নীরূপে আমার আশা-লতার মূলে অবিরত দংশন করিয়া তাহাকে বিষদগ্ধ করিবে। জানিতাম উমাশশী তোমার বিবাহিতা পত্নী। জানিতাম উমাশশী তোমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে। জানিতাম উমাশশী তোমার জন্য দুঃসহ কারাগার যন্ত্রণা ভোগ করিতে কুণ্ঠিতা নহে। জানিতাম উমাশশী আমার পিতার চক্রে বন্দিনী হইয়াছিল। জানিতাম যখন তুমি উমাশশীর অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলে তখন তুমি তাহার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছিলে। জানিতাম তুমি বহুদিন পর্য্যন্ত উমাশশীর কোনও সন্ধান করিতে পার নাই। তাহার কোনও সংবাদই পাও নাই। কিন্তু জানিতাম না যে তুমি আবার তাহাকে পাইয়া সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে এবং আমাকে বৃথা আশান্বিতা হইয়া চিরকাল সপত্নী যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। এত দিন আমার মনে হইত এক দিন না এক দিন তুমি সম্পূর্ণরূপে আমার হইবে। এত দিন আমি আশালতিকা অবলম্বন করিয়া আসিতেছিলাম। আমার আশালতা পল্লবিতা হইল, মুকুল ধরিল, তুমি আমায় ভালবাসিলে; আমার আশালতা যেমন ফলপ্রস-বিনী হইবে অমনি তুমি উমাশশীকে গৃহে আনিয়া তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিলে। "আমি হিংসুকে মেয়ে। উমাশশীর সুখ দেখিলে আমার বুক ফেটে যায়। তাহার দুঃখ দেখিলে আমার অন্তঃকরণ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। ইন্দু বলিব কি ?—না—বলিব না। বলিলে তুমি আমায় ঘৃণা করিবে। ইন্দু আর আমায় ঘৃণা করিও না। আমি দুঃখিনী—আমি পাপিনী—আমি বিষ্ঠার

কীট। ইন্দু তবে বলি—আমি তোমাকে বশীভূত করিবার জন্য হরিদাসী গোয়ালিনীর নিকট ঔষধ লইয়া তোমাকে খাওয়াইয়াছিলাম। আমিই উমাশশীর কঠিন রোগের কারণ। আমি ভাবিয়াছিলাম উমাশশীর ব্যাধি ২।১ বৎসরের মধ্যে সারিবে না—সেই অবসরে আমি তোমার প্রিয়পাত্রী হইব। কিন্তু ইন্দু হিতে বিপরীত হইল। আমি নিজের বিপদ নিজে আনিলাম। তুমি উমাশশীকে বেশী ভালবাসিতে লাগিলে।

উমাশশী ধীরা। ধৈর্য্যগুণে সে তোমার প্রিয়পাত্র হইয়াছে. ধৈর্য্য কি ?সমস্ত যন্ত্রণার আধার মাত্র। উমাশশীর এই আধার অত্যন্ত বৃহৎ। সংসারে যত প্রকার যন্ত্রণা আছে তাহার সমস্তই উমাশশীর আধারে স্থান পায়। ইন্দু আমি অধীরা। আমি ভাগ্যহীনা। আমি অনেক কষ্ট করিলাম কিন্তু তোমাকে পাইলাম না। তুমি একলা আমার হইলে না।

আমি অকারণ তোমার সুবিমল চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম তুমি দুর্গাদাসীর সহিত অসৎ কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলে। কিন্তু ইন্দু আমি পরে জানিলাম আমার সে ধারণা ভুল। দুর্গাদাসী তোমার সহিত পরিহাসাদি করিত, সে তোমার সহিত একাসনে বসিত কিন্তু তুমি কখনও তাহার সহিত কুকার্য্যে লিপ্ত হও নাই। সেও নিজ অভীষ্ট সিদ্ধি-করণের অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। সে তোমাকে পাইবার জন্য ব্যাকুলা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু যখন সে তোমাকে পাইল না তখন সে হতাশা হইল। আমার একটী কণ্টক গেল কিন্তু আর একটী চিরস্থায়ী কণ্টক থাকিল। আমি তোমার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিলাম অনেক ঔষধের ব্যবহার করিলাম কিন্তু আমার আশা পূর্ণ হইল না।

তুমি জীবিত থাক। বহুকাল জীবন ধারণ কর আমি জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে ইহাই প্রার্থনা করি। উমাশশী আজীবন তোমার সেবা করিতে থাকুক। ভবিষ্যতে জগদীশ্বর যদি আমাকে দিন দেন তাহা হইলে তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়া আশা পূর্ণ করিব। নতুবা আর আশা নাই। ইন্দু আমি চঞ্চলা।

আমি মনে করিয়াছিলাম কাহারও সহিত ঝগড়া করিব না। কিন্তু ইন্দু তাহা পারিলাম না। অদ্য আমি সকলের সঙ্গেই বিবাদ করিয়াছি। আমার মন উমাশশীর মনের মত দৃঢ় নহে। উমাশশীর মন হিমাচল। আমার মন হিমাচলের গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গস্থিত কঠিন অবস্থাপন্ন নীহার মাত্র। অল্প উত্তাপ পাইলেই ইহা দ্রবীভূত হয়। উমাশশী আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী। তাহার পুত্র হইয়াছে। তুমি স্ত্রী পুত্র লইয়া সুখে কালযাপন কর। আমি উমাশশীকে অনেক কষ্ট দিয়াছি তাহাকে অনেক কটু কথা বলিয়াছি কিন্তু সে কখনও আমার প্রতি অসদ্ব্যবহার করে নাই। সে ভাগ্যবতী নারী। সে প্রেমিকা, যথার্থই প্রেমিকা। সে জানে পতিপ্রেম লাভ করিতে হইলে পতির মূর্ত্তি অবিরত হৃদয় মধ্যে ধ্যান করা কর্ত্তব্য। সে তোমার জন্য; তোমাকে পাইবার জন্য নিজ দেহ খানিকে জীবন-স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিল এবং এক্ষণেও সেই রূপেই নিজ দেহকে জীবনস্রোতে ভাসাইয়া রাখিয়াছে। সে আমাকে কনিষ্ঠা ভগিনী বলিয়াই জানে এবং সেই রূপেই আমাকে স্নেহ করিয়া থাকে। আমি তাহাকে সপত্নী বলিয়া জানি এবং তাহার প্রতি সপত্নীর মতই ব্যবহার করিয়া থাকি। সে তোমাকে আমার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। কিন্তু আমি তোমাকে তাহার হাতে দিয়া নিশ্চিন্তা হইতে পারি না। তুমি তাহাকে কখনও কোনও

কটু কথা বলিও না। সে তোমার গৃহলক্ষ্মী। আমিই তোমার অলক্ষ্মী। ইন্দু তুমি আমার স্বামী। তুমি আমাকে ভালবাস তাহা আমি জানি। কিন্তু আমি কুটিলা। আমার মনে খলতা আছে। আমি তোমার নিকট কি সংসারের কাহারও নিকট মন খুলিয়া কথা বলিতে জানি না—আমি বিশ্বাসী লোক পাইলাম না।

আমার মনের কথা অদ্য তোমাকে বলিবাব ইচ্ছা কবিয়াছিলাম কিন্তু বলিতে পারিলাম না। আমার সমস্ত কথা লেখা হইল না লিখিতে পারিলাম না। আমি এক বৎসর দিবা রাত্র যদি আমার মনের কথা লিখিতে পাই তাহা হইলেও তাহার শেষ হইবে না। অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছি। অনেক গল্প শ্রবণ করিয়াছি। অনেক উপদেশ পাইয়াছি কিন্তু আমি আমার স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিতে পারিলাম না। আমার মনে হিংসা আর ঈর্ষা যদি না থাকিত তাহা হইলে আমি উমাশশীর সহিত একত্র থাকিতে পারিতাম কিন্তু আমার হিংসাও গেল না ঈর্ষাও গেল না। আমিও এ সংসারে থাকিব না।

ঐ শুন ইন্দু এই নিস্তব্ধ রজনীতে ঝিল্লীদল উৎফুল্ল অন্তঃকরণে উমাশশীর গুণগান করিতেছে। আর ঐ শুন দুষ্ট পেচক এই নিশীথ সময়ে এক একবার আমার নিন্দা করিয়া বলিতেছে “কেও, কেও, হতভাগিনী মনোমোহিনি! তোমার কপালে সুখ নাই।”

আমি কুলটা। আমি কলঙ্কিনী। আমার নাম করিলেও তোমার হৃদয়ে পাপস্পর্শ হইতে পারে। অদ্য আর এক দিনের জন্যও আমার নাম করিও না। আমাকে বহু জন্ম নরক যন্ত্রণা

ভোগ করিতে হইবে। ইন্দু তুমি স্বামী। অদ্য আমি মনে মনে তোমার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তোমার পাদমূলে পতিতা হইয়া তোমার নিকট চিরবিদায় প্রার্থনা করিতেছি। যদি কোনও অপরাধ করিয়া থাকি ক্ষমা করিবে। কিন্তু উমাশশী কি তোমাকে তাহা করিতে দিবে?

না, না, না ইন্দু আর আমার মনে হিংসা নাই, আর আমি ঈর্ষা করি না। এবার আমি সরলা। তুমি আমার দোষ গ্রহণ করিও না। আমি আর গৃহে ফিরিব না। কেহ আমাকে ফিরাইতে পারিবে না। যদি আমি পতিব্রতা হই তাহা হইলে আমার এই কথা যথার্থ হইবে। তবে যাইবার সময় তোমার শ্রীমুখ সন্দর্শন করিতে পারিলাম না—তোমাকে প্রণাম করিতে পারিলাম না—তোমার আদর যত্ন পাইলাম না—ইহাই আমার পক্ষে বড় দুঃখের বিষয় হইল। ইন্দু, ইন্দু, বুক ফেটে যায়—কি করিয়া তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিব? আমি কোথায় যাইব? সকল আশা ফুরাইল। আমার সমস্ত ভরসা ভস্ম রাশিতে পরিণত হইল।

না, না, না, আর আমার খেদ কেন? তুমি সুখে থাক। আমি—আমি হতভাগিনী—মনোমোহিনী চলিলাম। আমার কোনও অনুসন্ধান করিও না। আর করিলেও আমাকে পাইবে না। যদি আমাকে পাও—আর আমাকে এরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইবে না। আমি আগামী কল্য হইতেই পাগলিনী হইব। আমি যে ঔষধ সঙ্গে লইয়াছি তাহার পরাক্রম অত্যন্ত অধিক। বালিসের নীচে এই পত্রখানি এবং আরও ২।৩ খানি পত্র রাখিলাম। একে একে পাঠ করিয়া ছিঁড়িয়া দিবে। আর যদি ছিঁড়িয়া দিতে মায়া হয় তাহা হইলে উমাদিদিকে দিবে সে যত্নের সহিত এগুলি

রক্ষা করিবে। আর আমার বাঁচিবার আশা নাই। তোমাকে দেখিবার আশা ছিল, থাকিল এবং যতদিন বাঁচিব থাকিবে। ইন্দু—ইন্দু—ইন্দু—আর না—অনেক বার তোমার নাম করিলাম—হয়ত তুমি রাগ করিবে। কিন্তু আমায় ক্ষমা করো। একটা পাখী পুষিয়া রাখিলেও তাহার উপর মায়া হয়। আমার উপর তোমার মায়া হইয়াছিল কিন্তু আমার শেষ প্রার্থনা তুমি আমাকে চির জীবনের মত ভুলিয়া যাও। যদি তুমি আমাকে মনে রাখ তাহা হইলে আমার সমস্ত কথা মনে হইবে। আমার সকল দুঃখের কথা মনে হইবে। তুমি আমাকে ভুলিয়া যাও,আর আমার কোনও দুঃখ থাকিবে না। ইন্দু—ইন্দু—ইন্দু—জীবনের শেষ আর একবার বলি ইন্দু—আমি বিদায় প্রার্থনা করি, বিদায় দাও তোমার চিরদাসী মনোমোহিনী চিরকালের জন্য বিদায় প্রাপ্ত হইল। যদি পার মনে রেখ কিন্তু অনুরোধ—,ভুলিয়া যাইও—

তোমার—সেই—হতভাগিনী—
মনোমোহিনী।”

মনোমোহিনী পত্রখানি যথাস্থানে রাখিয়া কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিল। পরে সে আর একখানি কাগজে বড় বড় অক্ষরে লিখিল :——

দ্যাখ্‌রে ব্রহ্মাণ্ড মেলিয়ে নয়ন,
দ্যাখ্‌রে তারকে, দ্যাখ রে গগন,
দ্যাখ্‌ বিভাবরি, ঘোমটা খুলে,
সংসারে আসিলে কত সুখ মিলে,॥

খোদিয়া প্রস্তরে, অগ্নির অক্ষরে,
রাখরে লিখে—
ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, নিরভিমান,
সন্তোষ মনে সদা বর্ত্তমান,
(যার) থাকে চারিগুণ, সুখ অবিনাশী।
(সেই) অবশ্য লভে যথা উমাশশী॥

এই কথাগুলি লিখিয়া মনোমোহিনী লিখিত কাগজখানি দেওয়ালের গায়ে সংলগ্ন করিয়া দিল। কক্ষের ভিতর অনেকবার উত্তমরূপে দেখিল। একবার দুইবার দেখিয়াও তাহার মনে সন্তোষ হইল না। আকাশের দিকে তিন চারিবার দৃষ্টিপাত করিল। কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বহির্গতা হইল। সে পুনরায় কক্ষে প্রবেশ করিল। পুনরায় কক্ষের অভ্যন্তর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিল। এইবার সে প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়া মনে মনে বলিল "আমার জীবন প্রদীপ ও আশা প্রদীপও নির্ব্বাপিত হইল।" এই ভাবিতে ভাবিতে মনোমোহিনী সকলের অজ্ঞাতসাবে নিশীথসময়ে ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বহির্গতা হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পরিণাম ও পরিতাপ

উমেশ বাবু কিয়ৎকাল কলিকাতায় গোপনভাবে অবস্থিতি করিয়া উপস্থিত বিপদের হস্ত হইতে এক প্রকার পরিত্রাণ পাইয়াছেন—মনে করিয়া রাজনগর গ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি সূর্য্যকুমারকে কন্যাদান করিয়াছেন। সূর্য্যকুমার তাহার জামাতা কিন্তু কি কারণে, জানি না, সূর্য্যকুমার তাঁহাকে যথোচিত ভক্তি করে না। সূর্য্যকুমার তাহার আলয়ে গমন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে না।

রাজনগর গ্রাম নিবাসী হরিচরণ, শ্যামাচরণ প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তির সম্পত্তি উমেশ বাবু আত্মসাৎ করিয়াছিলেন তাঁহারা নিজ নিজ সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। দিনকর বাবু অদ্য পর্য্যন্ত রাজনগরে আগমন করেন নাই। তিনি প্রায় ৮।১০ বৎসর বিদেশে গমন করিয়াছেন কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তিনি এক দিনের জন্যও রাজনগরে আগমন করেন নাই। তিনি অদ্য পর্য্যন্ত

বাবুর মৃত্যু সংবাদ উমেশ বাবুর চক্রে অবগত হইতে পারেন নাই এবং নিজেও চেষ্টা করিয়া স্বীয় পিতার কোনও সংবাদ লয়েন নাই। তিনি চাকরী উপলক্ষে দাসত্বের মহিমাসংবর্দ্ধনার্থ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

উমেশ বাবু যেন সর্ব্বদাই ক্ষুণ্ণ মনে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। তিনি যেন সর্ব্বদাই দুঃখিত। সর্ব্বদাই যেন তাঁহার মনে অশান্তি বিরাজ করিতেছে। তিনি সর্ব্বদাই কি চিন্তা করিয়া থাকেন, এবং গৃহিণী হেমাঙ্গিনীর সহিত যুক্তি করিয়া কার্য্যে লিপ্ত থাকেন। তিনি সর্ব্বদাই অপকার্য্য করিবার জন্য আয়োজন করিতে যত্নবান হইয়া থাকেন।

ভাদ্র মাস। রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইয়াছে। রাজনগর গ্রামের অধিকাংশ লোকই জাগ্রত আছেন। কোথাও দুই এক জন যুবক একে একে কাহারও বিশ্রাম গৃহে একত্র হইয়া অক্ষক্রীড়া করিতেছেন। কোথাও বা সঙ্গীতপ্রিয় বালকগণ ও যুবকগণ সঙ্গীত বিদ্যার চর্চ্চা করিতেছেন। কেহ গীত গাহিতেছেন, কেহ বাদ্য করিতেছেন। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই গীত বাদ্যের কিছুমাত্র বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু কেহ কেহ গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপবেশন করিয়া আছেন। গায়কের অথবা বাদ্যকরের যখন কোনও দোষই হইতেছে না তখন তাহারা বলিতেছেন "সঙ্গত ভাল হইতেছে না।" আবার যখন তাহাদের দোষ হইতেছে তখন তাঁহারা কিছু না বুঝিয়াই বলিতেছেন "বেশ সঙ্গত।" কোথাও বা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ নিজ নিজ শিক্ষকের নিকট বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছে। উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবার জন্য শিক্ষকগণ তাহাদিগকে প্রহার করিতেছেন। কিন্তু তাহারা কোনও

প্রকারে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেছে না। তাহাদের স্বরে যেন "ঘুম মাখান আছে।" শিক্ষক যতই প্রহার করিতেছেন ততই তাহারা "উঁ—উঁ—উঁ" এই শব্দ করিয়া পাঠ করিতেছে। তাহারা যে কি পাঠ করিতেছে তাহার কিছুমাত্র জানিবার উপায় নাই। শিক্ষক দেখিলেন একটী বালকের নিদ্রাবেশ হইয়াছে। শিক্ষক তাহার নিকট হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। শিক্ষক মহাশয় যেমন চলিয়া গেলেন অমনি বালকের নিদ্রা কোথায় চলিয়া গেল জানি না। সে অপরাপর বালকের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল।

এই সময়ে রামনারায়ণ বাবুর প্রাসাদের উপর একটা শব্দ শ্রুত হইল। তাহার বাটীতে কয়েকজন রক্ষক নিযুক্ত আছে, কিন্তু তাহারা প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করে না। তাহারা সায়ংকালেই উদর পূর্ণ করিয়া আহারাদি করিয়া নিদ্রা-দেবীর অঙ্কে অবস্থিতি করিয়া বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকে। তাহাদের অজ্ঞাতসারে প্রাসাদের প্রাচীরে এক খান "মই" (কাষ্ঠ-সোপান) লাগান হইল। উমেশবাবু কয়েকজন অনুচরসহ প্রাসাদের দ্বিতলস্থিত একটী ভগ্ন বাতায়ন বা জানালার নিকট মইখানির অগ্রভাগ লাগাইলেন। নিম্নদেশ মৃত্তিকায় থাকিল। তাহারা সকলেই উক্ত "মই" এর সাহায্যে প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দলিল টাকা, কাগজ প্রভৃতি ধন অপহরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা যেমন প্রাসাদের উপরিভাগ হইতে অবতরণ করিয়া পলায়ন করিবেন অমনি একটা শব্দ শ্রুত হইল "অনুচরবর্গ দ্রুত গতিতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু স্বয়ং উমেশবাবু সোপানসহ ভূতলে পতিত হইলেন। পতনের শব্দ কিছু গম্ভীর হওয়ায় তাহা অনেকেরই কর্ণগোচর হইল। ঔৎসুক্য বশতঃ হরিচরণ,কালীচরণ

শ্যামাচরণ, রাধাসুন্দর, শ্যামসুন্দর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তথায় আগমন করিলেন।

তাঁহারা আসিয়া রক্ষকগণকে জাগ্রত করিয়া তাহাদিগকে তিরস্কৃত করিলেন। কিন্তু তাহারা বলিল "এত সন্ধ্যা বেলায় যে এমন করিয়া "জানালোকে" চুরি করিবে তাহা আমাদের সন্দেহ হয় নাই। আমরা রাত্রিতে অন্যদিন জাগিয়া থাকি অদ্য শরীব ক্লান্ত হওয়ায় নিদ্রিত হইয়াছিলাম।"

অর্থের ভারে উমেশ বাবুর পরিধেয় বস্ত্রখানি ছিন্ন হইল। অপহৃত দ্রব্যাদিসহ উমেশ বাবু হরিচরণের দ্বারা ধৃত হইলেন। হরিচরণ তাঁহাকে বলিলেন "উমেশ বাবু,আপনি না উমাশশীর পরম আত্মীয়?"

একে উমেশ বাবু চুরি করিতে আসিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শরীর গুরুতররূপে আহত হইয়াছে, তাহার উপর রক্ষকগণ তাঁহাকে প্রহৃত করিয়াছে, তাহাতে আবার তিনি "শত্রু হরিচরণ" কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি এক্ষণে হরিচরণের কথায় উত্তরদিতে অক্ষম। যাহা হউক তিনি শান্তিরক্ষক চৌকিদার-গণের জিম্মায় থাকিলেন। স্থানীয় "পুলিশে" সংবাদ দেওয়া হইল।

পরদিন প্রাতে "পুলিশ" আসিল। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত "দারোগা" বাবু পদচ্যুত হইয়াছেন। একজন "নূতন দারোগা" আসিয়া তদন্ত আরম্ভ করিলেন। তদন্ত অধিকক্ষণ করিতে হইল না। অল্পক্ষণ মধ্যেই সকল বিষয় প্রকাশিত হইল। উমেশ বাবুকে হাঁসপাতালে পাঠান হইল।

কিয়ৎকাল পরে উমেশ বাবু আরোগ্যলাভ করিলেন। তাঁহার অপরাধেব বিচার হইল। বিচারে তাঁহার কারাবাস দণ্ডের আদেশ হইল।

অল্পদিন মধ্যেই উমেশ বাবুর বিরুদ্ধে রামনারায়ণ বাবুকেও উমাশশীকে বিষ প্রয়োগ দ্বারা হত্যা করা ও হত্যা করিবার চেষ্টা করার অভিযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহার দণ্ড বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার প্রতি নির্ব্বাসন দণ্ডের আদেশ হইল। উমেশ বাবু এক্ষণে একাকী নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিতেছেন। গৃহিণী হেমাঙ্গিনী তাঁহার নিকটে নাই। তাঁহার পরামর্শ দাতা অপর কোনও লোকই তাঁহাকে এক্ষণে প্রবোধ বচনদ্বারা শান্ত করিতেছেন না।

এক্ষণে উমেশ বাবু একাকী উপবেশন করিয়া নিজ অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন এবং পূর্ব্ব পাপ স্মরণ করিয়া অবিরত নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া তিনি দৃষ্টিশক্তি বিহীন হইলেন।

গৃহিণী হেমাঙ্গিনী এক্ষণে দুর্দ্দশাপন্না; তিনি এক প্রকার বিধবা। কারণ উমেশ বাবুর আর গৃহে প্রত্যাগমন করিবার আশা নাই। হেমাঙ্গিনী এক্ষণে নিজ দোষ ও নিজ পাপ স্মরণ করিয়া পরিতাপ করিতেছেন। উমেশ বাবুর নৃশংস কার্য্যের পরিণাম চিন্তা করিয়া তিনি যেন দুঃখানলে দগ্ধা হইতে লাগিলেন। তিনি কোনও উপায় স্থির করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

উমেশবাবু যথা সময়ে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তিনি ইহার কি প্রতিকার করিবেন ? তিনি নিজ পাপ স্মরণ করিয়া চিন্তা করিয়া থাকেন "আমি অনেক পাপ ক'রেছিলাম। আমার শরীরে অনেক কষ্ট সহ্য হয়। গিন্নী হয়ত কোনও পাপ করেছিলেন। অনুতাপ পরে করা হয়। কায করবার সময় আমি এ কষ্ট ভাবি নাই। আমার মনে কেন এত কষ্ট হ'চ্ছে ? আমি মহাপাপী।

আমি নরহন্তা। আমি সরলা উমাশশীকে কষ্ট দিয়ে এত দুঃখ পাচ্ছি। আমি অনেক লোকের অনিষ্ট করেছি। আমি বিশ্বাস ঘাতক। আমার উপর কি ঈশ্বরের দয়া হ'বে? আহা! উমাশশী মাকে কষ্ট দিয়ে আমার মনে একদিনের জন্যও সুখ ছিল না। উমাশশী সতী। আমি সতী রমণীকে কষ্ট দিয়ে এই যন্ত্রণাভোগ করছি। উমা কি আমায় ক্ষমা করবে?"

উমাশশী যথা সময়ে এই সকল সংবাদ পাইল। দুঃখিতা হইল; কিন্তু সে ভাবিল "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

সুতীর্থ।

সূর্য্যকুমারের মাতা রাজকুমারী পীড়িতা হইলেন। ইন্দুভূষণ ও সূর্য্যকুমার তাঁহাকে এবং মনোমোহিনীর কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণলতা ও উমাশশী প্রভৃতিকে লইয়া কাশীধামে গমন করিলেন। তথায় কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া তিনি পরলোক গমন করিলেন। সূর্য্যকুমার, ইন্দুভূষণ, উমাশশী, স্বর্ণলতা প্রভৃতি সকলেই ইহাতে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহাদিগের সকলেই স্থির করিলেন মথুরা বৃন্দাবন, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তাঁহারা কিয়ৎকাল পরে রামপুরে প্রত্যাগমন করিবেন।

উমাশশী মনোমোহিনীর জন্য দুঃখিতা। ইন্দুভূষণ নানাস্থানে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কিন্তু কোথাও তাহাকে পাইলেন না। উমাশশী ভাবিল "যদি আমি পূর্ব্বে মনোমোহিনীর মনো-

ভাব অবগত হইতে পারিতাম তাহা হইলে আমি রাজনগরে গমন করিয়া আপন পিত্রালয়ে বাস করিতাম।"

ইন্দুভূষণ ভাবিলেন "পূর্ব্ব জন্মের কোনও পুণ্যফলে আমি মনোমোহিনীর ন্যায় পতিব্রতাকে আপন পত্নী স্বরূপে পাইয়াছিলাম। এক্ষণে আমার এ জন্মের পাপবশতঃ আমি সেই অমূল্য রত্ন পাইয়া হারাইলাম। লোকে বলে তীর্থ দর্শনে ও সুতীর্থ পর্য্যটনে মনের শান্তি পাওয়া যায়। এই ভাবিয়া তিনি সূর্য্যকুমার প্রভৃতিকে লইয়া প্রথমে মথুরাধামে গমন করিলেন। তথা হইতে তাঁহারা হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র পরম রমণীয় যমুনাতীরবর্ত্তী বৃন্দাবন ধামে গমন করিলেন।

বৃন্দাবনের সুরম্য নয়নাকর্ষক দৃশ্য অবলোকনে তাঁহাদিগের নয়ন পবিত্র হইল। তাঁহাদিগের মনে যেন এক অদৃষ্টপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত হইল। তাহারা যেন অশ্রুতপূর্ব্ব অব্যক্ত সুমধুর সঙ্গীত নিজ নিজ মনোমধ্যে মনোশক্তিতে শ্রবণ করিয়া সুবিমল আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন।

ইন্দুভূষণ ও সূর্য্যকুমার প্রতিদিন অপরাহ্নে যমুনাতীরে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। অদূরে কলনাদিনী যমুনা কৃষ্ণবিরহসঙ্গীত করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে। তটস্থ বৃক্ষলতাদি যেন শ্যামবিরহে কাতর হইয়া কৃষ্ণবর্ণ লাভ করিবার নিমিত্ত যমুনার কৃষ্ণবর্ণ সলিল সকাশে গমন করিতেছে। এই স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণকাল যমুনার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে রাধাকৃষ্ণের লীলাদির বৃত্তান্ত একে একে স্মৃতিমার্গে উপনীত হইয়া চিত্তকে চঞ্চল করিয়া দেয়। মনে হয় "কাল বরণের" "কালরূপ" দর্শন করিয়া তাঁহার "রাঙ্গা পায়" মন প্রাণ সমর্পণ-করিয়া মানবদেহের

সার্থকতা করি। মনে হয় শ্যামসোহাগিনীর সখী হইয়া চিরজীবন রাধাশ্যামের যুগল চরণে বিক্রীত হইয়া থাকি। মনে হয় জন্মে জন্মে এই যন্ত্রণাগার সংসারে আসিয়া রাধাগোবিন্দের সেবা করি এবং তাঁহাদিগের যুগলচরণে নিকুঞ্জবনের কুসুমনিচয় এবং যমুনার "কাল" জল অর্পণ-করিয়া সেই চরণের দাস হইয়া এই যমুনা কুলে বাস করি।

আবার মনে হয় কৃষ্ণবিরহকাতরা কৃষ্ণপ্রেয়ার সহিত উপবেশন করিয়া এই যমুনা জলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করিয়া জীবনের শেষ উদ্দেশ্য সাধন করি।

এই যমুনাকুলে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিলে কখনও কখনও উদাসীনতার ভাব স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে। কখনও কখনও আত্মীয়বিয়োগজনিত দুঃখ ক্ষণে ক্ষণে মনোমধ্যে আবির্ভূত হইয়া মনকে ব্যাকুল করিয়া দেয়।

একদিন অপরাহ্ণে ইন্দুভূষণ ও সূর্য্যকুমার যমুনাকূলে বিচরণ করিতে করিতে এক বৃক্ষমূলে উপনীত হইলেন। তথায় তাঁহারা প্রথমে যমুনা জলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে অনেক কথার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা বৃক্ষতলে কতকগুলি ছিন্ন বস্ত্র দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন "কোনও দরিদ্রব্যক্তি এগুলি ফেলিয়া গিয়াছে।" তাঁহারা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন একটী স্ত্রীলোক যমুনাতীরে উপবেশন করিয়া আছে। তাঁহারা তাহার নিকটে গমন করিলেন; শুনিলেন সে কত প্রকার শব্দ করিতেছে; কখনও সে নানাবিধ অসংলগ্ন পদাবলীর আবৃত্তি করিতেছে। কখনও বা ইচ্ছামত সঙ্গীত করিতেছে; কখনও কোনও কথার কিয়দংশ বলিয়া

তাহাকেই গীত স্বরূপে গান করিতেছে। সে যেসকল কথার উচ্চারণ করিতেছে বা সঙ্গীত করিতেছে সে সকলের অর্থ হয় না বলিলেও চলে। ইন্দুভূষণ ভাবিলেন "স্ত্রীলোকটী কোন পাগলিনী হইবে"। সূর্য্যকুমারও তাহাই স্থির করিলেন। "পাগলিনী" যেন নিকটের কোনও বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে না। সে যেন এ সংসারের কেহই নহে। যেন এ সংসারে তাহার কেহই নাই। যেন এ সংসারে তাহার কোনও দ্রব্যে আসক্তি নাই।

পাগলিনী সেই স্থলে কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া তথা হইতে নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ মূলে গমন করিয়া তথায় উপবেশন করিল এবং গাহিল :—

ভালবাসা নাই সংসারে—মনের কথা
কই কা'র কাছে !

এই কয়েকটী কথা বলিয়াই পাগলিনী থামিল। তদনন্তর সে বলিতে লাগিল "কে বলে ? সংসারে অনেক ভালবাসা আছে। আমি ভাল—তুমি ভাল—জগৎ ভাল—সব ভাল। বাসা নাই। কেউ বাসে না। সব মন্দ। আমি মন্দ করি। তুমি মন্দ কর, সংসারে মন্দ করে না কে ? আমি ভাল মন্দ সব করে দেখেছি। আছে—আছে।

ভালবাসা থাকে যদি——আছে তবে
লতায় গাছে।

হাঃ—হাঃ—হাঃ — হোঃ—হোঃ—হোঃ কি মজা !" কি ভুল !—আমি না মানুষ ? কে বল্লে ? আমি ত গাছে উঠ্‌তে

জানি না, ঘোড়ায় চড়্‌তে পারি না, সাঁতার দিতে জানি না ; তবে আমি মানুষ কি করে ? মানুষ হ'য়ে সুখ নাই। গাছপালা হ'ব। গাছপালা বড় ভাল জিনিষ ; কৈ গাছ নাই ?

কাটা যদি যায়রে তরু, লতা তার যায় সঙ্গে
তরু থাকে লতা কাটে তাও ত দেখা যায় স্বভাবে।
কাটা যদি যায়রে তরু—লতা কি কভু থাকে বেঁচে ?

বাঃ ! বাঃ !! বাঃ !!! তাও যেন হয় ? আমি পাগল। আমি বেশ গান কর্‌তে পারি। আমায় কেউ দেখ্‌তে পারে না। আমি কোথাও থাকৃতে পারি না। আমায় কেউ রাখ্‌তে জানে না। আমি স্বাধীন, আমার মন স্বাধীন। না—না—না ভারতের সবাই যে পরাধীন। কেউ স্বাধীন নয়। কেউ নিজের ভালবাসার জিনিষ চায় না। সবাই পরের জন্য খেটে মরে। আমি কখনও খাটি নাই। কে আস্‌ছে ? কোথায় ? কেউ না। কে আস্‌চে, কে যাচ্ছে আমার জান্‌বার দরকার কি ? গে'ছে—গিয়েছে—সে দিন চলে গে'ছে। আমি সব জানি—কিছুই বল্‌ব না। দিনও জানি রাতও জানি। সে দিন আর আস্‌বে না। সুখ আর হ'বে না। স্বাধীন আর হতে পার্‌ব না। মানুষ হ'য়ে মানুষ বশ কর্‌তে জানে না। কেউ কি জানে ? যে জানে, সে জানে, যে পারে সে জেনেছে। সে পেরেছে। এই কেমন জল যাচ্ছে।

ছাড়া লতা থাকে তরু; ছাড়া তরু লতা কি
কথনও থাকে ?"

খুব থাকে—অনেক থাকে। কত দেখেছি। এই না আম গাছ? কাচা আমে রস থাকে না? পাকা আমে বেশী রস থাকে, নয়? আমার কাছে সব রস শুকিয়ে যায়। আমার এই ছেঁড়া কাপড় নয়? ছেঁড়া কাপড় ভাল। এখন ভাল—আরও ছিঁড়্‌ব। সব ছিঁড়্‌ব। জান, ছিঁড়্‌ব—ছিঁড়্‌ব?। আমার সব চ'লে গেছে। আমি একলা আছি। এই সব ছিঁড়ে দি—

তবে—আমি থাকি কেন—তবে আমি থাকি
কেন সংসারে?
আমার লতা আছে—তরু নাই, আমার লতা
আছে তরু নাই
আমি হ'ব তার সঙ্গিনীরে।

বাঃ—বাঃ—বাঃ কে বল্লে? আমার সব আছে। কেবল আমিই নাই। বেশ—বেশ আমি লতা, এই গাছ আমি এই গাছ-টাকে ধরি। না—না—না এ গাছ নয়। আমি দূরে আছি—বহু দূরে আছি। এখানে নাই। দেখা হ'ল না। আশা পূর্‌ল না। ছি! ছি!! ছি!!! আমি কিছুই কর্‌তে পার্‌লাম না।

এখানে ছিঁড়্‌ল আশালতা—থাক্‌ল আশা—
আশা তরু পাব জন্মান্তরে।"

বেশ! বেশ!! বেশ!!!
ইন্দুভূষণ ও সূর্য্যকুমার পাগলিনীর কথা শ্রবণ করিয়া অনুমান

করিলেন "এই স্ত্রীলোকটী কোনও প্রকার সংসার যন্ত্রণা পাইয়া-অবশেষে এই অবস্থায় পতিতা হইয়াছে। তাঁহারা দেখিলেন পাগলিনী কখনও কখনও বাহু প্রসারিত করিয়া কোনও দ্রব্য ধরিতে যাইতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। ইন্দুভূষণ পাগলিনীর নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"তোমার নাম কি গা ?

পাগলিনী বলিল—"আমার নাম ? আমার নাম ? আমাব নাম—আমি। তোমার নাম কি গা ? তুমি—তুমি কে ? সেই—সেই তুমি নাকি ? জানি--জানি তোমার নাম জানি—জানি। আমি কিছুই জানি না। আমি যাই—যাই যমুনার জলে। আমার চাঁদ দেখ্‌ব। দেখ্‌ব কেমন ঢেউ আস্‌ছে। দেখ্‌ব ঢেউএর সঙ্গে চাঁদ নাচ্‌ছে। দেখ্‌ব কোন্ চাঁদটী ভাল। এই চাঁদ না ঐ চাঁদ ? কোন্ চাঁদ গা ?"

ইন্দুভূষণ তাহার কথার কোনও ভাবসংগ্রহ করিতে না পারিয়া তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন :—

হ্যাগা তোমার নাম কি ? তোমার বাড়ী কোথায় ? তোমার কে আছে ?

"এত কথা আমি জানি না। আমার নাম—নাম, যে নাম লোকের থাক্‌লে নামের মান থাকে না—আমার নাম হারিয়েছি। আমার বাড়ী নাই—বাড়ী এখানে—এই যমুনার জলে। আমার বাড়ী কাশী—আমার বাড়ী বৃন্দাবন—আমার বাড়ী মথুরা। না না না, আমার বাড়ী নরকে। তোমাদের বাড়ী কোথায় গা।"

ইন্দুভূষণ ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমাদের বাড়ী বঙ্গদেশে—হুগলীতে। পাগলিনী বলিল "তবে আমারও বাড়ী সেইখানে।

হুগলী? হুগলী? সেখানে ... াম। সব জানি তোমাদের সব জানি। তোমরা বে...

এই বলিয়া পাগলিনী ... জলের অতীব নিকটে গমন করিল। ইন্দুভূষণ ও সূর্য্যকুমার তাহার জীবনের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাগলিনী যেন আপনা হইতেই সুস্থ-চিত্তা হইয়া তাঁহাদিগকে বলিল "তোমরা বেশ লোক। তোমাদের সঙ্গে দেখা হওয়া ভাল। আর কি এ জীবনে দেখা হ'বে? তোমরা একটা গান শুন্‌বে? আমার গলা ভাল নয়। সুর নাই। আমি গাইতে জানি না। তবে তোমাদের মত লোকের কাছে গাইতে পারি। তোমরা আমার গানের নিন্দা কর্‌তে পাবে না।"

ইন্দুভূষণ বলিলেন—আচ্ছা তাই হবে—তুমি একটা গান কর।'

পাগলিনী গাইল :—

আশার ছলনে, ভ্রমিনু যতনে,
সংসার কাননে রে।
আশা ফুরাইল, লতা শুকাইল,
সিঞ্চন অভাবে রে।
যতন করিব, রতন পাইব
আছিল মনেতে রে।
যতন করিনু, রতন লভিনু,
হারাবার তরে রে।
যতন ভূমিতে, শকতি বাড়াতে,
শ্রম সার দিনু রে।

উর্ব্বরতা হ'ল, তরু জনমিল,
ফল না ধরিল রে।
আশালতা আসি, সমীপেতে বসি,
তরু আলিঙ্গিল রে।
শরীর বাড়িল, প্রসূন হইল,
বসন্ত সময়ে রে।
বসন্ত সময়ে, ঝঞ্ঝা আসিয়ে,
মুকুল নাশিল রে।
নিরাশা আসিয়া, মায়া বিথারিয়া,
তমে আবরিল রে।
আশা চলি গেল, তরু শুকাইল,
আমার করমদোষে।
তবে কেন আর, আমার সংসার—
বাসনা থাকিবে রে।

গীত সমাপ্ত হইল না। পাগলিনী গীত সমাপ্ত না করিয়া যমুনাজলে নামিতে যাইতেছিল। এই সময়ে ইন্দুভূষণ তাহাকে ধরিলেন। তিনি যেমন পাগলিনীর শরীরে হস্তক্ষেপ করিলেন অমনি তাহার পাগলিনীত্ব বা পাগলতা কোথায় চলিয়া গেল। পাগলিনী যেন এক হৃদয়ের রত্ন অমূল্য নিধি প্রাপ্ত হইল। কিন্তু তাহার শরীর অবসন্ন হইল। সে ভূপতিতা হইল।

এই সময়ে এক যুবক যমুনাতীরে বিচরণ করিতে করিতে তাহাদিগের নিকট উপনীত হইলেন। ইন্দুভূষণ ও সূর্য্যকুমার পাগলিনীকে উত্তোলিতা করিয়া তাহাদিগের সঙ্গে তাহাদিগের

আবাসস্থানে লইয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু পাগলিনী পুনরায় ভূপতিতা হইল। সমাগত যুবক ইন্দুভূষণ ও সূর্য্যকুমারের সহায়তা করিলেন।

সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পরেই ইন্দুভূষণ, সূর্য্যকুমার ও সমাগত যুবক সেই পাগলিনীকে লইয়া ইন্দুভূষণের বাসস্থানের সমীপবর্ত্তী হইলেন। বাসায় পাগলিনীকে লইয়া যাওয়া হইল। প্রদীপ জ্বালা হইল। দীপালোকে পাগলিনীর মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিয়া ইন্দুভূষণ ব্যগ্রতা সহকারে বলিলেন :—

"এ কি? পাগলিনী কি মনোমোহিনী? মনোমোহিনি, তোমার জন্য আমরা অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। আজ স্তুতীর্থ বৃন্দাবনে তোমাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম। ইহা আমার সৌভাগ্যের ফল।"

মনোমোহিনী কাতরা। তাহার শরীরে বল নাই। তাহার কথা কহিবার শক্তি নাই। অনেক কষ্টে মনোমোহিনী বলিল :— ইন্দুভূষণ—ইন্দু—তুমি আমার পূজনীয়, কিন্তু আমার ইচ্ছা তোমার নাম ধরিয়া ডাকি, চিরকালই তোমার নাম করি, তোমার নাম করিতে করিতে আমার জীবনের শেষ হয়। আমার জীবনের আশা করিও না। আমি আর অধিকক্ষণ বাঁচিব না। তুমি উমাদিদিকে লইয়া সুখে সংসার কর। আমার পাপের সীমা নাই। আমি সরলা উমাশশীর মনে কষ্ট দিয়াছি। আশা ছিল মৃত্যুকালে তোমার চরণ দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিব। সে আশা আমার পূর্ণ হইল।"

ইন্দুভূষণ, স্বর্ণলতা, উমাশশী ও সূর্য্যকুমার মনোমোহিনীর নিকটে বসিয়াছিলেন। তাঁহারা মনোমোহিনীর কথা শ্রবণ করিয়া

অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মনোমোহিনী পুনরায় কাতর স্বরে বলিল "ইন্দুভূষণ আমি স্ত্রী হ'য়ে তোমার মত স্বামীর অনেক অপমান করেছি। আমার দোষ নিও না। আশাতেই লোকে বেঁচে থাকে। আমি আশা করে ক্লান্ত হ'য়ে মরে যাচ্ছি। দিদি উমাশশি! তুমি পূর্ব্ব কথা মনে করো না আমায় ক্ষমা কর। তোমার পায়ে পড়ি আমার দোষ নিও না। স্বর্ণলতা,—ভগিনী, আয় একবার আমার কাছে বোস্. আয় দিদি বলে আমায় একবার ডাক্। তুই আমার জন্য দুঃখ করিস্ না। স্বামী নিয়ে সুখে সংসার কর্, আর দিদি উমাশশীর সেবা কর্। এই সংসারে থাকে কে? যে উমাদিদির মত জীবন-স্রোতে তনু ঢেলে দিতে পারে সেই ইন্দুভূষণের ন্যায় পতি নিয়ে সুখে সংসার করতে পারে। দিদি উমা! আমায় ক্ষমা কর উমা—উমা উমা।"

আর মনোমোহিনীর মুখে কথা নাই। তাহার দেহ স্পন্দহীন। তাহার সর্ব্ব শরীর শীতল। সে গতপ্রাণা। ইন্দুভূষণ ও সূর্য্য-কুমার অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উমাশশী ও স্বর্ণলতা ক্রন্দন করিতে লাগিল।

ইন্দুভূষণ নবাগত যুবককে বহির্বাটী হইতে আহ্বান করিলেন এবং অপরাপর দুই এক ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া মনোমোহিনীর মৃত দেহ যমুনাতীরে লইয়া গেলেন।

নবাগত যুবকের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল, তিনি দিনকর—তিনি উমাশশীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইন্দুভূষণ ও উমাশশী এই সুতীর্থে দিনকর বাবুকে পাইয়া "হারাণ ধন ফিরিয়া পাইলেন।"

যমুনাতীরে মনোমোহিনীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তাঁহারা তথা হইতে আবাস স্থানে প্রতিগমন করিবেন এমন

সময়ে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত "বাবাজী" আসিয়া তথায় উপনীত হইল। বাবাজী দ্রুত গতিতে আগমন করিয়া দিনকরের পাদ-মূলে পতিত হইয়া বলিল "আমায় ক্ষমা কর, আমি বাবাজী নই। আমি—দুর্গাদাসী—পাপিনী—দুর্গাদাসী, তোমার হতভাগিনী পত্নী, কিন্তু আমার পাপের সীমা নাই। আমি আর সংসারে থাক্‌ব না। তোমার জন্য আমি অনেক দেশ ঘুরেছি। অনেক কষ্ট সহ্য করেছি। বহু কষ্টে আজ তোমার দর্শন পেলাম। কিন্তু আমার আর এ জীবনের আবশ্যকতা নাই। আমি "চল্‌লাম" এই বলিয়া "বাবাজী" দুর্গাদাসী যমুনাজলে পতিতা হইল। অল্প ক্ষণের মধ্যেই সে নিমগ্না হইয়া যমুনার তরঙ্গমালার সহিত অনন্তধামে চলিয়া গেল। দুঃখিত হৃদয়ে ইন্দুভূষণ, সূর্য্যকুমার, দিনকর ও উমাশশী বাসায় প্রতিগমন করিল। সকলেই আসিল, কিন্তু স্বর্ণলতা ফিরিল না। সে কোথায় গেল? সহৃদয় পাঠক আপনার প্রিয়পাত্র কে? জীবন-স্রোত? না-আশালতা?

সমাপ্ত।